মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে

২ খন্ড

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ-

যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? (আল কোরআন)

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

দ্বিতীয় খন্ড

প্রকাশক

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

দ্বিতীয় খন্ড

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৫
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৩
প্রচ্ছদ : কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স
অক্ষর বিন্যাস ঃ শাকিল কম্পিউটার
৩২/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রণ : আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
বিনিময় ঃ ১০০ টাকা মাত্র।

Mohila Shawmabeshe Prosner Jawbabe
Allama Delawar Hossain Sayedee

2nd Part

Co-operated by Moulana Rafeeq Bin Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul
Published by Global Publishing network
66 Paridhash Road, Banglabazer, Dhaka-1100
2nd Edition 2005 October
Frist Edition 2003 April,
Price : 100 taka Only
Four Doller (U.S) & Three Pound Only

যা জানতে চেয়েছেন

কর্মজীবী নারীর সমস্যা

সন্তান সিনেমা হলে যায় ৯
স্বামীর হক আদায় করতে পারি না ৯
আমার অর্থে কার অধিকার বেশী ১০
স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ১০
চাকরী ক্ষেত্রে পর্দা করা নিষেধ ১১
চাকরীর কারণে নামাজ কাযা হয় ১১
স্বামী খরচ দেয় না ১১
পর্দার করে কি বাজারে যাবো ১২
লাল পেড়ে সাদা শাড়ী পরতেই হবে ১২
আমি কি কোথাও একা যেতে পারি ১২
সন্তানের দাবি-চাকরী ছাড়ো ১৩
আমার অর্থে সন্তানের আকীকা ১৩
বীমা প্রতিষ্ঠানে কি চাকারী করবো ১৩
বিউটি পার্লার কি জায়েয ১৪
চাকরী ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন ১৪
যাতায়াতের পথে পুরুষের স্পর্শ ১৫

মাতা-পিতা ও সন্তান

সন্তানকে কিভাবে গড়বো ১৫
শিবিরের ছেলেরা কি রগ কাটে ১৬
কলেজে গিয়েই নামাজ ছেড়ে দিলো ১৭
সন্তান মাদকাসক্ত ১৭
সন্তান ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন করে ১৮
সহযোগিতা পাওয়ার জন্য মিছিলে যাই ১৮
শিবির করতে কেনো নিষেধ করি ১৯
ছেলেরা টিভিতে কার্টুন দেখে ২০
ছেলেকে আপনার মতো বানাতে চাই ২১
ছেলে হলে মাদ্রাসায় দেবো ২২
স্বামী-সন্তান নিয়ে সমস্যায় আছি ২২
টেলিভিশন কিনে দেবো কি ২৩
আমেরিকা প্রবাসীর সন্তান ২৩
মৃত সন্তান-উদ্ভট রীতি ২৩
জারজ সন্তান কি জাহান্নামে যাবে ২৪
মৃত সন্তান প্রসব হলে ২৪
সন্ত্রাসী সন্তানের কারণে ২৪
মেয়ে ছাত্রী সংস্থা কেনো করবে ২৫
সন্তানকে রোজা রাখতে দেই না ২৫
সন্তানের চরিত্র গড়বো কিভাবে ২৬
তাজ্যপুত্র করবো কি ২৬
আঁতুর ঘরে আগুন জ্বালানো ২৬
পিতা-মাতার আদেশ পালন করবো কি ২৭
সন্তান ইংরেজী ভাষায় নামাজ পড়বে ২৮
মাতাপিতা আমার অধিকার ক্ষুন্ন করে ২৮
মায়ের অধিকার কেনো বেশী ২৮
দুধ পান করাবো কার আদেশে ২৮
সন্তান কতদিন দুধ পান করবে ২৯
কন্যা সন্তান-দুধপানে বৈষম্য ২৯
মৃত পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ২৯
পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করেছি ৩০
পিতা সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করে না ৩১
কিভাবে দুধ মা হলো ৩১
ঘুমের মধ্যে দুধপান-দুধ মা হয়ে গেলো ৩২

নারীর পর্দা-সাজসজ্জা ও পোশাক

কেন পর্দা করতে হবে ৩২
মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে পর্দা ৩৩
পর্দা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ৩৩

হাইহিলের জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার ৩৪
চুলে খোপা বাঁধা ৩৪
চুলে মেহেদী দেয়া ৩৪
কপালের চুল কাটা ৩৪
মাথার চুল কাটা ৩৪
পরচুলা ৩৫
মাথায় রঙিন ফিতা ৩৫
বোরকা ছাড়া তাকসীর মাহফিলে আসা ৩৫
ছাত্রের সাথে ছাত্রীর সম্পর্ক ৩৫
বস্ত্রে প্রাণীর ছবি ৩৬
সহশিক্ষা ৩৬
পুরুষ ডাক্তার কর্তৃক নারীর ডেলিভারী ৩৬
টিউবের মেহেদী ৩৬
আধুনিক যন্ত্রপাতি ও নারীর চিকিৎসা ৩৭
হাত, মুখ খোলা রাখা ৩৭
ভ্রু উপড়িয়ে সরু করা ৩৭
পায়জামার দুই পাশে কাটা ৩৮
মুখমন্ডল যাবতীয় সৌন্দর্যের আধার ৩৮
পায়ে মেহেদী দেয়া ৩৮
মাথায় মেহেদী দেয়া ৩৮
চাচাত, মামাত ভাইদের সাথে দেখা করা ৩৯
যাদের সামনে পর্দা করতে হবে ও হবে না ৩৯
বোরখার ওপরের অংশ ও নীচের অংশ ৩৯
নারীর মুখে দাড়ি ৪০
কালো পোষাক ৪০
খালাত, চাচাত ভাইদের সাথে গল্প করা ৪০
নামাজ পড়ে কিন্তু পর্দা করে না ৪০
পায়ে নূপুর পরা ৪০
নারী কণ্ঠের আওয়াজ ৪১
ফোনে কথা বলা ৪২
হাতের নখ বড় রাখা ৪২
কৃত্রিম নখ ব্যবহার করা ৪২
পুরুষ শিক্ষকের কাছে পড়া ৪৩
লোমনাশক ক্রীম বা রেজার ৪৩
বিয়ে বাড়িতে মেয়েদের সাজসজ্জা করা ৪৩
ছেলে বন্ধু ৪৩
পাতানো ভাইয়ের সাথে চলাফেরা ৪৩
আজান শুনলে মাথায় কাপড় ৪৪
মহিলা নেত্রীর পোশাক ৪৪
পুরুষের কাছে কোরআন শেখা ৪৫
মেহেদীতে ঝাড়ু লাগলে ৪৫
আংটি ব্যবহার করা ৪৫
নারীর সুন্নতী পোশাক ৪৫
চুল যদি বড় হয়ে যায় ৪৫
বিধবা নারীর অলঙ্কার ৪৬
স্বর্ণের চেইনে আল্লাহর নাম ৪৬
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ৪৬
দেবর আমাকে বোনের মতো সম্মান করে ৪৬
মাথার চুল সতরের অন্তর্গত ৪৬
হাতে চুড়ি না পরা ৪৭
মৃত পুরুষের চেহারা দেখা ৪৭
স্বামী হজ্জে গেলে স্ত্রীর বাড়ি থেকে বের হওয়া ৪৭
নাক-কান ছিদ্র করা ৪৭
দেবরের সাথে কথা বলা নিষেধ ৪৭
মুসলিম নারীর মাথায় সিঁদুর ৪৮
বোরখার নিচে পাতলা পোশাক ৪৮

কানের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করানো ৪৮
নারীর সুগন্ধি ব্যবহার ৪৮
নাকে নোলক না পরলে ৪৯
সন্তানের নাম রাখা ও আকিকা ৪৯
ভালো নাম রাখার নির্দেশ ৪৯
নাম বিকৃত করে ডাকা ৫০
রাব্বি নাম রাখা ৫০
রাইয়ান নামের অর্থ ৫১
নাম পরিবর্তন করা ৫১
ক্রোধের সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপ ৫১
আকিকা কি ফরজ ৫১
আকিকার গোস্ত খাওয়া ৫২
লক্ষীছাড়া বলে গালি দেয়া ৫৩
মানত-দোয়া-দরুদ ও স্বপ্ন
মানত আদায় করতে পারিনি ৫৩
মানত আদায়ে অক্ষম হলে ৫৩
মানত যদি আদায় না করি ৫৪
দোয়া গঞ্জল আরশ ৫৪
কোন্ আমলে দোয়া কবুল হবে ৫৪
কোন্ দরুদ পাঠ করবো ৫৪
স্বপ্নে পাওয়া দরুদ ৫৫
উসিলা দিয়ে দোয়া করা ৫৫
রাসূলের কাছে কিছু চাওয়া ৫৫
কিভাবে দোয়া করবো ৫৬
কোন সময়ের দোয়া কবুল হয় ৫৬
এত দোয়া-দরুদ কোত্থেকে এলো ৫৭
দোয়া-দরুদ কখন পড়বো ৫৭
নির্বিঘ্নে ঘুমানোর পদ্ধতি ৫৮
স্বপ্নে নির্দেশ পেয়েছি ৫৮
লাশ বহনের সময় যিকির করা ৫৯
মাজার-উরশ
মাজারে চুমু খাওয়া ৫৯
মাজারে যেতে বাধ্য করছে ৫৯
মাজারে গিলাফ কেনো ৬০
মাজারের কাপড়ে বিরাট শক্তি ৬০
আজমীর গেলে হজ্জের সওয়াব ৬১
বরকতের আশায় মাজারের ছবি ৬১
উরশ মোবারক করা যাবে কি ৬২
খাজা বাবার ডেগে টাকা ৬২
মাজারে গিয়ে দোয়া চাওয়া ৬৩
মাজারে মানত করেছিলাম ৬৫
জালালী কবুতর খাবো কিনা ৬৫
পীর-যিকির
দেওয়ানবাগীর মুহাম্মদী ইসলাম ৬৭
বাবে রহমত নয়-বাবে গযব ৬৮
জামায়াত-শিবির জাহান্নামে যাবে-দেওয়ানবাগী ৬৮
নারী-পুরুষের মুরীদ হওয়া ৬৮
পীরের সেবায় নারী সেবিকা ৬৯
পীরকে সিজ্‌দা করা ৬৯
নারীর নামাজ ও পীরের ফতোয়া ৭০
বিশ্বনবী নেতা নয়-পীরের ফতোয়া ৭০
পীর ধরা ফরজ কি ৭১
মওদূদী সাহাবাদের সমালোচনা করেছে ৭২
জামায়াতের রুকন হওয়া ঠিক নয় ৭৩
পীরের বই ছাড়া অন্য কিছু পড়া যাবে না ৭৩
বাইয়াত হওয়া জরুরী কি ৭৪

পীরের দরবারে গান-বাজনা ৭৪
বড় পীরের নামের গুণে আগুন পানি ৭৫
গাউছুল আযম বলা যাবে কি ৭৫
ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ যিকির করেননি ৭৬
হক্কানী পীরের বিরোধিতা করিনা ৭৬

তাবিজ–তাবলিগ জামাআত

তাবিজ ব্যবহার করতে পারবো কি ৭৭
ঝাড়–ফুঁক ৭৭
কুফরী তদবীর গ্রহণ ৭৭
কোরআনে তাবিজের চিত্র ৭৮
বিয়ের জন্য তাবিজ করা ৭৮
দুষ্ট জ্বিন তাড়াতে তাবিজ ৭৮
তাবিজে ভাগ্য পরিবর্তন ৭৯
তাবলিগ জামাআতের সূচনা ৭৯
ধর্মনিরপেক্ষদের তাবলিগে গমন ৮১
কোরআন নয়–তাবলিগের বই পড়তে হবে ৮২
তাবলিগই কি পূর্ণাঙ্গ ইসলাম ৮৩
তাবলিগের কাজে মেয়েরা রাত কাটায় ৮৪
তাবলিগে চিল্লা ও সংসারের প্রতি দায়িত্ব ৮৪
হজ্জের পরেই বিশ্ব ইজতেমা ৮৫
তাবলিগ না করলেই জাহান্নাম ৮৫
মিথ্যা ছুটি নিয়ে তাবলিগে চিল্লা দেয়া ৮৫

ব্যাংক-বীমা-সুদ-ঘুষ-ট্যাক্স

ইসলামী তাকাফুল বীমা ৮৬
সুদের লেন-দেন হারাম ৮৬
লাইফ ইনসিউরেন্স ৮৬
ইসলামী ব্যাংক ৮৭
ডিপিএস পদ্ধতি ৮৭
প্রভিডেন্ট ফান্ড ৮৭
ইসলামী ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ৮৮
সুদে ঋণ গ্রহণ ৮৮
বিয়ের জন্য সঞ্চিত অর্থের যাকাত ৮৮
ঋণদাতা নেই-ঋণ পরিশোধ করবো কিভাবে ৮৯
ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া ৮৯
আয়কর দেবো না ৮৯
সুদভিত্তিক ঋণে নির্মিত বাড়িতে নামাজ ৯০
সুদভিত্তিক ঋণে নির্মিত বাড়িতে বসবাস ৯০
সঞ্চয় পত্রে সুদ থাকলে ৯০
ব্যাংক ঋণে মসজিদ নির্মাণ ৯১
সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে চাকরী ৯১

কোরআন তিলাওয়াত

কোরআনের আয়াত, রুকু ও শব্দ সংখ্যা ৯২
কোরআনে কতটি মঞ্জিল ৯৩
কোরআনের বাংলা অনুবাদ খতম করা ৯৩
তিলাওয়াত না অধ্যয়ন ৯৩
টাকা নিয়ে ইমামতী করা ৯৪
কোরআন না বুঝে পড়া ৯৪
একের অধিক কোরআন দান করে দিন ৯৫
কোরআনের ক্যালিওগ্রাফি ৯৫
জের-জবরের উচ্চারণ ৯৫
মাইকে কোরআন তিলাওয়াত ৯৫

বহুমাত্রিক জগৎ ও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি

পৃথিবী সম্প্রসারিত হচ্ছে ৯৬
আকাশ কতটি ৯৭
অগণিত জগৎ ৯৭

আহ্‌লে হাদীস-মাযহাব-ওহাবী

আহ্‌লে হাদীস-চার মাযহাব ৯৭
হানাফী মাযহাবের সাথে বিয়ে ৯৮
হানাফীদের নামাজ আদায় পদ্ধতি ৯৯
সুন্নী ও ওয়াহাবী ৯৯
আল্লাহ-খোদা কোন্ নাম প্রযোজ্য
আল্লাহ জুলুম করেন না ১০০
আল্লাহ সুন্দর নামের অধিকারী ১০০
খোদা, ঈশ্বর ও ভগবান নামে ডাকলে ক্ষতি কি ১০১
আল্লাহ বলেছেন, আমি ও আমরা ১০২

দাড়ির পরিমাণ

দাড়ি প্রসঙ্গ ১০৩
এক মুষ্ঠি দাড়ি ১০৪
ছোট দাড়িওয়ালার পেছনে নামাজ ১০৪

বিবিধ প্রসঙ্গ

মিথ্যা অপবাদ দেয়া ১০৫
মুখে ফুল চন্দন পড়ুক ১০৫
স্বামীর উপার্জন-স্ত্রীর অপব্যয় ১০৬
দুষ্টামী করে মিথ্যা বলা ১০৭
অভিশাপ দেয়া ১০৭
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের ব্যবহার ১০৮
গরু-ছাগল ভাগে দেয়া ১০৮
মৃত মাছ খাওয়া ১০৮
নওমুসলিম তার অমুসলিম পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী ১০৯
বরের হাতে নববধুকে সোপর্দ করার প্রথা ১০৯
না জেনে পাপ করলে ১১০
হাতে চুড়ি ছাড়া স্বামীকে পানি দেয়া ১১০
পূর্বে করা গোনাহ্ সম্পর্কে খোঁটা দেয়া ১১০
বার বার পাপ করে তওবা করা ১১১
মন ভাঙ্গা ও মসজিদ ভাঙ্গা ১১১
রাসূল গায়েবের সংবাদ জানতেন কি ১১২
প্রসাব করে ঢিলা কুলুপ ব্যবহার ১১২
পেপসী শব্দের অর্থ কি ১১২
কুকুর পোষা ১১৩
হারাম প্রাণী অকারণে ধ্বংস করা ১১৩
পূজার নিমন্ত্রণ খাওয়া ১১৪
মুরতাদ কাকে বলে ১১৪
ওয়াদা পালন করা ১১৪
হারাম কাজে ওয়াদা করা ১১৫
হযরত ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে অলীক কাহিনী ১১৫
চন্দ্র গ্রহণ ও গর্ভবতী নারী ১১৬
দেহের মেদ-চর্বি কমানো ১১৬
অমুসলিমের দাওয়াত গ্রহণ করা ১১৬
অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব ১১৭
অমুসলিমের চেহারার প্রশংসা করা ১১৭
বিধবা নারী অকল্যাণের প্রতীক ১১৭
শ্বাস কষ্টের রোগীর মুখে নেকাব ব্যবহার ১১৮
ভুলক্রমেও যদি হারাম খাদ্য গ্রহণ করা হয় ১১৮
বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে ১১৮
কোন্ ধরনের বই-পুস্তক পড়বো ১১৯
ওকালতি পড়া ১১৯
ভিক্টোরিয়া পার্ক ও মুসলমানদের করুণ ইতিহাস ১১৯
বিদেশের হোটেলে শূকরের গোস্ত বা মদ ১২০
আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী ১২০
টাই ব্যবহার ১২১
আল্লাহর নবী দোষে-গুণে মানুষ ১২১
অমুসলিম আত্মীয়ের সাথে ব্যবহার ১২২

অমুসলিম শিক্ষককে সালাম দেয়া ১২২
মহিলাদের কোলাকুলি ১২৩
মহিলাদের মুসাফাহ্ ১২৩
নিজের জীবন বিপন্ন করে শত্রু ধ্বংস করা ১২৩
আত্মঘাতী হামলা ১২৪
কাদিয়ানীরা মুসলমান কিনা ১২৪
মোকছেদুল মুমেনীন কি ধরনের বই ১২৬
নেয়ামুল কোরআন পড়বো কি ১২৬
বিষাদ সিন্ধুর বর্ণনা কতটা সত্য ১২৭
হিজ্‌ড়া বা নপুংসকদের প্রসঙ্গ ১২৭
মেয়েদের স্কুলের শিক্ষকদের পেছনে নামাজ আদায় ১২৭
একটি উদ্ভট লিফলেট ১২৮
কোয়ান্টাম মেথড বা মেডিটেশন ১২৮
সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ ১২৯
প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ ১৩০
অন্য দলের সাথে ঐক্য করা ১৩০
হরতাল–ধর্মঘট জাতির কর্মসূচী কি জায়েয ১৩১
খাৎনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করলে ১৩২
শিখা চিরন্তন ১৩২
সাঈদী ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বুঝে না তাই ১৩৩
বাঙ্গালী সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ১৩৬
সাঈদী টাকা ছাড়া মাহফিল করে না ১৩৭
জাতির পিতা কে ১৩৮
মহিলাদের সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা ১৩৮
মুখে মুখে ঈমানের দাবি করা ১৩৯
স্বামীর সাথে ঝগড়া করা ১৪০
নিজের মা ও স্বামীর মধ্যে কার গুরুত্ব বেশী ১৪১
হিন্দু প্রতিবেশীর প্রতি করণীয় ১৪১
দ্বীনি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ১৪১
পূজায় চাঁদা দিতে বাধ্য হই ১৪৩
শহীদী ঈদগাহে নারী ১৪৩
শেয়ার ক্রয় করা ১৪৪
ঘুষ দিয়ে চাকরী গ্রহণ করা ১৪৪
মৃতদেহের পোষ্টমোর্টেম ১৪৪
মেয়েদের খেলাধূলা ১৪৪
কোরআন হাত থেকে পড়ে গেলে ১৪৫
রমজানে হাতে মেহেদী দেয়া ১৪৫
মোহরানা লব্ধ স্বর্ণের যাকাত ১৪৫
ভাইবোন কত বছর এক সাথে ঘুমাতে পারে ১৪৫
ধর্ম পিতার সামনে পর্দা ১৪৬
ইসলামী দলকে সমর্থন না করা ১৪৬
মহিলা সংসদ সদস্য ১৪৭
পানিতে ডুবে মৃত্যু হলে ১৪৮
গর্ভবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১৪৮
মহিলদের বাইরে গিয়ে বৈঠক করা ১৪৮
রাসূল পরিবারের লোকদের ইসলামী আন্দোলন ১৪৯
হাত তুলে মোনাজাত করা ১৫০
শিক্ষকের গায়ে পা লাগলে ১৫০
রাসূলকে সৃষ্টি করা না হলে ১৫০
মৌলবাদী কেনো বলে ১৫০
শেখ হাছিনার বিরুদ্ধে কেনো গীবত করেন ১৫১
উপমহাদেশে কোন্ নবী এসেছিলো ১৫৩
কমিউনিষ্টের হাতে যবেহকৃত জন্তুর গোস্ত খাবো না ১৫৫
কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ ধারণ করা ১৫৬
মূর্তি নিয়ে শিশুদের খেলা ১৫৬
ঈঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ১৫৭
অপবিত্র অবস্থায় ইন্তেকাল করলে ১৫৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কর্মজীবী নারীর সমস্যা

সন্তান সিনেমা হলে যায়

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী বৃদ্ধা মাতা ও দুটো কিশোর সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেছেন। এমন অর্থ-সম্পদ তিনি রেখে যাননি যে, আমি তাদের ব্যয় নির্বাহ করবো। এ জন্য আমাকে চাকরি নিতে হয়েছে। আমার শাশুড়ীও বৃদ্ধা ফলে তিনি সবদিকে নজর রাখতে পারেন না, আমিও দিনের অধিকাংশ সময় চাকরী ক্ষেত্রে অবস্থান করি। শুনতে পাই, এই সুযোগে আমার সন্তানদ্বয় তাদের বন্ধুদের সাথে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখে এবং নানা স্থানে যায়। আমি কিভাবে তাদেরকে সংশোধন করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনার প্রতি আমি সহমর্মিতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আপনার প্রতি রহম করেন। চাকরীর বাইরে আপনি যে টুকু অবসর সময় পান, সেই সময়টুকু সন্তানদেরকে সঙ্গ দিন। চাকরী ক্ষেত্র থেকে এসে আপনার ক্লান্ত মন-মানসিকতায় যদিও আপনার কষ্ট হবে, তবুও নিজের ও সন্তানদের স্বার্থে এটা আপনাকে করতেই হবে। সন্তানদের ভেতরে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করুন এবং তাদেরকে ইসলামী সাহিত্য পড়তে দিন। আর অসৎ সঙ্গের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করুন। তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন অনুসরণের প্রশিক্ষণ দিন এবং শিবিরের ছেলেদেরকে ডেকে তাদের হাতে সন্তানদেরকে তুলে দিন। ইন্‌শাআল্লাহ তারা আপনার সন্তানদেরকে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবে এবং তাদেরকে ইসলামের সৈনিক হিসাবে গড়ার চেষ্টা করবে। এই পথ অবলম্বন করে দেখুন আপনি দুশ্চিন্তা মুক্ত হবেন এবং আপনার সন্তানও সৎ পথে ফিরে আসবে।

স্বামীর হক আদায় করতে পারি না

প্রশ্ন ঃ আমি একজন চাকরিজীবী নারী, চাকরী ক্ষেত্রে যাওয়ার কারণে স্বামী ও সন্তানদের হক ঠিক মতো আদায় করতে পারি না। এ অবস্থায় আমি কি গোনাহ্‌গার হবো অথবা আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ উপার্জনে স্বামী যদি অক্ষম হয় এবং স্ত্রী যদি উপার্জন করার মতো যোগ্যতা রাখে, তাহলে অবশ্যই স্ত্রী উপার্জন করে স্বামীকে সাহায্য করবে। তবে স্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তিনি যথাযথভাবে পর্দার হক আদায় করতে পারছেন কিনা। পর্দার হক আদায় করে আপনি যদি অর্থোপার্জনে সক্ষম হন এবং সেই অর্থ দিয়ে উপার্জনে অক্ষম স্বামীকে সাহায্য করেন, তাহলে আপনি তো স্বামী-সন্তানের বিরাট খেদমত করছেন এবং আপনাকে হাশরের ময়দানে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। তবে শর্ত হলো, আপনি যা-ই করবেন, তা আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়ে করতে হবে। নামায-রোযা, পর্দার হক আদায় করবেন এবং সতীত্বের হেফাজত করবেন।

আমার অর্থে কার অধিকার বেশী?

প্রশ্ন ঃ আমি একজন চাকরিজীবী নারী। আমার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেছেন আমার মা এবং অন্য এক আত্মীয়। বর্তমানে আমার নিজের মা, স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী রয়েছেন। আমার প্রশ্ন হলো, আমি যে অর্থ উপার্জন করি, তার প্রথম অধিকারী কে?

উত্তর ঃ আপনার কষ্টার্জিত অর্থের প্রথম হকদার স্বয়ং আপনি। আপনি আপনার উপার্জিত অর্থ ইসলামের অনুমোদন রয়েছে এমন যে কোনো স্থানে ব্যয় করতে পারেন। নিজের মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবেন। শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-সন্তানের প্রয়োজন হলে তাদের জন্য অবশ্যই ব্যয় করবেন। তবে স্বামীর সংসারে ব্যয় করার ব্যাপারে আপনি বাধ্য নন। নারীর উপার্জনের ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মহিলারা যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করবে, সেটার সম্পূর্ণ অধিকার একমাত্র তারই। একজন নারী আল্লাহর রাসূলের কাছে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী উপার্জনে অক্ষম হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে অর্থ-সম্পদ রয়েছে। আমি কি তা সংসারে ব্যয় করতে পারি? আল্লাহর রাসূল সেই মহিলাকে জানিয়ে দিলেন, তুমি ব্যয় করতে বাধ্য নও। সংসার পরিচালনা করার দায়িত্ব হলো স্বামীর। ব্যয় করা না করা তোমার ইচ্ছা।' আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর আমাকে দুটো সন্তানসহ তাড়িয়ে দিয়েছে এরপর আমি ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করি। সেখান থেকেও বর্তমানে বিতাড়িত হয়েছি। এখন কোন্ পথে চললে আমার অসহায়ত্ব দূর হবে এবং আমি সঠিক পথে চলতে পারবো?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নারীদেরকে যে সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছেন, তা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই বলে সমাজ ও দেশে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ জন্য নারী সমাজের উচিত, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে যে অধিকার দিয়েছেন, তা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা। আপনার স্বামী এবং ভাই আপনার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে জেনে আমি আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, আল্লাহ তা'য়ালা যেন আপনার জন্য সাহায্যকারী হয়ে যান। আপনি আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করুন, তাহলে আপনার মন থেকে যাবতীয় হতাশা দূর হয়ে যাবে। বর্তমানে এমন অনেক কাজ আছে যা মহিলারা বাড়িতে বসে করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

আপনি সেই ধরনের একটি কাজ খুঁজে নিন এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করুন। আল্লাহর বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করুন, এটাই সত্য-সঠিক পথ। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপরে দৃঢ় থাকার তাওফিক দিন।

চাকরী ক্ষেত্রে পর্দা করা নিষেধ

প্রশ্ন ঃ আমি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি সেখানে বোরখা পরিধান করা নিষেধ। এ অবস্থায় আমি কিভাবে পর্দা করতে পারি?

উত্তর ঃ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। এদেশে দেশী-বিদেশী এমন অনেক শিল্প-কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে নামায আদায় করার সময় দেয়া হয় না এবং মুসলিম নারীদেরকে পর্দাহীন থাকতে বাধ্য করা হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদ ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাসহ শতকরা ৯৮ জন মুসলমান। সেই দেশে নারী তার ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে উপার্জন করবে এটাই ছিলো স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে পশ্চিমা নগ্ন সভ্যতার অন্ধ পূজারী একশ্রেণীর শিল্পপতিগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে মুসলিম নারীদেরকে পর্দাহীন হতে বাধ্য করছে। এদের ইসলাম বিরোধী নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সোচ্চার হতে হবে। আর যেখানে চাকরী করলে ইজ্জত-আব্রু বিসর্জন দিতে হয় এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান অনুসরণ করা যায় না, সেখানে কোনো মুসলমানের পক্ষে চাকরী করা উচিত নয়। আপনি এমন প্রতিষ্ঠানে চাকরীর সন্ধান করুন, যেখানে পর্দা করতে পারবেন এবং নামায আদায়ের সুযোগ পাবেন। যতদিন অন্যত্র চাকরী যোগাড় করতে না পারেন, ততদিন যতটুকু সম্ভব পর্দা রক্ষা করে চলুন।

চাকরীর কারণে নামাজ কাযা হয়

প্রশ্ন ঃ আমি একজন চাকরিজীবী নারী, চাকরি ক্ষেত্রে যোহর ও আসরের নামায কাযা হয়ে যায় এবং আমি তা ইশার নামাজের সময় আদায় করি। এতে কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করার অবকাশ মুসলমানদের জীবনে নেই। নামায আদায় করতে তো বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। আপনার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে নামায আদায় করার সময় চাইলে নিশ্চয়ই তিনি তা দেবেন। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করবে না, করলে গোনাহ্গার হতে হবে।

স্বামী খরচ দেয় না

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার পরে আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে

কোনো খরচ দেয় না। বাধ্য হয়ে আমি চাকরী করি তবে পর্দা অবস্থায়। কখনো কখনো প্রয়োজনে মুখ খুলে পুরুষদের সাথে কথা বলতে হয়। এতে কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ নারীর মুখ তথা চেহারাই হলো সমস্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে অপর পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে প্রয়োজনীয় কথা বলা। ইচ্ছাকৃতভাবে, অপ্রয়োজনে, নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, মনে খারাপ উদ্দেশ্য নিহিত রেখে কেউ যদি মুখ খুলে অপর পুরুষের সাথে কথা বলে, তাহলে সে অবশ্যই গোনাহ্গার হবে।

পর্দার করে কি বাজারে যাবো?

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামীর ব্যস্ততার কারণে আমি কি পর্দার সাথে বাজার করা ও বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে আসা যাওয়া করতে পারি?

উত্তর ঃ নারী প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে, স্কুল-কলেজ, চাকরী বা ব্যবসা ক্ষেত্রে পর্দার সাথে যাতায়াত করতে পারবে, এতে কেনো বাধা নেই।

লাল-পেড়ে সাদা শাড়ী পরতেই হবে

প্রশ্ন ঃ স্কুলে শিক্ষিকাদের জন্য নির্ধারিত পোষাক 'লাল পেড়ে সাদা শাড়ী' ব্যবহার করতে হবে। বোরকা বা কোনো ওড়না ব্যবহার করা যাবে না, মাথায়ও কাপড় দেয়া যাবে না। এ অবস্থায় স্কুল কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে নিয়ে কি সেখানে চাকরী করা যাবে?

উত্তর ঃ বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এবং এদেশের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয় এ দেশের মুসলমানদের অর্থ দ্বারা। উচিত ছিলো, এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকিদা ও চিন্তা-চেতনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নিয়ম-নীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু করা। তা না করে করা হয়েছে এর বিপরীত। ফলে অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলামের বিপরীত নিয়ম-কানুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু করার ব্যাপারে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়েছে। ফলে চাকরীর খাতিরে অনেকে ইচ্ছা থাকার পরও পর্দা করতে পারে না। যেখানে চাকরী করলে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা যায় না, সেখানে কোনো মুসলমানের পক্ষে চাকরী করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তবে হঠাৎ করে চাকরী ছেড়ে দিলে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে এমন স্থানে চাকরীর চেষ্টা করতে থাকুন, যেখানে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা সহজ হবে। তারপর ঐ চাকরী ছেড়ে দিন।

আমি কি কোথাও একা যেতে পারি?

প্রশ্ন ঃ কোনো নারী কি একাকী অন্য কোথাও যাতায়াত করতে পারবে?

উত্তর ঃ একজন নারী পর্দার সাথে বাড়ির কাছাকাছি স্কুল, কলেজ বা মার্কেটে যেতে পারে। কিন্তু এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেতে হলে মাহ্রাম সঙ্গী ব্যতীত যাওয়া নিজের নিরাপত্তার কারণেই ঠিক হবে না।

সন্তানের দাবি-চাকরী ছাড়ো

প্রশ্ন ঃ আমি একজন বিধবা মহিলা, স্বামী ছোট্ট একটি বাড়ি ব্যতীত অন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি। আমার দুটো পুত্র সন্তান রয়েছে। বড়টি কলেজে পড়ে এবং ছোটটি দশম শ্রেণীতে পড়ে—উভয়েই শিবিরের কর্মী। আমি এক হাসপাতালে নার্সের চাকরী করি এবং আমার উপার্জন দ্বারাই সন্তান দুটোর ও আমার জীবিকা নির্বাহসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় করি। আমি নার্সের চাকরী করি, অন্য পুরুষ রোগীর সেবা করতে হয়, এ জন্য আমার সন্তান দুটো আমাকে চাকরী ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। এখন আমি কি সন্তানদের চাপের কারণে চাকরী ছেড়ে দেবো?

উত্তর ঃ আপনি নার্সের চাকরী করেন, মানুষের সেবা করেন এটা একটি ভালো পেশা। তবে নারী রোগীর জন্য নারী নার্স ও পুরুষ রোগীর জন্য পুরুষ নার্স হতে হবে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালসহ অন্যান্য অনেক হাসপাতালেই এই ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেছে। নারীরা সেখানে পর্দার সাথে চাকরী করছে। আপনি এই ধরনের কোনো একটি হাসপাতালে চাকরীর সন্ধান করুন। যতদিন ব্যবস্থা করতে না পারেন, ততদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে হবে। আপনি নারী হয়ে পুরুষ রোগীর সেবা করবেন, এটা জায়েজ নয়। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করুন যেনো আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে শরীয়ত অনুমোদিত কোনো স্থানে চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন।

আমার অর্থে সন্তানের আকীকা

প্রশ্ন ঃ তালাকের মাধ্যমে দুইটি সন্তানসহ স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হবার পরে মা নিজে উপার্জন করে সেই অর্থে সন্তানদের আকীকা কি দিতে পারবে?

উত্তর ঃ পারবে, শরীয়তে এতে কোনো বাধা নেই।

বীমা প্রতিষ্ঠানে কি চাকারী করবো?

প্রশ্ন ঃ ইসলামী নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে যেসব বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে কি মহিলারা চাকরী করতে পারবে?

উত্তর ঃ ইসলামী নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে যেসব ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে বহু নারী পর্দা পালন করেই চাকরী করছে। সেখানে নিয়মিত নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে, কোরআন ও হাদীসের তাফসীরের ব্যবস্থা

রয়েছে। চাকরীর মাধ্যমে যেমন হালাল রিয্কের ব্যবস্থা হচ্ছে, সেই সাথে এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরীরত লোকগুলো কোরআন-হাদীস জানারও সুযোগ লাভ করছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এসব প্রতিষ্ঠানকে কবুল করে নিন।

বিউটি পার্লার কি জায়েয?

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই বিউটি পার্লারের ব্যবসা করা জায়েজ আছে কি?

উত্তর ঃ বিউটি পার্লারে যদি শরীয়ত বিরোধী কোনো কর্মকান্ড না ঘটে, তাহলে এই ব্যবসা করা নাজায়েয হবার কোনো কারণ নেই।

চাকরী ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন

প্রশ্ন ঃ আমি দুটো সন্তানের মাতা, আমার স্বামীর একার উপার্জনে সংসার চলে না বিধায় আমাকে চাকরী করতে হয়। আমার চাকরীর ধরন এমন যে, মাঝে মধ্যেই অফিসের অন্যান্য পুরুষ স্টাফদের সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। এই সুযোগে আমার অফিসের একজন চরিত্রহীন অফিসার জোরপূর্বক আমার শ্লীলতাহানী করে। তালাকের আশঙ্কায় বিষয়টি স্বামীকে জানাতে পারিনি, সন্তানদের প্রতি মমতার কারণে আত্মহত্যাও করতে পারিনি। দিনরাত বিবেকের দংশনে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। কোন্ পথ অবলম্বন করলে আমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা লাভ করবো এবং বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পাবো অনুগ্রহ করে জানিয়ে দিন।

উত্তর ঃ যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরা চাকরী করছে এবং চাকরীর কারণে নারীকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেসব স্থানের কর্তৃপক্ষকে নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। একজন নারীকে যখন বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পাঠানো হবে এবং চাকরীর কারণে ৫ দিন বা ১০ দিনের জন্য পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কোথাও পাঠানো হবে, সেখানেও কর্তৃপক্ষ নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এবং যে নারীকে এভাবে বাইরে পাঠানো হচ্ছে, তিনিও কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের নিরাপত্তা চাইবেন। কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা দিতে পারলে বাইরে যাবেন না দিতে পারলে যাবেন না। আপনার জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে তা যদি আপনার সামান্য পরিমাণ সম্মতিতেও না ঘটে থাকে, তাহলে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে সেই দুর্বৃত্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুন। যদি আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে বিষয়টি কারো কাছেই প্রকাশ করবেন না, বরং মহান আল্লাহর কাছে আপনি ক্ষমা চাইতে থাকুন, আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে ক্ষমা করবেন এবং ভবিষ্যতে এভাবে বাইরে যাবার পূর্বে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না নিয়ে বাইরে যাবেন না।

যাতায়াতের পথে পুরুষের স্পর্শ

প্রশ্ন ঃ চাকরী ক্ষেত্রে যাতায়াতের সময় পর পুরুষদের সাথে শরীরের স্পর্শ ঘটে, এতে কি আমরা গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ বিষয়টি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটে, তাহলে অবশ্যই গোনাহ্গার হতে হবে। আর একান্ত বাধ্য হলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে যান-বাহনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অবশ্যই পর্দার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং অপর পুরুষের সাথে যেন কোনো ধরনের স্পর্শ না ঘটে, সেদিকে সচেতন থাকতে হবে।

মাতা-পিতা ও সন্তান

সন্তানকে কিভাবে গড়বো

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমি শিক্ষিতা। আমার স্বামীও অনুরূপ এবং আমার দুটো সন্তানের একজন পড়ে দশম শ্রেণীতে অপরজন নবম শ্রেণীতে। উল্লেখ্য, এসব শিক্ষাঙ্গনে ইসলামী শিক্ষা নেই এবং বর্তমানে কোথাও ইসলামী পরিবেশ নেই। আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বলেছেন, আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকে খালিদ, তারিক, মূসার অনুরূপ ভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তুলি। বর্তমান পরিবেশে আমি কিভাবে আমার সন্তানদেরকে ইসলামের সৈনিক হিসাবে গড়বো?

উত্তর ঃ এই অবস্থায় সর্বপ্রথম আপনার দায়িত্ব হলো আপনি স্বয়ং আল্লাহর বিধান অনুসরণ করুন এবং সন্তানদেরকেও সেই বিধান অনুসরণ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করুন। সন্তানদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখুন, তারা ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণ করছে কিনা। সময় বৃথা নষ্ট করবেন না। সময় পেলেই সন্তানদের সাথে আল্লাহর বিধান, নবী-রাসূল, সাহাবা কেরাম ও দ্বীনের মুজাহিদদের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। বাংলা ভাষায় কোরআন ও হাদীসের তাফসীর যথেষ্ট পাওয়া যায়, ইসলামী সাহিত্যের এক বিপুল সমাহার সৃষ্টি হয়েছে। এসব বই সন্তানদেরকে পড়তে দিন, লক্ষ্য রাখুন তারা পড়ছে কিনা। কি বিষয়ে পড়লো, তা সন্তানের মুখ থেকে শুনুন এবং সে এ থেকে কি শিক্ষাগ্রহণ করলো সেদিকে দৃষ্টি রাখুন। এভাবে করে নিজের পারিবারিক পরিবেশকেই ইসলামী শিক্ষাঙ্গনে পরিণত করুন। রেডিও-টিভির অশ্লীল বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান দেখা থেকে সন্তানদেরকে বিরত রাখুন এবং এসব বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠানের সাথে যারা জড়িত, তাদের কর্মকান্ডের প্রতি সন্তানদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করুন। তাদেরকে সজাগ-সচেতন করুন যে, এসব লোক দেশ ও জাতির চরিত্র ধ্বংস করে দেশে লজ্জাহীনতা ও ধর্ষণসহ নানা ধরনের অপকর্মের প্রসার ঘটাচ্ছে।

সর্বোপরি আপনি আপনার সন্তানদেরকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে দিয়ে দিন। ইসলামী চরিত্র গঠন ও জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে শিবিরের যে কর্ম পদ্ধতি রয়েছে, তা আপনার সন্তান অনুসরণ করছে কিনা আপনি লক্ষ্য রাখুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার সন্তান ইসলামের সৈনিক হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

শিবিরের ছেলেরা কি রগ কাটে?

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার বক্তৃতায় আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে দিতে বলেন। কিন্তু আমরা প্রচার মাধ্যম তথা পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে জানতে পারি যে, শিবিরের ছেলেরা রগ কাটে, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মানুষ খুন ইত্যাদি ধরনের অপকর্মে জড়িত। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ পৃথিবীতে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলে আসছে, বর্তমানেও চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। প্রত্যেক নবী ও রাসূলই এই অপপ্রচারের সম্মুখীন হয়েছেন। সুতরাং আপনারা ইসলামী ছাত্র শিবির সম্পর্কে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। আপনি নিজেই শিবিরকে এভাবে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আপনার সন্তানকে শিবিরের সাথে দিয়ে দেখুন এবং কিছুদিন পর সন্তানের পূর্বের আচরণ এবং বর্তমান আচরণ মিলিয়ে দেখুন। ইন্‌শা আল্লাহ আপনি সন্তানের মধ্যে উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখতে পাবেন, তার আচরণে নমনীয়তা ও ভদ্রতা দেখতে পাবেন। অপপ্রচারকারীদের কথানুসারে শিবির যদি খারাপই হতো, তাহলে আপনার সন্তানতো শিবিরের সাথে থেকে চোর-ডাকাত, খুনী হতো, কিন্তু তা না হয়ে হলো তার বিপরীত। এখন আপনিই বিচার করে দেখতে পারেন, শিবির খারাপ না ভালো। আসলে এগুলো হলো শয়তানের প্রচারণা মাত্র। কেননা শয়তানের কাজই হলো, মানুষকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখা।

আপনার যে ছেলেটির সাথে নামায-রোযার সম্পর্ক ছিলো না, কোরআন পড়তে জানতো না। সেই ছেলেটি শিবির করার কারণে নামাযী হয়েছে, রোযা পালন করছে। আল্লাহর কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করছে। এখন আপনিই বিবেচনা করুন তো, শিবির খারাপ না ভালো? আপনার প্রতিবেশী যুবক-তরুণদের মধ্যে যারা শিবির করে, তাদের মধ্যে কে সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ ও চাঁদাবাজীর সাথে জড়িত, আপনিই অনুসন্ধান করে দেখুন। ইনশাআল্লাহ এসব অপকর্ম শিবিরের মধ্যে পাবেন না। শিবিরের ছেলেরা ধুমপান করে না। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় দুই লক্ষ তরুণ-যুবক ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে জড়িত এবং যারা সক্রিয়ভাবে শিবিরের কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে, তাদের পক্ষে ধুমপান করার প্রশ্নই আসে না।

এই দুই লক্ষ শিবির কর্মী যদি প্রতি দিন দুটো করে সিগারেট খেতো, তাহলে প্রতিদিন চার লক্ষ সিগারেট শেষ হতো। একটি সিগারেটের মূল্য দুই টাকা হারে ধরা হলেও প্রতিদিন আট লক্ষ বাংলাদেশী মুদ্রা ছাইয়ে পরিণত হতো। ইসলামী ছাত্র শিবির ধুমপান থেকে বিরত থেকে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করছে। ইসলামী ছাত্র শিবির আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে এবং এ পথে তারা কোরআনের নির্দেশ অনুসারে জান-মাল ব্যয় করছে। কোরআনের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাঁরা দেহের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১৮ জন সম্ভাবনাময় প্রতিভার অধিকারী শিবিরের ছেলে শহীদী নজরানা পেশ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে যারা অপপ্রচার করছে, মূলত তারা এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধার সৃষ্টি করছে। নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন গোষ্ঠী এবং তাদের দোসর যারা, তারাই শিবিরের বিরোধিতা করে থাকে। আপনারা এসব অপপ্রচারে কর্ণপাত না করে নিজেদের সন্তানদেরকে শিবিরের সাথে দিয়ে দিন। আপনার সন্তানের জীবন সার্থক হবে। সন্তান প্রকৃত মুক্তির পথের সন্ধান পাবে। আর সন্তানকে প্রকৃত মুক্তির পথপ্রদর্শন করা পিতা-মাতারই দায়িত্ব।

কলেজে গিয়েই নামাজ ছেড়ে দিলো

প্রশ্ন ঃ আমার সন্তান কলেজের ছাত্র, স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় সে আমার কথা শুনতো এবং নামায আদায় করতো। এখন সে আমার কথা শোনে না এবং নামাযও আদায় করে না। আমি কি তাকে খরচ-পত্র দেয়া বন্ধ করে দেবো?

উত্তর ঃ কখনো এমনটি করবেন না। বরং আপনি তাকে বুঝাতে থাকুন। তাকে বুঝান, আপনি কত কষ্ট করে তাকে গর্ভে বয়ে বেড়িয়েছেন, কি কষ্টে প্রসব করেছেন। শিশু অবস্থায় সে যখন বিছানায় প্রসাব করে দিতো, তখন আপনি ভিজা জায়গায় শুয়ে থেকে শুকনো স্থানে রেখেছেন। শিশু অবস্থায় সে যখন ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হতো, তখন আপনি রাতের ঘুম হারাম করে কিভাবে তার সেবা-যত্ন করেছেন, এসব কথা তাকে বুঝিয়ে তার অনুভূতি জাগ্রত করুন। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোরআন থেকে তাকে শোনান, কিয়ামতের চিত্র তার সামনে তুলে ধরে তার ভেতরে পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করুন। একদিকে এভাবে চেষ্টা করুন এবং অপরদিকে আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। ইন্‌শাআল্লাহ আপনার সন্তান আপনার বাধ্যগত হবে। আপনি যদি তাকে খরচ-পত্র দেয়া বন্ধ রাখেন, তাহলে সে অসৎসঙ্গে পড়ে চাঁদাবাজি ও ছিন্‌তাই করতে শিখবে।

সন্তান মাদকাসক্ত

প্রশ্ন ঃ আমার পরিণত বয়সের সন্তান মাদকাসক্ত, আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি

কিন্তু সে মাদক ত্যাগ করতে রাজি নয়। এ অবস্থায় আমি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবো?

উত্তর ঃ অবশ্যই নয়। আপনি তাকে বুঝাতে থাকুন। মাদক গ্রহণের ভয়ঙ্কর পরিণতি তার সামনে তুলে ধরুন এবং এ সম্পর্কে তাকে সজাগ করতে থাকুন। আপনি যদি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন, তাহলে তার আর সংশোধনের কোনো পথই উন্মুক্ত থাকবে না। অসৎ সঙ্গীদের হাতে পড়ে আরো ভয়াবহ পরিণতি ঘটবে। তাকে বুঝানো আপনার কর্তব্য, আপনি আপনার কর্তব্য করে যান।

সন্তান ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন করে

প্রশ্ন ঃ আমার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে জড়িত। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু ফিরাতে পারিনি। এ ব্যাপারে কি আমাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে?

উত্তর ঃ শিশু বয়স থেকেই সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর দ্বীন অনুসরণের প্রশিক্ষণ দিতে হয়। কাটা মাটিকে যেমন ইচ্ছা তেমনই ঘুরানো যায়। কিন্তু সেই মাটিকে যখন আগুনে পুড়িয়ে কঠিন ইটে পরিণত করা হয়, তখন তা আর ঘুরানো যায় না। হাতুড়ীর আঘাতে ঘুরানোর চেষ্টা করলে তা ভেঙ্গে যায়। আপনি আপনার সন্তানকে বুঝান, মানুষ হিসাবে কেনো এই পৃথিবীতে তাকে প্রেরণ করা হলো এবং কে তাকে প্রেরণ করলো? যিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি মানুষের দায়িত্ব কি? মানুষ হিসাবে তার কি করা উচিত? আর মানুষের বানানো আদর্শ দিয়ে কোনোদিনই যে মানুষের সমস্যার সমাধান করা যায়নি, এসব ইতিহাস তাকে ভালো করে পড়তে বলুন। মুসলিম হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, এ সম্পর্কে তাকে সচেতন করুন। অবশেষে প্রয়োজনে আপনি তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলুন, 'বাবা, তুই আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাস না। তোকে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন, সেই আল্লাহর গোলামী কর। ঐ সব নেতানেত্রীদের পেছনে ঘুরে জীবনটা শেষ করিস না। আল্লাহর কোরআনের পথে আয়, পৃথিবী ও পরকালের জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবি।' এভাবে তাকে বুঝাতে থাকুন, ইন্‌শাআল্লাহ সন্তানের মন নরম হবে। আর আপনিও গভীর রাতে দুচোখের পানি ছেড়ে দিয়ে সন্তানের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদুন।

সহযোগিতা পাওয়ার জন্য মিছিলে যাই

প্রশ্ন ঃ আমার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থেকে লেখাপড়া করে। আমি যখন শুনলাম সে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মিছিলে যোগ দেয়। তখন সে বাড়িতে এলে ঐসব মিছিলে যোগ দেয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে আমাকে জানালো, মাঝে মধ্যে ওদের মিছিলে যোগ না দিলে তাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের

সহযোগিতা পাওয়া যায় না, এ জন্য তাদের মিছিলে যোগ দেই। তবুও আমি তাকে কঠিনভাবে নিষেধ করার পরও সে ঐসব মিছিলে যোগ দেয়। এখন আমি কি করতে পারি?

উত্তর ঃ এবার আপনার সন্তান বাড়িতে এলে তার সামনে আল্লাহর কোরআন খুলে ধরুন। ঐ আয়াতগুলো তাকে পড়ে শোনান, যেসব আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড ও তৎপরতার হিসাব আল্লাহ গ্রহণ করবেন, মানুষের প্রতিটি কথা ও কর্মের রেকর্ড রাখা হচ্ছে এবং যাবতীয় তৎপরতার চিত্র ধারণ করা হচ্ছে।' এরপর তাকে বলুন, বাবা, তোমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর গোলামী করার জন্য। তুমি তোমার মেধা, যোগ্যতা ও শারীরিক শক্তি ব্যয় করবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এখন তুমি যদি আল্লাহর দ্বীনের বিপরীত আদর্শের ধারক-বাহকদের মিছিলে গিয়ে দেহের শক্তি ক্ষয় করো, তাহলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে? তুমি তোমার যে দেহ নিয়ে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষদের মিছিলে যোগ দিয়েছো, সেই দেহ তো তোমাকে সেই আল্লাহ দান করেছেন, যিনি মানুষের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। তুমি যে পা দুটো দিয়ে মিছিল করছো, যে হাত দুটো উঁচু করে মিছিলে শ্লোগান দিচ্ছো, যে কণ্ঠকে শ্লোগান দেয়ার জন্য ব্যবহার করছো, সেই হাত, পা ও কণ্ঠ হাশরের ময়দানে তোমারই বিরুদ্ধে যখন আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবে, তখন তো তোমার মুক্তির কোনো পথই থাকবে না। তুমি কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষদের স্বপক্ষে মিছিল-সমাবেশ করছো, সে চিত্রও সেদিন প্রদর্শন করা হবে। আর পৃথিবীতে ক্ষণিকের জিন্দেগীতে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ইসলামের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করলে পরকালের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। এসব কথা সন্তানকে বুঝাতে থাকুন আর আল্লাহর কাছে সন্তানের হেদায়াতের জন্য দোয়া করতে থাকুন।

শিবির করতে কেনো নিষেধ করি

প্রশ্ন ঃ আমার একটি মাত্র পুত্র সন্তান, সে দশম শ্রেণীতে পড়ে। আমি জানি শিবিরের ছেলেরা খুবই ভালো, আমার সন্তানও শিবিরকে ভালোবাসে। কিন্তু আমার ভয় হয়, শিবির করলে যদি ওর লেখাপড়ার ব্যঘাত সৃষ্টি হয়, পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হয়? তারপর সক্রিয়ভাবে শিবির করতে গেলে যদি প্রতিপক্ষের হাতে মারা পড়ে? এ জন্য আমি ওকে সক্রিয়ভাবে শিবির করতে নিষেধ করি। আমি এটা ঠিক করছি?

উত্তর ঃ মোটেও ঠিক করছেন না। শিবির করলে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হবে এ ধারণা আপনার হলো কি করে? শিবির একটি আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন এবং তাদের প্রতিদিনের কর্মকান্ডের রেকর্ড রাখার জন্য প্রত্যেকের কাছে একটি করে রিপোর্ট বই

রয়েছে। প্রতিদিন কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করলো কিনা, দেশ ও জাতি সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য পত্র-পত্রিকা পড়লো কিনা, জামাআতে নামায আদায় করলো কিনা ইত্যাদি ব্যাপারে রিপোর্ট রাখতে হয়। স্কুল বা কলেজের পাঠ্য পুস্তক প্রতিদিন কত ঘন্টা অধ্যয়ন করলো, এ ব্যাপারেও রিপোর্ট রাখার একটি ছক রয়েছে। এসব রিপোর্ট দায়িত্বশীলদের কাছে প্রদর্শন করতে হয়। কোনো দিকে যদি অবহেলা দেখা যায়, তাহলে সে বিষয়ে সংশোধনের পরামর্শ দেয়া হয়। এভাবে একজন খারাপ ছাত্রও ভালো ছাত্রে পরিণত হয়। আর আপনার আশে পাশে যারা সক্রিয়ভাবে শিবির করে, তাদের পরীক্ষার রেজাল্ট দেখুন তো! ইন্‌শাআল্লাহ ভালোই দেখতে পাবেন।

সক্রিয়ভাবে শিবির করতে গেলে আপনার সন্তান মারা পড়তে পারে, এটা আপনার আশঙ্কা। ইসলামী ছাত্র শিবির আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করছে। এই কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে যে নিহত হবে সে নিশ্চয়ই শাহাদাতবরণ করবে। মহান আল্লাহ তাকে শহীদের দরজা দেবেন। আর শাহাদাত হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত, এই নে'মাত সবার নছীবে জোটে না। আপনার সন্তান যদি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদ হয়, তাহলে এটা আপনার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি হাশরের ময়দানে গর্বভরে বলতে পারবেন, 'আমি একজন শহীদের মা।' আল্লাহ আপনার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'যার হৃদয়ে শহীদী মৃত্যুর কামনা নেই, তার মৃত্যু হবে মুনাফেকীর মৃত্যু।' তিনি আরো বলেছেন, শহীদী মৃত্যুতে কোনো কষ্ট নেই। পিঁপড়া কামড় দিলে যে অনুভূতি হয়, শহীদী মৃত্যুর সময় সেই অনুভূতি হয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে হৃদয়ে শহীদী তামান্না রাখতে হবে। মৃত্যু তো একদিন আসবেই, কেউ মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। তাহলে আপনি কি মা হিসাবে চান, আপনার সন্তান শিয়াল-কুকুরের মতো মৃত্যুবরণ করুক? বরং আপনার তো কামনা থাকা প্রয়োজন যে, আপনার সন্তান আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ করুক। সুতরাং সন্তানকে সক্রিয়ভাবে শিবির করার জন্য উৎসাহিত করুন।

ছেলেরা টিভিতে কার্টুন দেখে

প্রশ্ন ঃ আমার তিনটি সন্তানই শিশু। বাসায় টিভি থাকলেও তা সংবাদ দেখার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমার সন্তানরা টিভিতে প্রদর্শিত কার্টুন ছবি দেখার জন্য কাঁন্নাকাটি করে। আমি কি তাদেরকে কার্টুন ছবি দেখার অনুমতি দেবো?

উত্তর ঃ সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক অঙ্গন বর্তমানে পাশ্চাত্যের নোংরা যৌন আবেদনমূলক সংস্কৃতির দখলে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম দেশগুলোও এর

থেকে ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের গোটা সাংস্কৃতিক অঙ্গন সাংস্কৃতিক দস্যুদের দখলে। তারা অবাধে জাতীয় চিন্তা-চেতনা বিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড করে যাচ্ছে। মূলত তারা ইসলাম বিরোধিদের তল্পীবাহকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মুসলিম শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের চরিত্র হনন করার উদ্দেশ্যেই তারা চরিত্র বিধ্বংসী নাটক-সিনেমা তথা রেডিও-টিভির অনুষ্ঠান নির্মাণ করে থাকে। কোনো মুসলমানের চোখ বর্তমানে টিভির অনুষ্ঠান সহ্য করতে পারে না। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের টিভি মুসলমানদের অর্থেই পরিচালিত হয়। কিন্তু টিভির অনুষ্ঠান দেখলে এ কথা ভাবতে কষ্ট হয় যে, এটি একটি মুসলিম দেশ এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলিম হিসাবে পরিচিত। সরকার এসব সংস্কৃতিক দস্যু ও নট-নটীদেরকেই এদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে প্রেরণ করে থাকে। সরকারের উচিত, রাম-বামপন্থী এসব সাংস্কৃতিক দস্যু-তস্করদের কবল থেকে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে মুক্ত করা।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নিয়ন্ত্রক ইসলাম বিরোধী লোকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের অনুষ্ঠানসমূহ নির্মাণ করে থাকে। কার্টুনও এর ব্যতিক্রম নয়। এসব কার্টুনের মাধ্যমে সুকৌশলে শিশুদের মন-মানসিকতাকে ইসলাম বিরোধী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করা হচ্ছে। খৃষ্টানরা তাদের যীশুকে নিয়ে কার্টুন ছবি নির্মাণ করে তা কার্টুন চ্যানেলে নিয়মিত প্রদর্শন করছে। হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণে বর্ণিত নানা কাহিনী নিয়ে কার্টুন ছবি নির্মাণ করে তা প্রদর্শন করছে। এ ব্যাপারে ইহুদীরাও পিছিয়ে নেই। এসব কার্টুন ছবির মাধ্যমে মুসলিম শিশুদের মন-মানসিকতায় ইসলাম বিরোধী সভ্যতা-সংস্কৃতির ছাপ ফেলা হচ্ছে। অসত্য ও কল্পিত ঘটনা মুসলিম শিশুরা যেন সত্য হিসাবে বিশ্বাস করে, কার্টুনের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কার্টুনের ছবির চরিত্রগুলোকে শালীনতা বিরোধী পোষাক পরিধান করানো হয়েছে, যেন মুসলিম শিশুরা ঐসব পোষাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দও এ ধরনের উদ্যোগ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে কার্টুন ছবি নির্মাণ করে প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীতে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার মতো মুসলিম নেতার বড়ই অভাব। আপনি নিজেই কার্টুন ছবিগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন, যে ছবিগুলো বিভিন্ন প্রাণীদের নিয়ে করা হয়েছে এবং যা ইসলামের দৃষ্টিতে নির্দোষ বলে বিবেচিত হবে, তা আপনি শিশুদেরকে দেখার অনুমতি দিতে পারেন।

ছেলেকে আপনার মতো বানাতে চাই

প্রশ্ন ঃ আমার একটি মাত্র ছেলে এবং আমি তাকে আপনার মতো বড় আলিম

হিসাবে গড়তে ইচ্ছুক। কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমার ছেলে আপনার মতো বড় আলিম হবে, দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালার এক নগণ্য গোলাম। নিজেকে আমি কখনো বড় আলেম মনে করিনা। তবুও আপনি যখন ছেলেকে বড় আলেম বানানোর নিয়ত করেছেন–এটা খুবই ভালো কথা। এ জন্য আপনার সন্তানকে ভালো কোনো মাদ্রাসায় যোগ্য শিক্ষকদের হাতে তুলে দিন। আপনি আপনার সন্তানকে কোরআন-হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত করুন, সন্তানকে কোরআন-হাদীসের জ্ঞানে সজ্জিত করুন, আল্লাহর সৈনিক হিসাবে তাদেরকে গড়ে তুলুন এবং আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দুয়া করতে থাকুন।

ছেলে হলে মাদ্রাসায় দেবো

প্রশ্ন ঃ বিয়ের পরে দীর্ঘ কয়েক বছর আমার সন্তান হয়নি। এ অবস্থায় আমি মনে মনে আল্লাহকে বলেছিলাম, আমার ছেলে হলে ওকে আমি মাদ্রাসায় দেবো। আল্লাহ্ তা'য়ালা ছেলে দিয়েছেন, এখন ছেলেকে মাদ্রাসায় না দিয়ে কোনো স্কুলে দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ অর্থাৎ আপনি নিয়ত করেছিলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে সন্তান দান করলে আপনি তাকে কোরআন-হাদীসের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে আপনাকে সন্তান দিয়েছেন আপনি তাকে লেখাপড়ার ব্যাপারে মাদ্রাসায় দিন এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে দিয়ে দেবেন। তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ আপনার সন্তান কোরআনের সৈনিক হিসাবে নিজেকে গড়ার ক্ষেত্র লাভ করবে।

স্বামী-সন্তান নিয়ে সমস্যায় আছি

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী-সন্তানকে কিভাবে ইসলামের পথে আনবো দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনি স্বয়ং যদি ইসলামের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে ইসলামের অনুশাসনসমূহ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে এর কল্যাণকর দিক স্বামী-সন্তানের সামনে উদ্ভাসিত করে তুলে তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন। সুযোগ এলেই স্বামী-সন্তানকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাতে থাকুন, তাদের ভেতরে এ চেতনা শানিত করুন যে, এই পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়–মৃত্যুর পরে অনন্তকালের জীবন রয়েছে এবং সেটাই প্রকৃত জীবন। সেই জীবনের সুখ-শান্তিই প্রকৃত সুখ-শান্তি। পৃথিবীতে যা করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে, এর সবকিছুর চুলচেরা হিসাব মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে। এভাবে করে তাদের ভেতরে আখিরাতের ভীতি সৃষ্টি করতে থাকুন এবং কোরআনের তাফসীর, হাদীসের তাফসীর ও অন্যান্য

ইসলামী সাহিত্য তাদেরকে পড়তে দিন। আপনার চেষ্টা আপনি করতে থাকুন, তাহলে আপনি আপনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

টেলিভিশন কিনে দেবো কি?

প্রশ্ন ঃ আমার সন্তান টেলিভিশন কিনে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি অনুমতি দিলেই আমার স্বামী টেলিভিশন কিনে দেবে। আমি কি আমার সন্তানের দাবি পূরণ করবো?

উত্তর ঃ টেলিভিশনে দেশ-বিদেশের সংবাদসহ নানা ধরনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তবে এসবের চেয়ে ঐসব অনুষ্ঠানই বর্তমানে অধিক প্রচার করা হয়, যা দেখে দর্শক চরিত্রহীনতার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে। অশ্লীল-নগ্ন বিজ্ঞাপন, নাচ-গানের অনুষ্ঠান, এমন নাটক-সিনেমা প্রদর্শন করা হয়, যা দেখে তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা বিয়ে পূর্ব প্রেমে আকৃষ্ট হয়। এ ধরনের চরিত্র বিধ্বংসী নানা ধরনের অনুষ্ঠান বর্তমান টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে। এগুলো দেখা থেকে যদি আপনি আপনার সন্তানকে বিরত রাখতে পারেন, তাহলে টেলিভিশন কিনে দিতে পারেন। তবে একটি জরিপে দেখা গিয়েছে, যেসব ছাত্র টিভি দেখে, তাদের লেখাপড়ার মান ঐসব ছাত্রদের তুলনায় খারাপ, যেসব ছাত্রের বাসায় টিভি নেই।

আমেরিকা প্রবাসীর সন্তান

প্রশ্ন ঃ আমি আমেরিকা প্রবাসী, আমার সন্তানদেরকে ঐ দেশের স্কুলেই পড়তে হচ্ছে এবং যেখানে ইসলামের বিপরীত শিক্ষা দেয়া হয়। আমি আমার সন্তানদেরকে কিভাবে ইসলামী শিক্ষা দেবো?

উত্তর ঃ আপনি আমেরিকায় যে বাসায় অবস্থান করছেন সে বাসায় ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করুন এবং সন্তানদেরকে ইসলামের আদেশ-নিষেধ বাসায় শিক্ষা দিন। তাদেরকে ইসলামী সাহিত্য পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করুন এবং অডিও, ভিডিও, সিডি-ভিসিডির মাধ্যমেও সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা দিতে পারেন। অর্থাৎ নিজের বাসগৃহটিকেই ইসলামী শিক্ষাগারে পরিণত করুন। তাহলে আশা করা যায়, আপনার সন্তান-সন্ততি ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে অবস্থান করেও নিজেকে মুসলমান হিসাবে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

মৃত সন্তান-উদ্ভট রীতি

প্রশ্ন ঃ শিশু সন্তান ইন্তেকাল করলে তাদেরকে নাকি আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত খেতে দেয়া হয়। পৃথিবীতে জীবিত মাতা-পিতা যদি আসর থেকে মাগরিব-এর সময়ের মধ্যে কোনো খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে নাকি মৃত শিশু সন্তানকে খেতে দেয়া হয় না। আমার একটি শিশু সন্তান ইন্তেকাল করার পরে আমরা স্বামী-স্ত্রী

গত চার বছর ধরে উক্ত নিয়ম মেনে আসছি। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলুন।

উত্তর ঃ বিষয়টি নিতান্তই কুসংস্কার প্রসূত। এ ধরনের নিয়ম-নীতি পৌত্তলিকদের মধ্যে পালন করা হয়। ইসলামী জীবন বিধানের সাথে এর দূরতম সম্পর্ক নেই। আপনারা চার বছর ধরে অযথাই নিজেদের কষ্ট দিয়েছেন।

জারজ সন্তান কি জাহান্নামে যাবে?

প্রশ্ন ঃ জারজ সন্তান যদি পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করে, তাহলেও কি সে জাহান্নামে যাবে?

উত্তর ঃ প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হচ্ছে, প্রশ্নকারীর ধারণা বা তিনি কারো কাছে শুনে থাকবেন যে, সন্তান জারজ হলেই জাহান্নামে যাবে। এ ধারণা ঠিক নয়। তাকে যারা জন্ম দিয়েছে পাপী তারা–সে সন্তান তো পাপী নয়। আখিরাতের ময়দানে একজনের পাপের দায়ভার আরেকজনের ঘাড়ে চাপানো হবে না। সেখানে কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও অবিচার করা হবে না। পৃথিবীতে কে কিভাবে জন্ম লাভ করেছে, এ প্রশ্ন তাকে করা হবে না বরং প্রশ্ন করা হবে তাদেরকে, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো। বৈধ সন্তান হোক অথবা অবৈধ সন্তান হোক, সে যদি পৃথিবীতে মহান আল্লাহর গোলামী করে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করে, সে অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে কর্মানুসারে বিনিময় লাভ করবে।

মৃত সন্তান প্রসব হলে

প্রশ্ন ঃ গর্ভ থেকে মৃত সন্তান প্রসব হলে সেই সন্তানকে কিভাবে কাফন-দাফন করতে হবে, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ গর্ভ থেকে মৃত সন্তান প্রসব হলে যদি সেই সন্তানের হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে থাকে অর্থাৎ যদি মানব আকৃতির হয় তবে তার নাম রাখতে হবে এবং গোছল দিতে হবে। কিন্তু জানাযার নামাজ বা নিয়ম অনুসারে কাফন দিতে হবে না। শুধু একটি কাপড়ে জড়িয়ে কবরস্থ করতে হবে। আর যদি সে সন্তান মানব আকৃতির না হয় অর্থাৎ শুধু মাত্র রক্ত বা গোস্তের একটি পিন্ডের মতো দেখতে হয়, তার নাম রাখা ও গোছলের প্রয়োজন নেই, শুধু মাত্র একটি কাপড়ে জড়িয়ে মাটি চাপা দিতে হবে।

সন্ত্রাসী সন্তানের কারণে

প্রশ্ন ঃ সন্তান যদি সন্ত্রাসী হয়, সেই সন্তানের কারণে কি মাতা-পিতা মৃত্যুর পরে আযাব ভোগ করবে?

উত্তর ঃ সন্তানকে সঠিক নীতি-নৈতিকতা, সততা, বিনয় ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া

মাতা-পিতার কর্তব্য। মুসলমান হিসাবে কোরআন-সুন্নাহ্ অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে, এ বিষয়ে সন্তানকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব মাতা-পিতার। শিক্ষা দেয়ার পরও যদি সন্তান সন্ত্রাসী হয়, আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত পথ অনুসরণ করে তাহলে মাতা-পিতাকে দায়ী করা হবে না। আর মাতা-পিতা যদি সন্তানকে আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে শিক্ষা না দেয়, সন্তানের অপকর্মে সহযোগিতা করে বা শাসন না করে, তাহলে মাতা-পিতাকে অবশ্যই দায়ী হতে হবে এবং এ জন্য শাস্তিও ভোগ করতে হবে। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের যে অধিকার ইসলাম নির্ধারণ করেছে, তা আদায় করতে হবে।

মেয়ে ছাত্রী সংস্থা কেনো করবে

প্রশ্ন ঃ আমার মেয়ে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কর্মী, সে সাংগঠনিক কর্মকান্ডে জড়িত হোক এতে আমার অনুমতি নেই। কিন্তু আমার মেয়ে আমার অনুমতি ব্যতীতই সাংগঠনিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ কোরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশিত পন্থায় ইসলামী ছাত্রী সংস্থা পরিচালিত হয় এবং আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা সাংগঠনিক কর্মকান্ড করে থাকে। এই কাজ আঞ্জাম দেয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর যে বান্দাহ্ বা বান্দীর প্রতি অসীম অনুগ্রহ করেন, তার পক্ষেই এই কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়। আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে আপনার মেয়েকে দ্বীনি আন্দোলনে জড়িত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। সে অগণিত মেয়ের মতো পর্দাহীনভাবে চলে না, নামাজ আদায় করে, অন্য মেয়েদেরকে আল্লাহ্র পথের দিকে ডাকে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় নিজেকে জড়িত করে না। এসব বিষয় কি আপনার পছন্দ নয়? আপনি কি চান আপনার মেয়ে পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতার অনুসরণ করুক? আপনি মেয়েকে বাধা না দিয়ে বরং তাকে দ্বীনি কাজে উৎসাহিত করুন। এই মেয়ে আপনার জন্য নাজাতের উপলক্ষ্য হয়ে যেতে পারে। আপনার এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, দ্বীনি কাজ করতে গিয়ে আপনার মেয়ে নিজের লেখা-পড়া নষ্ট করে ফেলবে। ইসলামী ছাত্রী সংস্থায় যেসব মেয়ে যোগ দেয়, তারা যেনো শিক্ষাঙ্গনে সেরা ছাত্রী হতে পারে, ছাত্রী সংস্থা সেভাবেই প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে।

সন্তানকে রোজা রাখতে দেই না

প্রশ্ন ঃ অনেক মাতা-পিতা বা অভিভাবকগণ লেখা-পড়ার ক্ষতি হবে মনে করে সন্তানদেরকে রোজার মাসে রোজা পালনে নিরুৎসাহিত করে বা বাধা দেয়, এটা কি জায়েয?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'য়ালা যা ফরজ করেছেন, সেই ফরজ পালনের ব্যাপারে নিষেধ করা বা নিরুৎসাহিত করা স্পষ্ট হারাম। এসব মাতা-পিতা সন্তানের বন্ধু নয়-শত্রুর ভূমিকা পালন করে থাকে। রোজা পালন করার কারণে কারো লেখাপড়া যদি নষ্ট হতো তথা জ্ঞানার্জনের পথে, উন্নতির পথে রোজা যদি প্রতিবন্ধক হতো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা রোজা ফরজ করতেন না-এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। যেসব মাতা-পিতার মনে আল্লাহর ভয় নেই, আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতি নেই, কেবলমাত্র তারাই সন্তানকে রোজা পালনে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

সন্তানের চরিত্র গড়বো কিভাবে?

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের বিপরীত মুখী স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কিভাবে এই স্রোত থেকে বাঁচিয়ে রাখবো?

উত্তর ঃ ইসলামের বিপরীত মুখী এই স্রোত থেকে সন্তানদেরকে হেফাজত করতে হলে প্রথমে নিজের বাড়ির পরিবেশকে ইসলামের অনুকূলে প্রস্তুত করতে হবে। আপনারা যারা সন্তানের পিতামাতা বা অভিভাবক, তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হবে। আপনার কথাবার্তা, আচার-আচরণ, ব্যবহার, লেনদেন, ওঠাবসা, শোয়া-খাওয়া সবকিছুই আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী হতে হবে। বাড়িতে কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য চর্চা করতে হবে, সন্তানদেরকে ইসলামের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিতে হবে। সর্বোপরি আপনি সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্রী সংস্থার সাথে দিয়ে দিন। এই সংগঠনই আপনার সন্তানকে ইসলামী আদর্শ অনুসারে গঠন করবে এবং ইসলামের বিপরীত স্রোত থেকে নিজেকে হেফাজত করার মতো শক্তি যোগাবে।

ত্যাজ্যপুত্র করবো কি?

প্রশ্ন ঃ সন্তান যদি মাতা-পিতার অবাধ্য হয় এবং তাদের সাথে চরম বেঈমানী করে তাহলে সেই সন্তানকে কি ত্যাজ্য পুত্র করা যাবে?

উত্তর ঃ না, আপন সন্তানকে কোনোক্রমেই ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করা যাবে না। সন্তান যদি মুরতাদ হয়ে যায় অর্থাৎ ইসলাতের তুলনায় কুফ্রীকে অধিক পছন্দ করে, আল্লাহর বিধানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে এবং জুলুম করে, তাহলে সে সন্তানের কাছ থেকে পৃথক হওয়া যেতে পারে। তার কাছ থেকে দূরে থাকা যেতে পারে, কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করা যাবে না।

আঁতুর ঘরে আগুন জ্বালানো

প্রশ্ন ঃ সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে যে ঘরে রাখা হয়, সে ঘরে প্রবেশ করার সময় অনেকে আগুনে হাত-পা ছেঁকে তারপর প্রবেশ করে। ইসলামে এই প্রথা কি জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ বিষয়টি যদি বিশেষ কোনো প্রথা হয়, তাহলে তা পালন করা জায়েজ হবে না। কারণ অমুসলিমদের মধ্যে কোনো কোনো গোষ্ঠী আগুন দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকে। তবে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর কাছে যাবার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিশু মাতৃগর্ভে যে পরিবেশে ছিলো সূরা মুমিনুনের ১৩ আয়াতে সে পরিবেশকে বলা হয়েছে, 'ফী কাররিম মাকিন' অর্থাৎ সুসংবদ্ধ স্থান। এমন একটি পরিবেশে শিশু ছিলো, যেখানে কোনো ধরনের রোগ জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু শিশু যখনই এর সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে পৃথিবীতে আগমন করে, তখন সে থাকে নিতান্তই দুর্বল। যে কোনো মুহূর্তে সে রোগাক্রান্ত হতে পারে এবং কোনো ধরনের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এক বার হাঁচি দিলে কয়েক হাজার রোগ জীবাণু দেহ থেকে নির্গত হয় এবং শিশুর সামনে কেউ হাঁচি দিলে সে রোগ জীবাণু শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। সুতরাং রোগ জীবাণু ধ্বংসের উদ্দেশ্যে কেউ যদি আগুনে হাত-পাত ছেঁকে তারপর শিশুর ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে তা জায়েজ হবে এবং জীবাণু মুক্ত অবস্থাতেই শিশুর পরিচর্যা বা তাকে লালন-পালন করা উচিত।

পিতা-মাতার আদেশ পালন করবো কি?

প্রশ্ন ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গোনাহ্। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভালো কাজ করার ব্যাপারে বা আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে যদি মাতা-পিতার অবাধ্য হই, তাহলেও কি কবীরা গোনাহ্ হবে?

উত্তর ঃ মাতা-পিতার সাথে নাফরমানী করা কবীরা গোনাহ্, তাদেরকে সম্মান-মর্যাদা দিতে হবে এবং তাদের আদেশ অনুসরণ করতে হবে। তবে তাদের আদেশ যদি ইসলামী বিধানের প্রতিকূলে যায়, আল্লাহর আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তা অনুসরণ করা যাবে না। তবুও তাদের সাথে কর্কশ স্বরে কথা বলা বা তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা যাবে না। কোনো পিতামাতা যদি আপনাকে ইসলামী আন্দোলন করতে বাধা দেয়, তাহলে তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, 'আমি তো এমন কোনো দল করিনা, যারা নামাজ-রোজা আদায় করে না, মিথ্যা কথা বলে, পরীক্ষায় নকল করে, জাল ভোট দেয়, সুদ-ঘুষ খায়, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, মস্তান, নারী ধর্ষক। আমি এমন একটি দল করি, যেখানে সত্য পথের সন্ধান দেয়া হয়। মানুষকে কোরআন ও হাদীসের পথে তারা ডাকে। বেনামাজী এই দলে যোগ দেয়ার পর নামাজ আদায় শুরু করে। মিথ্যাবাদী এই দলে যোগ দিলে মিথ্যা বলা ছেড়ে দেয়। মদ্যপ, যিনাকার এই দলে আসলে মদপান ও যিনা করা ছেড়ে। তাহলে কেনো আপনারা আমাকে সে দল করতে দিবেন না!' এভাবে করে পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে। তারপরেও যদি তারা আপনাকে বাধা দেয়, তাহলে আপনি ইসলামের পথে দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। কিন্তু মাতাপিতার সাথে

খারাপ আচরণ করা যাবে না এমনকি তারা যদি কাফির মুশরিকও হয়, তবুও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। আর আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ পিতামাতা দিলে তা পালন না করলে কোনো গোনাহ্ হবে না বরং পালন করলেই গোনাহ্ হবে। বিষয়টি সুন্দর ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, আপনি যা বলছেন তা আল্লাহর আদেশের বিপরীত। এই আদেশ পালন করতে বলে আপনি আমাকে গোনাহ্গার হতে বলবেন না।

সন্তান ইংরেজী ভাষায় নামাজ পড়বো

প্রশ্ন ঃ আমার ছেলে মেয়ের জন্ম আমেরিকায়, তারা বাংলা জানে না কিন্তু আরবী পড়তে শিখেছে। তারা নামাজ আদায়ের সময় ইংরেজী ভাষায় নিয়ত পাঠ করলে কি নামাজ হবে?

উত্তর ঃ যে কোনো ভাষাতেই হোক না কেনো, নামাজের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়–মনে মনে নিয়ত করলেই হয়ে যাবে।

মাতাপিতা আমার অধিকার ক্ষুন্ন করে

প্রশ্ন ঃ মাতা-পিতা যদি সন্তানের অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাহলে সেই সন্তানকে কি মাতা-পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর ঃ মাতা-পিতাও মানুষ, তারাও ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাদের কোনো ভুলের কারণে সন্তান তাদের সাথে অশোভন আচরণ করবে, এই অধিকার সন্তানের নেই। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানকে যে দায়িত্ব পালন করতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করতে হবে। তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজন সন্তানকে পূরণ করতে হবে। মাতা-পিতা যদি সন্তানের কোনো অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাহলে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আন্তরিক পরিবেশে তাদের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

মায়ের অধিকার কেনো বেশী

প্রশ্ন ঃ ইসলাম পিতার তুলনায় মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বৃদ্ধি করেছে। প্রশ্ন হলো, এভাবে পিতার তুলনায় মায়ের মর্যাদা কেনো তিন গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে?

উত্তর ঃ মা সন্তান পেটে ধারণ করেন, অকল্পনীয় প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেন এবং সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। এর কোনোটিই পিতার পক্ষে সম্ভব নয়–বিধায় ইসলাম পিতার তুলনায় মাতার অধিকার তিন গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

দুধ পান করাবো কার আদেশে

প্রশ্ন ঃ সূরা লোকমানে শিশুদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ফকীহ্গণের কেউ কেউ আড়াই বছরের কথা বলেছেন। প্রশ্ন হলো, এখন

আমি কোরআনের আদেশ অনুসারে বাচ্চাকে দুধপান করাবো না ফকীহ্দের রায় অনুসরণ করবো?

উত্তর ঃ ফকীহ্গণ কোরআনের বিপরীত রায় দেননি। কোরআনে সূরা লোকমানসহ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে দুই বছর দুধ পান করাতে হবে। আবার সূরা আহ্কাফের ১৫ নম্বর আয়াতে গর্ভে ধারণ করা থেকে দুধপান করানো পর্যন্ত ৩০ মাস বা আড়াই বছরের কথা বলা হয়েছে। সন্তান সাধারণত মাতৃগর্ভে অবস্থান করে ২৮০ দিন অর্থাৎ ৯ মাস ১০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিনের বেশ কয়েকদিন পূর্বেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাহলে ত্রিশ মাস থেকে ৯ মাস বাদ দিলে ২১ মাস থাকে। সুতরাং ২১ মাস আর দুই বছর তথা ২৪ মাসের খুব একটা বেশী পার্থক্য নেই। কোরআনে যেহেতু গর্ভ ধারণ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ৩০ মাসের উল্লেখ রয়েছে, এ কারণে কোনো কোনো বিজ্ঞ আলিমগণ ত্রিশ মাসের কথা বলে থাকেন। তবে অধিকাংশ আলিমের রায় হলো, দুই বছর পর্যন্ত মাতা তার সন্তানকে দুধপান করাবে।

সন্তান কতদিন দুধ পান করবে?

প্রশ্ন ঃ সন্তান কতদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করতে পারবে, অনুগ্রহ করে বলুন।

উত্তর ঃ সন্তানকে তার মা দুই বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করাবে। তবে বুকে যদি একেবারেই দুধ না আসে বা মা এতটাই অসুস্থ যে, পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করালে মায়ের প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তাহলে দুই বছরের কম সময়ও দুধ পান করাতে পারে।

কন্যা সন্তান-দুধপানে বৈষম্য

প্রশ্ন ঃ পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানকে কি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত দুধ পান করাতে হবে নাকি কম বেশী করতে হবে?

উত্তর ঃ পুত্র ও কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের হ্রাস-বৃদ্ধি করার অবকাশ ইসলাম দেয়নি। উভয়ের অধিকার আল্লাহ তা'য়ালা সমান করে দিয়েছেন।

মৃত পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব

প্রশ্ন ঃ মৃত পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমার কি কোনো দায়িত্ব রয়েছে? যদি থেকে থাকে তাহলে সে দায়িত্ব আমি কিভাবে পালন করবো?

উত্তর ঃ তিরমিযীর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালো, 'আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-সদকা করি তাহলে আমার মরহুম পিতা কি উপকৃত হবেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, হ্যাঁ, উপকৃত হবে। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি

সাক্ষী থাকুন, আমার একটি বাগান আছে। আমি উক্ত বাগান আমার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে সাদকা করে দিলাম।' আবু দাউদ শরীফের আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'একজন লোক আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মৃত মাতাপিতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবো? রাসূল তাঁকে জানালেন, তুমি তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করো। তারা যে ওসিয়ত করে গিয়েছেন, তা আদায় করো এবং মাতাপিতার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত-ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলো।'

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে, মৃত ব্যক্তিও সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে। তারা কবরে তথা আলমে বারযাখে প্রতীক্ষা করতে থাকে, কেউ তার জন্য সাহায্য প্রেরণ করে কিনা। যখন কেউ কিছু তাদের জন্য পাঠায়, তখন তারা এমন খুশী হয় যে, গোটা পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও যদি তাদের হস্তগত হতো, তবুও তারা এত খুশী হতো না। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাত কামনায় মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেয়া, রাস্তা-পথ, পানির ব্যবস্থা করা, কোরআন, কোরআনের তাফসীর, হাদীস বা অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য কোথাও দান করা, অথবা যে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেয়া উচিত। এসব থেকে যতদিন মানুষ উপকৃত হতে থাকবে, ততদিন মৃত ব্যক্তি কবরে সওয়াব লাভ করতে থাকবে। এ ছাড়া নফল নামাজ-রোজা, হজ্জ, কোরবানী, দান-সদকা, কোরআন তিলাওয়াত করে এর সওয়াব রিসানী করা উচিত। এসব কাজ অন্যকে দিয়ে না করিয়ে নিজেই করা উচিত। কাউকে টাকা-পয়সা দিয়ে লোক ভাড়া করে এনে কোরআন খতম দেয়া উচিত নয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোনো ফায়দা হবে না।

পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করেছি

প্রশ্ন ঃ মাতা-পিতা জীবিত থাকতে না বুঝে তাদের সাথে অনেক বেয়াদবী করেছি। এভাবে আমি যে গোনাহ্ করেছি, তা ক্ষমা পাবার কি কোনো পথ আছে?

উত্তর ঃ মিশকাত ও বাইহাকীতে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মাতা-পিতা জীবিত থাকাবস্থায় যে সন্তান তাদের অবাধ্য ছিলো, পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরে সেই সন্তান যদি মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা অব্যাহত রাখে, তাহলে সেই সন্তানকে আল্লাহ তা'য়ালা মাতা-পিতার বাধ্যানুগত সন্তান হিসাবেই মঞ্জুর করে নেবেন।' মাতা-পিতা জীবিত থাকতে যেসব সন্তান তাদের সাথে বেয়াদবী করেছে, তাদের হক আদায় করেনি, তাদের সাথে নাফরমানী করেছে, কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার

সুযোগ পায়নি, তাদেরকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। মাতা-পিতার জন্য চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সাধ্যানুযায়ী মাতা-পিতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য দান-সদকা করতে হবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেবেন।

পিতা সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করে না

প্রশ্ন ঃ আমার পিতা নিজের সন্তানদেরকে অভাবে রেখে অন্যকে দান করে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ আপনার আব্বা না জানার কারণে এমন করে থাকেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। দান করা অত্যন্ত ভালো গুণ এবং এর সর্বোত্তম বিনিময় আল্লাহ তা'য়ালা দেবেন। কিন্তু নিজের প্রয়োজন পূরণ না করে নিঃশেষে দান করা ঠিক নয়। হাদীসে আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন, তখন সে যেনো প্রথমে তার নিজের ও তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে।' বোখারীর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর নবী বলেছেন, 'সবথেকে উত্তম সাদকা তা যার পরও স্বচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বপ্রথম তাদের প্রতি ব্যয় করো যাদের ব্যয়ভার বহন তোমাদের জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে।' আবু দাউদের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষের গোনাহ্‌গার হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যাদেরকে সে লালন-পালন করছে।' নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করাকে আল্লাহর রাসূল সর্বোত্তম ব্যয় বলে গণ্য করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বৈধভাবে পৃথিবীতে সম্পদ অর্জন করলো, যাতে নিজেকে অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রুজির ব্যবস্থা করলো এবং নিজের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করলো সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে, যেনো তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতোই ঝলমল করছে। (বায়হাকি)

কিভাবে দুধ মা হলো?

প্রশ্ন ঃ ওষুধ খাওয়ার জন্য আমার মায়ের স্তন থেকে এক চা চামচ দুধ গ্রহণ করে যে ছেলে পান করেছে, তার সাথে আমার বা আমার বোনের বিয়ে কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ আপনার মায়ের স্তন থেকে যে ছেলে যে পরিমাণই দুধ পান করে থাকুক না কোনো, আপনার মা সেই ছেলের দুধ মা হয়ে গিয়েছে। সেই ছেলে আপনার আপন ভাইয়ের মতো, তার সাথে আপনার বা আপনার বোনের বিয়ে দেয়া যাবে না।

ঘুমের মধ্যে দুধপান–দুধ মা হয়ে গেলো

প্রশ্ন ঃ অন্যের শিশু সন্তান ঘুমন্ত একজন নারীর দুধ পান করলো এবং সেই নারী ঘুম থেকে জেগে তা জানতে পারলো। প্রশ্ন হলো, অজ্ঞাতে যে নারীর দুধ পান করেছে যে শিশু, সেই শিশু বড় হবার পরে তার সাথে বা তার ভাইবোনদের সাথে উক্ত নারীর সন্তানদের বিয়ে জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ যার দুধ পান করেছে, সে যদি দুধ পানকারী শিশুকে চিনতে না পারতো, সেটা হতো ভিন্ন কথা। কিন্তু যখন চিনতে পেরেছে যে, অমুক শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে নিজের মা মনে করে দুধ পান করেছে, তখন থেকেই সেই নারী ঐ শিশুর দুধ মা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং শিশু যে নারীর দুধ পান করেছে, সেই নারীর পুত্র-কন্যার সাথে ঐ শিশু বিয়ের উপযুক্ত হলে তার সাথে বিয়ে দেয়া যাবে না।

নারীর পর্দা-সসাসজ্জা ও পোশাক

কেনো পর্দা করতে হবে?

প্রশ্ন ঃ ইসলাম বোরখা পরিধান করা মুসলিম নারীদের প্রতি বাধ্যতামূলক করেছে। আমি জানতে ইচ্ছুক, কেনো বোরখা পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এই বোরখা একজন নারীকে কতটুকু নিরাপদ রাখতে পারে, বলবেন কি?

উত্তর ঃ আপনি নির্দিষ্ট করে 'বোরখার' বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, এ জন্য আপনার অবগতির জন্য বলছি, কোরআন নির্দিষ্ট করে বোরখা পরিধান করার কথা বলেনি–কোরআন বালেগা নারীদের প্রতি জিলবাব পরিধান করা বাধ্যতামূলক করেছে। জিলবাব শব্দের অর্থ হলো চাদর–যা দিয়ে নারী পর্দার হক আদায় করবে। বোরখা পরবর্তীতে নারীর দেহ আবৃত রাখার ব্যবস্থা হিসাবে একটি ড্রেস হিসাবে প্রচলিত হয়েছে। বোরখা যেহেতু একজন নারীর গোটা শরীর আবৃত রাখে, এ কারণে আলিম-ওলামা বোরখাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বোরখার বিষয়টি প্রাধান্যে না এনে আপনি যদি পর্দাকে প্রাধান্যে আনেন, তাহলে বলতে হয়, পর্দা নারী-পুরুষ উভয়কেই করতে হবে। একজন পুরুষের সতর হলো তার হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত। পুরুষের গোটা দেহের মধ্যে হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত আবৃত রাখা ফরজ আর একজন নারীর পায়ের গোড়ালী থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সতর এবং পায়ের গোড়ালী থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আবৃত রাখা তথা পর্দা করা ফরজ। একজন বালেগা নারী বড় ধরনের চাদর ব্যবহার করবে, যেনো তার মাথা, গলা, বক্ষদেশ ও কটিদেশ আবৃত হয়। নারীর ওপর পর্দা ফরজ করা হয়েছে।

পর্দা ফরজ করা হয়েছে এ জন্য যে, নারীকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সৌন্দর্য দিয়েছেন। আপনার এই সৌন্দর্য যত্রতত্র আপনি প্রদর্শন করে চলাফেরা করেন, তাহলে আপনার

যৌবন, রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি এমন পুরুষ আকৃষ্ট হতে পারে, যার মনের মধ্যে খারাপ কামনা-বাসনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। খারাপ লোকের কুদৃষ্টি আপনার রূপ-যৌবনের প্রতি পড়বে এবং তারা আপনাকে উত্যক্ত করাসহ আপনাকে লাঞ্ছিত করতে পারে। আপনার সম্মান-মর্যাদা খারাপ লোক কর্তৃক ক্ষুন্ন হতে পারে। আপনি নানা ধরনের দুর্ঘটনায় নিপতিত হতে পারেন। এসব অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবেলা যেনো কোনো নারীকে করতে না হয়, এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা পর্দা ফরজ করে দিয়েছেন। এই পর্দা শুধুমাত্র নারীর প্রতিই ফরজ করা হয়নি, পুরুষের প্রতিও ফরজ করা হয়েছে। কোরআনে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'পরনারী ও পরপুরুষকে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিকে নিম্নগামী করতে হবে।' সুতরাং নিজের জীবন-যৌবন ও রূপ-সৌন্দর্যকে হেফাজত করার জন্যই নারীকে পর্দা তথা বর্তমানে প্রচলিত বোরখা ব্যবহার করতে হবে।

এই বোরখার আরেকটি অবদান হলো–আমাদের দেশে এ পর্যন্ত যত নারীর মুখে এসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে, বর্তমান সময় পর্যন্ত এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে, যে নারী বোরখা ব্যবহার করতো তার মুখে এসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে, পথে বা মার্কেটে কোনো পর্দাবৃতা নারীকে চরিত্রহীন পুরুষদের হাতে লাঞ্ছিতা হতে হয়েছে। বরং বোরখাবৃতা কোনো নারী মার্কেটে গেলে বিক্রেতা তাদেরকে খালাম্মা বলে সম্বোধন করে সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করে। অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাদের সাথে কথা বলে। যে নারী আল্লাহর নির্দেশে পর্দা করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। বোরখা ব্যবহার করার কারণে পৃথিবীতে এটা হলো নগদ লাভ। আর আল্লাহর নির্দেশে সে পর্দা পালন করেছে, এর বিনিময় আখিরাতে আল্লাহ তা'য়ালা দেবেন।

মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে পর্দা

প্রশ্ন ঃ নারী ও পুরুষ পরস্পর পর্দা করবে। প্রশ্ন হলো, মেয়েদের পরস্পরের মধ্যেও কি পর্দার বিধান রয়েছে?

উত্তর ঃ মুসলিম নারী ঐসব নারীর সামনে পর্দা করবে, যেসব নারী লজ্জাহীনা, বেহায়া প্রকৃতির, ব্যভিচারিণী, স্বভাবের দিক থেকে নিকৃষ্ট, একের কথা অন্যের কাছে বলে এবং মুশরিক নারী। আপনি এমন নারীর সামনে নিজের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ করলেন, যে নারী আরেকজন পুরুষের কাছে গিয়ে আপনার গোপন অবস্থা ও রূপ-সৌন্দর্যের বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করলো। এতে করে সেই পুরুষটি আপনার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। এ জন্য উল্লেখিত প্রকৃতির নারীর সামনে ঈমানদার নারীর পর্দা করতে হবে।

পর্দা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য

প্রশ্ন ঃ পর্দার বিধান কি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ পর্দার বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য। পর নারী থেকে পুরুষ পর্দা করবে এবং পর পুরুষ থেকে নারী পর্দা করবে। পবিত্র কোরআনে সূরা নূরের ৩০-৩১ আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিন নারী-পুরুষ উভয়কেই লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে রাসূল! আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন পর নারী ও পর পুরুষ থেকে তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখে।'

হাইহিলের জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ খর্বাকৃতির মেয়েরা নিজেদেরকে লম্বা দেখানোর উদ্দেশ্যে হাইহিলের জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার করে, এটা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ নিজেকে লম্বা হিসাবে পরপুরুষকে যদি দেখানোর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। নিজের মনের তৃপ্তির জন্যে মেয়েদের মধ্যে বা স্বামীর সামনে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মনোভাব যদি এমন হয় যে, পথ চলতে পুরুষ লোকজন তাকে লম্বাকৃতির দেখে তার প্রতি তাকাবে বা আকৃষ্ট হবে, তাহলে তা গোনাহের কাজ হবে।

চুলে খোপা বাঁধা

প্রশ্ন ঃ মেয়েরা কি চুলে খোপা বাঁধতে পারবে?

উত্তর ঃ মেয়েরা চুল খোপা করতে পারবে, কিন্তু সে খোপা পেছনের দিকে স্বাভাবিক খোপা হতে হবে। মাথার ওপরে উঁটের কুজের মতো হবে না এবং চুলের খোপা পরপুরুষকে প্রদর্শন করতে পারবে না।

চুল মেহেদী দেয়া

প্রশ্ন ঃ মাথার চুল মেহেদী রঙে রঙিন করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ মাথার চুলে মেহেদীর রঙ ব্যবহার করা জায়েজ, তবে নারীর ক্ষেত্রে তা পরপুরুষের সামনে প্রদর্শন করা যাবে না।

কপালের চুল কাটা

প্রশ্ন ঃ মহিলারা চুল ছোট করে রাখে বা কপালের চুল কাটে, এই ধরনের করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ নারীর মাথার চুল পেছনের দিকে যদি সীমার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা ছেঁটে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা যেতে পারে, কিন্তু সামনের দিকে বা কপালের উপরের চুল কাটা জায়েয নেই। যেসব নারী কপালের চুল কাটে তাদের ওপরে আল্লাহর রাসূল লা'নত করেছেন।

মাথার চুল কাটা

প্রশ্ন ঃ রোগ-ব্যাধির কারণে মহিলারা কি মাথার চুল কাটতে পারবে?

উত্তর ঃ পারে, কতক রোগ তো এমন আছে যে, মাথার চুল রোগের প্রকোপে উঠে যায়। মাথায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যদি চুল জড়িয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, বা প্রচন্ড জ্বরের রোগীকে মাথায় পানি দেয়ার প্রয়োজনে মাথার চুল কাটা যেতে পারে।

পরচুলা

প্রশ্ন ঃ পরচুল বা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ মানুষের চুল দিয়ে তৈরী যে পরচুল, তা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ নারীর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ যে পরচুলা ব্যবহার করে এবং ঐ নারীর প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ যে পরচুলা তৈরী করে। (বোখারী-মুসলিম)

মাথায় রঙিন ফিতা

প্রশ্ন ঃ নারীরা যে মাথায় রঙিন ফিতা বা অন্য কিছু ব্যবহার করে, তা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ পবিত্র জিনিস দিয়ে তৈরী এমন রঙিন ফিতা, বা কাপড়, প্লাস্টিক বা অন্য কিছুর ফুল অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েরা সবার সামনেই ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যার ওপরে পর্দা ফরজ হয়েছে, তারা এসব ব্যবহার করলেও একমাত্র স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সামনে তা প্রদর্শন করতে পারবে না।

বোরকা ছাড়া তাফসীর মাহফিলে আসা

প্রশ্ন ঃ অনেক মহিলা বোরকা ব্যতীতই তাফসীর মাহফিলে যোগ দেয়, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ বোরকা পরেই মুসলিম মহিলাদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া জরুরী। তবে যারা বোরকা পরে আসেননি, তাদেরকে নসিহত করুন। বোরকা ব্যতীত যেসব মা-বোন তাফসীর মাহফিলে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাদেরকে বাধা দেবেন না। আল্লাহর কোরআনের কথা শোনার জন্য যখন তাদের হৃদয়-মন আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এক সময় তারা কোরআনের বিধান অনুসরণ করার জন্যও আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন। বোরকা পরায় যারা অভ্যস্ত নয়, প্রথমেই তাদেরকে বোরকা পরার ব্যাপারে চাপ দেবেন না। কোরআনের কথায় যারা প্রভাবিত হবেন এবং যাদের ভেতরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে তারা এমনিতেই পর্দা করবেন।

ছাত্রের সাথে ছাত্রীর সম্পর্ক

প্রশ্ন ঃ আমরা কলেজের ছাত্রী এবং আমাদের কলেজে ছেলেমেয়ে একত্রে পড়ে। এ অবস্থায় লেখাপড়ার প্রয়োজনে ছেলেদের সাথে কি সম্পর্ক সৃষ্টি করা যাবে?

উত্তর : লেখাপড়ার প্রয়োজনে বা নোট নেয়ার জন্য মেয়ে হয়ে আরেকটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা বাদ দিয়ে ছেলের সাথে আপনি সম্পর্ক সৃষ্টি করতে যাবেন কেনো? সে ছাত্র হোক আর নিজের আত্মীয়ই হোক না কেনো, গায়ের মাহরাম কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা জায়েজ নেই।

বস্ত্রে প্রাণীর ছবি

প্রশ্ন : পরিধেয় বস্ত্রে যদি কোনো প্রাণীর ছবি থাকে, এই অবস্থায় কি নামাজ হবে?

উত্তর : প্রাণীর ছবিযুক্ত কোনো বস্ত্র পরিধান করে নামাজ পড়লে গোনাহ্‌গার হতে হবে। এই ধরনের বস্ত্র শুধু নামাজের ক্ষেত্রেই নয়, একান্ত বাধ্য না হলে তা পরিধান করা, ঘরের পর্দা বা বিছনার চাদর হিসাবে ব্যবহার করাও জায়েজ নেই।

সহশিক্ষা

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, সহশিক্ষা হারাম। বর্তমানে মেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথক কোনো শিক্ষাঙ্গন নেই। এ অবস্থায় আমরা মেয়েরা কি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবো?

উত্তর : অবশ্যই বিরত থাকা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠিত করা না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই পরিবেশেই সাধ্যানুযায়ী পর্দা রক্ষা করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মেয়েরা অনেক বিষয়েই আন্দোলন করে, সরকারের কাছে দাবি পেশ করে। সেই সাথে পৃথক শিক্ষাঙ্গনের জন্যও তাদের আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত এবং সরকারের কাছে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত আল্টিমেটাম দেয়া উচিত যে, যতদিন পর্যন্ত আমাদের জন্য পৃথক শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা না করা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আমরা কোনো ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমসহ রাষ্ট্রীয় কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবো না।

পুরুষ ডাক্তার কর্তৃক নারীর ডেলিভারী

প্রশ্ন : পুরুষ ডাক্তার দিয়ে নারীর চিকিৎসা করানো বা ডেলিভারী করানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : যদি নারী ডাক্তার উপস্থিত না থাকে অথবা উক্ত বিষয়ে নারী বিশেষজ্ঞ না থাকে এবং নারী ডাক্তার এসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই রোগিনীর জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা থাকে, তাহলে উপস্থিত পুরুষ ডাক্তার দিয়ে কার্য সমাধা করা যেতে পারে।

টিউবের মেহেদী

প্রশ্ন : শুনেছি টিউবের মেহেদীতে শূকুরের রক্ত বা চর্বি থাকে, এ অবস্থায় ঐ মেহেদী ব্যবহার করা কি ঠিক হবে?

উত্তর : বিষয়টি যদি তথ্যভিত্তিক হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা হারাম হবে।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও নারীর চিকিৎসা

প্রশ্ন ঃ কোনো অসুস্থ নারীর রোগ চিহ্নিত করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি বা কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেয়া জায়েজ কিনা দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে আধুনিক মেডিকেল সাইন্স যে মডার্ণ টেক্‌নোলজি আবিষ্কার করেছে, তা ব্যবহার করা অবশ্যই জায়েজ। তবে নারীর ক্ষেত্রে নারী ডাক্তার হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। যদি নারী ডাক্তার কোনো অবস্থাতেই না পাওয়া যায় বা নারী ডাক্তার আসতে যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময়ের মধ্যে যদি নারী রোগী সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে পুরুষ ডাক্তার তার কর্তব্য কর্ম করতে পারে।

হাত, মুখ খোলা রাখা

প্রশ্ন ঃ বোরখা পরিধান করেও মুখ, হাত ও পা বের করে চলাফেরা কি উচিত?

উত্তর ঃ নারী দেহের সবটুকুই পর্দায় আবৃত রাখতে হবে। তবে প্রয়োজনে হাতের কব্জি থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত এবং পায়ের গোড়ালী থেকে পাতা পর্যন্ত খোলা রাখতে পারবে। যাবতীয় সৌন্দর্যের আধার হলো মুখমন্ডল বা চেহারা। মানুষ প্রথম দৃষ্টিই নিক্ষেপ করে চেহারার দিকে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারী-পুরুষ উভয়কেই পরস্পরের চেহারা থেকে দৃষ্টি নিম্নগামী করতে আদেশ দিয়েছেন। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে। সুতরাং বর্তমান ইসলাম বিরোধী পরিবেশের কারণেই নারীদেরকে আপন চেহারা পর্দায় আবৃত করে চলা উচিত। মুখমন্ডল উন্মুক্ত রেখে গোটা শরীর বোরখায় আবৃত রাখলেও নারী উত্যক্ত হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকে না। অতএব চেহারা ঢেকেই চলাফেরা করা কর্তব্য।

ভ্রু উপড়িয়ে সরু করা

প্রশ্ন ঃ আমার চোখের ভ্রু বেশ চওড়া এবং আমার এক বান্ধবীরও অনুরূপ ছিলো। সে ভ্রু উপড়িয়ে সরু করেছে এবং আমাকেও পরামর্শ দিচ্ছে সরু করার জন্য। প্রশ্ন হলো, চোখের ভ্রু উপড়িয়ে সরু করলে কি গোনাহ্ হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ গোনাহ্ হবে। এই কাজ যারা করে তাদের উদ্দেশ্য থাকে অন্য লোকদের সামনে নিজেকে অধিক রূপসী হিসাবে তুলে ধরা এবং এটা স্পষ্ট হারাম। যেসব নারী চোখের ভ্রু উপড়ায় আল্লাহর রাসূল তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে–যে স্ত্রীলোক চুল বা পশম উপড়ায় এবং যে অপরের দ্বারা এ কাজ করায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (আবু দাউদ)

পায়জামার দুই পাশে কাটা

প্রশ্ন ঃ পায়জামার দুই পাশে কাটা–যা পরলে পায়ের নলা দেখা যায়। এই ধরনের পায়জামা পরা কি জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ যে পোষাক পরিধান করলে সতর উন্মুক্ত হয়ে পড়বে তা পরিধান করা জায়েজ নেই। 'পায়ের নলা' আবৃত রাখার জিনিস–প্রদর্শনীর জিনিস নয়। ছোট্ট শিশুদেরকেও শালীনতা বিরোধী পোষাকের প্রতি আকৃষ্ট করা উচিত নয়, যে পোষাক তারা বড় হয়ে পরিধান করতে পারবে না। শিশুকাল থেকেই তাদের ভেতরে লজ্জার অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। যেন বড় হলে তারা শালীন পোষাকই পছন্দ করে এবং অশালীন পোষাককে ঘৃণা করে।

মুখমন্ডল যাবতীয় সৌন্দর্যের আধার

প্রশ্ন ঃ একজন নারী তার মুখ ব্যতীত সমস্ত শরীর পর্দায় আবৃত রাখলো, মুখ বের করে রাখার জন্য কি সে গোনাহ্গার হবে?

উত্তর ঃ মুখমন্ডল যাবতীয় সৌন্দর্যের আধার এবং মানুষ প্রথম দৃষ্টিই নিক্ষেপ করে মুখের দিকে। বর্তমান পরিবেশে অধিকাংশ মানুষ ইসলামের বিধানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করছে এবং মনে পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতি বিদ্যমান নেই। নারী মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করলে তার দিকে চরিত্রহীন পুরুষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেই এবং তার মনে অবৈধ কল্পনা সৃষ্টি হবে। এতে করে ফেত্না সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং সমস্ত শরীর পর্দায় আবৃত করার সাথে সাথে মুখমন্ডলও আবৃত করে রাখতে হবে। যে নারী পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করবে এবং তার কারণে যত পুরুষ চরিত্রহীনতার পথে অগ্রসর হবে, এসব গোনাহের অংশীদার সে নারীকে অবশ্যই হতে হবে।

পায়ে মেহেদী দেয়া

প্রশ্ন ঃ পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েজ কিনা এবং আল্লাহর রাসূল দাড়িতে মেহেদী দিয়েছেন, এ কথা কি সত্য?

উত্তর ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র চুল ও দাড়ি মোবারকে কোনো ধরনে কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করেননি। রাসূল দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করেছেন, এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। মেহেদী হাতে, পায়ে বা মুখমন্ডলে ব্যবহার করা যেতে পারে এ ব্যাপারে কোনো নিষেধ নেই।

মাথায় মেহেদী দেয়া

প্রশ্ন ঃ পুরুষগণ দাড়ি বা মাথার চুলে খেজাব ব্যবহার করে থাকেন, নারীও কি মাথার চুলে অনুরূপ খেজাব ব্যবহার করতে পারবে এবং পারলে তা কোন্ রংয়ের হতে হবে?

উত্তর : নারীও মাথার চুলে খেজাব ব্যবহার করতে পারে, তবে সে খেজাব অবশ্যই পবিত্র বস্তু দ্বারা তৈরী হতে হবে। তবে কোন্ রঙের খেজাব ব্যবহার করবে, এ ব্যাপারে নিজের রুচি ও স্বামীর পছন্দকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বার্ধক্যে চুল সাদা হলে কালো রঙের খেজাব ব্যবহার করা ঠিক নয়। তবে এমন কোনো রঙ ব্যবহার করা যাবে না যা রুচি ও শালীনতা বিরোধী। নারী তার মাথার চুলে মেহেদী বা খেজাব যা-ই ব্যবহার করুন কেনো, তা স্বামী-সন্তান ব্যতীত অন্য কেনো পর পুরুষকে প্রদর্শন করা হারাম।

চাচাত, মামাত ভাইদের সাথে দেখা করা

প্রশ্ন : আমি স্বামীহারা একজন গরীব নারী। একান্ত প্রয়োজনে চাচাত, মামাত ও ফুফাত ভাইদের সাথে দেখা করতে হয়। এসব ভাইদের সাথে কি আমাকে পর্দা করতে হবে?

উত্তর : অবশ্যই পর্দার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে।

যাদের সামনে পর্দা করতে হবে ও হবে না

প্রশ্ন : কোন্ লোকদের সাথে দেখা করা জায়েজ এবং কোন্ লোকদের সাথে দেখা করা জায়েজ নেই, দয়া করে জানাবেন কি?

উত্তর : নিজের স্বামী, শ্বশুর, নিজের সন্তান, সহোদর ভাই, পিতার দিকে বৈমাত্রেয় ভাই, মায়ের দিকের বৈপিত্রেয় ভাই, দুধ ভাই, এবং ভাইদের ছেলে এবং তাদের ছেলে, বোনের ছেলে এবং তাদের ছেলে, নিজের পিতা, পিতার ভাই, দাদা এবং দাদার ভাই, মামা, নানা, দুধ বাবা, সাধারণ মেলামেশার মেয়েলোক অর্থাৎ যাদের সাথে দিনরাত দেখা-সাক্ষাৎ হয়েই থাকে, এমন ধরনের পুরুষ যাদের মেয়ে মানুষের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, ঐ সব বালক যাদের ভেতরে এখন পর্যন্ত যৌনানুভূতি জাগ্রত হয়নি। এসব মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েয এবং এর বাইরের সমস্ত পুরুষের ক্ষেত্রে পর্দা করতে হবে।

বোরখার ওপরের অংশ ও নীচের অংশ

প্রশ্ন : বোরখার ওপরের অংশ ও নীচের অংশ কি একই রকমের হতে হবে, ভিন্ন রকমের হলে কি পর্দার হক আদায় হবে না?

উত্তর : বোরখার নিচের ও উপরের অংশ একই রঙের হওয়া জরুরী নয় কিন্তু এমন রঙের হওয়াও উচিত নয়, যা দেখতে হাস্যকর লাগে বা উদ্ভট কিছু দেখা যায়। মুসলিম নারীকে সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হতে হবে এবং উৎকৃষ্ট ও উন্নত রুচির পরিচয় দিতে হবে।

নারীর মুখে দাড়ি

প্রশ্ন ঃ অনেক মেয়েদের মুখে দাড়ি গজায়। কেউ কেউ কেটেও ফেলে। প্রশ্ন হলো, এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ নারীদের মুখে যদি পুরুষদের অনুরূপ দাড়ি গজায়, তাহলে তা দূর করার ব্যাপারে হানাফী আলেমগণ জায়েয বলে রায় দিয়েছেন। স্ত্রীর মুখের পশম যদি স্বামীর কাছে বিরক্তকর হয়, তা স্বামীর অনুমতিক্রমে দূর করতে হবে। কারণ বিষয়টি সৌন্দর্যের অলঙ্কারের মধ্যে গণ্য। একজন নারী হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে প্রশ্ন করলেন, 'স্ত্রী তার স্বামীর জন্যে মুখমন্ডলের পশম দূর করতে পারবে কি? তিনি জবাবে বললেন, কষ্টের বিষয় তা সাধ্যানুসারে দূর করো। (ফাতহুল বারী)

কালো পোষাক

প্রশ্ন ঃ কালো পোষাক পরিধান করা নাকি জায়েজ নেই। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর ঃ কালো রঙের পোষাক ব্যবহার করা নাজায়েজ হবার কোনো কারণ নেই।

খালাত, চাচাত ভাইদের সাথে গল্প করা

প্রশ্ন ঃ তরুণী বা যুবতী কোনো মেয়ে যদি তার খালাত, চাচাত ও ফুফাত ভাইদের সাথে একত্রে বসে গল্প করে, তাহলে সে কি গোনাহ্গার হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই গোনাহ্গার হবে। কারণ, খালাত, চাচাত ও ফুফাত ভাইদের সাথে পর্দা করা ফরজ আর ফরজ অম্যান্য করার কারণে গোনাহ্গার হতে হবে।

নামাজ পড়ে কিন্তু পর্দা করে না

প্রশ্ন ঃ একজন নারী নামাজ আদায় করেন কিন্তু পর্দা করেন মা। এ অবস্থায় তিনি কি নামাজের সওয়াব পাবেন?

উত্তর ঃ নামাজ আদায় করা একটি ফরজ এবং পর্দা করা আরেকটি ফরজ। নামাজ আদায়ের ফরজটি যদি তিনি আদায় করেন আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যদি তা কবুল করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই নামাজ আদায়ের সওয়াব পাবেন। আর পর্দা করার ফরজ যদি তিনি লংঘন করেন, তাহলে ফরজ তরকের জন্য তিনি শাস্তি পাবেন।

পায়ে নূপুর পরা

প্রশ্ন ঃ মেহেদি রঙে হাতের কব্জি রাঙিয়ে পায়ে নূপুর দিয়ে বোরকা পরে কোনো মেয়ে কি কলেজে বা মার্কেটে যেতে পারবে?

উত্তর ঃ নারী পর্দার সাথে মার্কেটে যেতে পারবে এতে কোনো বাধা নেই। মুসনাদে আহ্মদ-এ একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন নারী পর্দার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে আল্লাহর রাসূলের হাতে একটি চিঠি পেশ করলো। তিনি সে চিঠি না

ধরে বললেন, 'বুঝতে পারলাম না, এটি কি পুরুষের হাত না মেয়ে মানুষের হাত?' মেয়ে মানুষটি পর্দার আড়াল থেকে জানালো, 'এটি মেয়ে মানুষের হাত।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তুমি যদি মেয়ে মানুষই হতে, তাহলে তোমার হাতের নখগুলোতে অবশ্যই হেনার রঙ লাগাতে।' অর্থাৎ হাতে মেহেদী ব্যবহার করা মেয়েদের ভূষণ ও প্রসাধনের মধ্যে গণ্য। নারী হাতে বা পায়ে মেহেদী লাগাতে পারবে। শিশু কন্যার পায়ে নূপুর ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যে মেয়ের ওপর পর্দা ফরজ হয়েছে, তারপক্ষে পায়ে নূপুর পরে ঐসব লোকদের সামনে চলাফেরা করা জায়েজ নেই, যাদের সামনে তার পর্দা করা ফরজ। কারণ নূপুর আওয়াজ সৃষ্টি করে। জাহেলী যুগে নারীরা পদালঙ্কার পরতো এবং হাঁটার সময় পা এমন জোরে ফেলতো যেন অলঙ্কারে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিলেন–

وَلَايَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ–

তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। (সূরা আন্ নূর-৩১)

নারী নিজের স্বামীর সামনে নূপুর পরে চলাফেরা করতে পারে। নারী যদি পায়ে নূপুরের আওয়াজ সৃষ্টি করে বাইরে চলাফেরা করে, তাহলে সে শব্দে পুরুষ তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং এমন কোনো অলঙ্কার পরে বাইরে বের হওয়া যাবে না, যে অলঙ্কার শব্দ সৃষ্টি করে অন্যকে আকৃষ্ট করে। আবু দাউদ-এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মেয়েকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সামনে এমন অবস্থায় আনা হয়েছিলো, যখন মেয়েটির পায়ে ঝুমঝুমি বাঁধা ছিলো। হযরত ওমর মেয়েটের পায়ের ঝুমঝুমি কেটে ফেললেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বাজনার সাথে শয়তান থাকে।

নারী কণ্ঠের আওয়াজ

প্রশ্ন ঃ নারী কি তার কণ্ঠের আওয়াজ ভিন্ন পুরুষকে শুনাতে পারে?

উত্তর ঃ নারীরা প্রয়োজন ব্যতীত নিজেদের কণ্ঠ অপর পুরুষদেরকে শোনাবে না। প্রয়োজনে অন্য লোকদের সাথে কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– فَلَاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهِ مَرَضٌ

লোকদের সাথে কোমল মিষ্টি সুরে কথা বলো না। এতে দুষ্ট মনের কোনো লোক লালসায় পড়তে পারে। (সূরা আহ্যাব-৩২)

পর পুরুষের সাথে নারীর কথাবার্তা সাধারণ এবং প্রচলিত ধরনের হতে হবে। অন্যের মনে লালসা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা থাকবে না এবং কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলা যাবে না। অপ্রয়োজনে নারী তার কণ্ঠের আওয়াজ ভিন্ন কোনো পুরুষকে শোনাবে, এটা পছন্দ করা হয়নি।

ফোনে কথা বলা

প্রশ্ন ঃ একান্ত প্রয়োজনে একজন নারী ভিন্ন কোনো পুরুষের সাথে ফোনে কথা বলতে পারবে কি?

উত্তর ঃ পারবে তবে এমন ভঙ্গি বা মিষ্টি স্বরে কথা বলবে না, যেন সেই পুরুষটি তার কণ্ঠস্বর শুনে তারপ্রতি আকৃষ্ট হতে পারে বা তার মনে কোনো কামনার সৃষ্টি হয়।

হাতের নখ বড় রাখা

প্রশ্ন ঃ হাতের নখ বড় রাখলে নাকি অজু, নামাজ-রোযা কিছুই হয় না, এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ হাতের নখ কাটা নবী-রাসূলদের রীতি এবং এটি সভ্যতার পরিচায়ক। কোনো সভ্য ও রুচিবান মানুষের পক্ষে হাতের নখ বড় রাখা স্বাভাবিক নয়। হাতের নখের মাধ্যমে নানা ধরনের রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশের সুযোগ পায়। নখের ভেতর ময়লা পুঞ্জিভূত হয়ে বা নখে যদি নেইল পালিশ তাহলে অজু-গোছল ও নামাজ হবে না। নিজের কল্যাণের জন্য স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য নখ ছোট রাখতে হবে। হাদীসে হাতের নখ কাটার নির্দেশ রয়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী এক শ্রেণীর নারী-পুরুষ হাতের নখ বড় রাখে। এগুলো ইসলামী সংস্কৃতির বিপরীত যা মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অবশ্যই বর্জনীয়।

কৃত্রিম নখ ব্যবহার করা

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে দেশ-বিদেশে বড় আকৃত্রি রঙিন কৃত্রিম নখ কিনতে পাওয়া যায় যা বহু নারী ক্রয় করে হাতের আঙুলে ব্যবহার করে। প্রশ্ন হলো, ইসলামী শরীয়তে কৃত্রিম নখ ব্যবহার করা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হাতের আঙ্গুলে মানুষের কল্যাণেই নখ দিয়েছেন। শরীরের কোথাও চুলকানোর প্রয়োজন হলে মানুষ হাতের নখ ব্যবহার করে। যে প্রাণী নখ ব্যবহার করে খাদ্য সংগ্রহ করে বা আত্মরক্ষা করে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা নখ দিয়েছেন। মানুষের হাতেও নখ দিয়ে একদিকে যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, অপরদিকে তার সংযত ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অকৃত্রিম নখ আল্লাহ্ দিয়েছেন, এটা থাকতে কৃত্রিম নখের কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং কোনো নারী যদি কৃত্রিম নখ ব্যবহার করে তা অপর পুরুষকে প্রদর্শন করে, তাহলে তা হারাম হবে।

পুরুষ শিক্ষকের কাছে পড়া

প্রশ্ন ঃ তরুণী বা যুবতী মেয়েরা কি পুরুষ গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে পারে?

উত্তর ঃ পুরুষ গৃহশিক্ষকের কাছে তরুণী বা যুবতী মেয়েদের লেখাপড়া করাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেনো বিপজ্জনক তা গৃহশিক্ষক ও ছাত্রী সম্পর্কিত পত্রিকার রিপোর্টের দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝা যাবে। বর্তমানে যেখানে নারী শিক্ষকের অভাব নেই, সেখানে পুরুষকে গৃহশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়ার কোনো যুক্তি নেই এবং কোনো অবস্থাতেই ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না। স্কুল-কলেজের বিষয়টি ভিন্ন, কেননা রাষ্ট্রীয়ভাবে যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই এবং মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাঙ্গন ও নারী শিক্ষিকার ব্যবস্থা নেই, সেহেতু বাধ্য হয়েই মেয়েদেরকে শিক্ষাঙ্গনে পুরুষ শিক্ষকদের কাছে পড়তে হয়। কিন্তু তরুণী বা যুবতী মেয়েদের জন্য পুরুষ গৃহশিক্ষকের বিষয়টি অনুমোদন যোগ্য নয়।

লোমনাশক ক্রীম বা রেজার

প্রশ্ন ঃ লোম নাশক ক্রীম বা রেজার মহিলারা কি ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর ঃ জ্বী, পারবে। এ ব্যাপারে কোনো নিষেধ নেই। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে ক্রীম ব্যবহার করা হবে তা কোনো অপবিত্র বস্তু দ্বারা প্রস্তুত কিনা। অপবিত্র বস্তু দ্বারা প্রস্তুত কোনো ক্রীম অথবা দেহের ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো ক্রীম ব্যবহার করা যাবে না।

বিয়ে বাড়িতে মেয়েদের সাজসজ্জা করা

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে কারো বিয়ে উপলক্ষ্যে মেয়েরা যেভাবে সাজসজ্জা করে পাত্র পক্ষের লোকদেরকে স্বাগত জানায়, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ স্পষ্ট হারাম কাজ। পর্দা ফরজ হয়নি এমন বয়সের মেয়েরা পাত্র পক্ষের লোকদের সামনে গেলে অসুবিধা নেই, কিন্তু যেসব কিশোরী, তরুণী এবং যুবতী মেয়ে বর্তমানে বিয়ের অনুষ্ঠানে সাজসজ্জা করে পাত্র পক্ষের সামনে উপস্থিত হয়, তা ইসলামী শরীয়তে হারাম কাজ এবং এই কাজ যারা করে, তারা নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়।

ছেলে বন্ধু

প্রশ্ন ঃ পর্দার সাথে কি কোনো ছেলে বন্ধুর সাথে চলাফেরা করা জায়েজ হবে?

উত্তর ঃ বৈধ কারণ ব্যতীত যেখানে অপর পুরুষের সাথে কথা বলা বৈধ নয়, সেখানে একজন মেয়ে পুরুষ বন্ধুর সাথে চলাফেরা করবে, এ কথা তো কল্পনাও করা যায় না–স্পষ্ট হারাম।

পাতানো ভাইয়ের সাথে চলাফেরা

প্রশ্ন ঃ কারো স্বামী যদি দূরে কোথাও চাকরীতে থাকে, তাহলে প্রয়োজনে ভাই সম্পর্কের অন্য কারো সাথে স্ত্রী চলাফেরা করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ রক্তের সম্পর্কে যদি আপন ভাই হয়, তাহলে তার সাথে চলাফেরা করতে বাধা নেই। কিন্তু চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত বা পাতানো ভাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার সামনে পর্দা করা আপনার জন্য ফরজ। এ ধরনের কারো সাথে আপনি চলাফেরা করতে পারেন না। যদি একান্তভাবেই বাড়ির বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে পর্দার সাথে যেতে হবে এবং নিরাপত্তার জন্য চাচাত, মামাত বা ফুফাত ভাইদের কাছ থেকে যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে এবং যতটুকু কথা না বললেই নয়, ততটুকু বলা যেতে পারে। কিন্তু বিলাস সামগ্রী কেনার জন্য স্বামীর অবর্তমানে নিজের আপন ভাই ব্যতীত অন্য কাউকে সাথে নিয়ে মার্কেটে যাওয়া বা ঘুরাফেরা করা জায়েজ নেই।

আজান শুনলে মাথায় কাপড়

প্রশ্ন ঃ আজান শুনলে মহিলারা মাথায় কাপড় দেয়, এটা কি শরীয়তের নির্দেশ?

উত্তর ঃ না, এটা শরীয়তের নির্দেশ নয় কিন্তু মুসলিম মহিলারা এটা করে থাকে আজানের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই। যাদের সামনে পর্দা করা ফরজ, তাদের সামনে মাথার চুল প্রদর্শন করাও জায়েজ নেই বরং তাদের সামনে মাথা ঢেকে রাখা ফরজ। যেসব নারী পর্দা করে না, কিন্তু আজান শুনলেই মাথায় কাপড় দেয়, তাদের এই আচরণ প্রমাণ করে যে, তাদের হৃদয়ে আল্লাহর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে কিন্তু বাস্তবে তারা তা অনুসরণ করছেন না। সুতরাং যেসব নারী আজান শুনলে মাথায় কাপড় দেয়, তাদেরকে নিষেধ করা উচিত নয়। বরং তাদেরকে বুঝানো উচিত যে, আজানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের নামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনি সেই নাম শুনে শ্রদ্ধাবনত হয়ে মাথায় কাপড় দিচ্ছেন। যার নাম শুনে আপনি মাথায় কাপড় দিচ্ছেন, সেই আল্লাহ তা'য়ালাই আপনার প্রতি পর্দা ফরজ করেছেন, সুতরাং শুধু মাথায় কাপড় দেয়া নয়—আপনি পুরো শরীরেই কাপড় দিয়ে পর্দা করুন।

মহিলা নেত্রীর পোশাক

প্রশ্ন ঃ দেশের মহিলা নেত্রীরা বর্তমানে যে পোশাকে দেশে-বিদেশে যাতায়াত করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কি জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ মুসলিম নারীর জন্য পর্দা করা ফরজ এবং এই ফরজ যেসব নারী লংঘন করে তারা অবশ্যই গোনাহ্গার হচ্ছে। আখিরাতের ময়দানে তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। মুসলিম নারীর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার জন্য যদি তাকে বাড়ির বাইরে যেতে হয় বা নিজের দেশেও বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়, এমনকি বিদেশেও যদি দায়িত্বের কারণে যেতে হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই পর্দার সাথে যেতে হবে। নতুবা সে নারী গোনাহ্গার হবে।

পুরুষের কাছে কোরআন শেখা

প্রশ্ন ঃ কোনো পুরুষের কাছে কোরআন পড়া শিখা যাবে কি?

উত্তর ঃ ছোট্ট বাচ্চা মেয়েরা বয়স্ক পুরুষদের কাছে কোরআন তিলাওয়াত শিখতে পারে, কিন্তু বালেগা মেয়েরা কোনো বয়স্ক পুরুষদের কাছে কোরআন তিলাওয়াত শিখবে না। মহিলা শিক্ষক না থাকলে পর্দার সাথে শিখতে পারে। তবুও একাকী নয়, অনেকে এক সাথে শিখতে হবে। যেমন মাদ্রাসায় মেয়েরা পর্দায় আবৃত হয়ে শ্রেণী কক্ষে আসে আর ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষ শিক্ষকগণ ক্লাস নেন।

মেহেদীতে ঝাড়ু লাগলে

প্রশ্ন ঃ মেহেদীতে ঝাড়ু লাগলে নাকি গোনাহ্ হয় এবং মেহেদী পায়ে দেয়া নাকি হারাম? এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানলে খুশী হবো।

উত্তর ঃ মেহেদীতে ঝাড়ু লাগলে কোনো গোনাহ্ হবে না এবং মেহেদী পায়ে ব্যবহার করা মোটেও হারাম নয়।

আংটি ব্যবহার করা

প্রশ্ন ঃ হাতে আংটি ব্যবহার করা জায়েজ কিনা এবং সেই আংটিতে পাথর ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই জায়েজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আংটি ব্যবহার করেছেন, তাঁর আংটি মোবারক ছিলো রৌপ্য নির্মিত এবং রাসূলের আংটির ওপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দগুলো লিখা ছিলো। এই আংটিটি ছিল মূলতঃ রাষ্ট্রীয় মোহর–যা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হতো। মিশকাত শরীফের আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল নিজের ডান হাতে রূপার আংটি পরিধান করেছেন এবং তার মধ্যে আকীক্ পাথর ছিলো। কোনো হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি প্রয়োজনে বাম হাতেও আংটি ব্যবহার করেছেন। তবে পুরুষ লোক স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে পারবে না, স্বর্ণ ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে।

নারীর সুন্নতী পোশাক

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের সুন্নতী পোষাক পরে নামাজ আদায় না করলে নাকি নামাজ হবে না? বিষয়টি কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ মহিলাদের সুন্নতী পোষাক বলে কোনো পোষাক নেই। যে পোষাক পরিধান করলে মহিলাদের সতর আবৃত হয়, সেই পোষাক পরিধান করে নামাজ আদায় করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বর্তমানে শাড়ী বা সেলোয়ার-কামিজ ওড়নাসহ ব্যবহার

করা যেতে পারে। বাইরে বের হবার সময় বা পারিবারিক পরিবেশে যাদের সামনে পর্দা করা ফরজ, তাদের সামনে পর্দাবৃতা হয়ে যেতে হবে।

চুল যদি বড় হয়ে যায়

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের মাথার চুল কাটা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেসব নারীর চুল না কাটলে পায়ের নীচে চলে যাবে বা যাদের চুল অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, তাদের ক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর ঃ প্রয়োজন হলে অবশ্যই চুল কাটতে পারে। রোগের কারণে বা চুল বৃদ্ধির কারণে পায়ের নীচে চলে যাচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে চুল কাটা যেতে পারে।

বিধবা নারীর অলঙ্কার

প্রশ্ন ঃ বিধবা নারীরা কি অলঙ্কার এবং রঙিন পোষাক ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু পর্দার ভেতরে। তবে অধিক চাকচিক্যপূর্ণ কোনো পোশাক ব্যবহার করলে তা ফিতনা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, এ জন্য এসব দিকে দৃষ্টি রেখে পোশাক পরিধান করতে হবে।

স্বর্ণের চেইনে আল্লাহর নাম

প্রশ্ন ঃ স্বর্ণের চেনের সাথে লকেটে খোদাই করে আল্লাহ তা'য়ালার নাম লিখা থাকে। প্রশ্ন হলো, সেই চেন গলায় দিয়ে টয়লেট বা বাথরুম ব্যবহার করা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ যে অলঙ্কারে এই বিশাল আকাশ ও যমীনের মালিক, আরশে আযীমের মহান অধিপতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামাঙ্কিত রয়েছে, তা সাথে নিয়ে বাথরুম ব্যবহার করা বা স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া ঠিক নয়। মুসলমানদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন সময় হামদ, না'ত, কিরাআত বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। মেয়েরা কি এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর ঃ এ ধরনের প্রতিযোগিতা শুধু মেয়েদের মধ্যেই যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে যে কোনো বয়সের মেয়েরাই এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু ভিন্ন পুরুষদের সামনে পর্দা করার মতো বয়সে উপনীত হয়েছে, এমন মেয়েরা পুরুষদের সামনে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

দেবর আমাকে বোনের মতো সম্মান করে

প্রশ্ন ঃ আমার দেবর আমাকে বড় বোনের মতোই সম্মান করে এবং সেও চায় যে, আমি তাকে ছোটো ভাইয়ের মতোই আদর যত্ন করি। আমি দেবরকে আমার নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো আদর যত্ন করলে কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ দেবর যদি বালেগ হয় আর আপনি যদি তার সামনে পর্দা না করে তার সাথে নিজের আপন ভাইয়ের অনুরূপ ব্যবহার করেন, তাহ্লে আপনি অবশ্যই গোনাহ্গার হবেন। যার ভেতরে যৌনানুভূতি জাগেনি, এমন বয়সের দেবরের সামনে পর্দা না করলেও চলবে, কিন্তু যৌনানুভূতি রয়েছে বা নারী সম্পর্কে যার মধ্যে কৌতুহল জেগেছে, এমন বয়সের দেবরের সামনে পর্দা করতে হবে।

মাথার চুল সতরের অন্তর্গত

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের মাথার চুল কি সতরের অন্তর্গত এবং তাদের মাথার চুল কি অন্য পুরুষে দেখতে পারে?

উত্তর ঃ নারীর মাথার চুল সতরের অন্তর্গত, মাথার চুল ঢেকে রাখতে হবে। পর পুরুষকে নারী তার মাথার চুল প্রদর্শন করতে পারবে না।

হাতে চুড়ি না পরা

প্রশ্ন ঃ মহিলারা হাতে চুড়ি ব্যবহার না করলে তারা গোনাহ্গার হবে এবং চুড়ি শূন্য হাতে স্বামীকে পানি দিলে স্বামীর হায়াত কমে যাবে, শরীয়তে এসব কথার গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর ঃ বিষয়টি নিতান্তই কুসংস্কার প্রসূত কথা। ইসলামী শরীয়তে এসব কথার কোনোই ভিত্তি নেই।

মৃত পুরুষের চেহারা দেখা

প্রশ্ন ঃ কোনো নারী কি ভিন্ন মৃত পুরুষের চেহারা দেখতে পারবে?

উত্তর ঃ পর পুরুষ যদি মৃত হয়, তাহলে তার চেহারা দেখা পর নারীর জন্য জায়েয হবে না।

স্বামী হজ্জে গেলে স্ত্রীর বাড়ি থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন ঃ স্বামী হজ্জে গেলে হজ্জ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত স্ত্রী বাড়ী থেকে কোথাও যেতে পারবে না, এ কথা কি কোরআন-হাদীস সমর্থিত?

উত্তর ঃ স্বামী হজ্জ আদায়ের জন্য বাড়ি থেকে বিদায় গ্রহণ করার পর স্ত্রী পর্দার সাথে প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে, শরীয়তে এতে কোনো বাধা নেই।

নাক-কান ছিদ্র করা

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকেন যে, নাক-কান ছিদ্র করে অলঙ্কার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক—না করলে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। নাক-কান ছিদ্র করে মেয়েরা অলঙ্কার ব্যবহার করলে তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। নাক-কান ছিদ্র করার বিষয়টি যদি কারো কাছে

কষ্টকর হয় বা নাকে-কানে অলঙ্কার ব্যবহার করলে শরীরে এলার্জি দেখা দেয়, তাহলে তা ব্যবহার করবে না।

দেবরের সাথে কথা বলা নিষেধ

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী আমাকে আমার দেবরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা বলতে নিষেধ করেন। প্রশ্ন হলো, আমি স্বামীর নির্দেশ মেনে নিয়ে কি আমার দেবরের সাথে কোথাও যেতে পারবো না?

উত্তর ঃ স্বামীর এই নিষেধটি পালন করা আপনার জন্য ফরজ। আপনি স্বামীর আদেশ পালন করে চলবেন এবং দেবরের সাথে কোথাও যাবেন না। যদি স্বামীর এই আদেশ আপনি অমান্য করেন তাহলে আপনাকে গোনাহ্গার হতে হবে।

দেবরের সাথে পর্দা

প্রশ্ন ঃ স্বামীর বাড়িতে দেবরদের সাথে কিভাবে পর্দা করতে হবে?

উত্তর ঃ স্বামীর ভাই যদি বালেগ হয়, তাহলে তার সাথে আপনাকে পর্দা করতে হবে। এক বাড়িতে বাস করলেও মুসলিম নারী হিসাবে আপনি দেবরের সামনে যেতে পারবেন না, তাকে কোনো কিছু দেবার প্রয়োজন হলে বা তার সাথে কথা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকেই তা করতে হবে।

মুসলিম নারীর মাথায় সিঁদুর

প্রশ্ন ঃ মুসলিম নারী মাথায় সিঁদুর বা কপালে টিপ ব্যবহার করতে পারবে কি? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ না, ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ কপালে টিপ ও মাথায় সিঁদুর ব্যবহার করার রীতি হিন্দুদের। হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক হলো কপালে টিপ ও মাথায় সিঁদুর। তাদের নারীরা বিয়ের পর থেকে এবং নারী-পুরুষ উভয়েই মূর্তিপূজা উপলক্ষ্যে সিঁদুর ব্যবহার করে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য মাথায় সিঁদুর বা কপালে টিপ ব্যবহার করা জায়েয নেই।

বোরখার নিচে পাতলা পোশাক

প্রশ্ন ঃ অনেক মা-বোন পর্দা করেন না অনেকে করেন। যারা পর্দা করেন, তাদের মধ্যে অনেককে দেখা যায়, তারা এমন বোরখা ও বোরখার নিচে এমন পোষাক পরিধান করেছেন, যার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট তার দেহ দেখা যায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ যে পোষাক পরিধান করলে পর্দার হক আদায় হয়না, তা পরিধান করা যাবে না। পর্দা করার উদ্দেশ্যেই বোরখা ব্যবহার করা হলো, এখন সেই উদ্দেশ্যই যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে পর্দা করার সার্থকতা কোথায় রইলো? পর্দা করা ফরজ আর

ফরজ যথাযথভাবে পালন না করলে গোনাহ্গার হতে হবে। পর্দা করার পরও যদি গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা না যায়, আপনার দেহ যদি অন্য লোকে দেখে, তাহলে আপনার আমলনামায় সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ্ জমা হতে থাকবে। এই ধরনের পাতলা পোষাক পরিধান যারা করে, সেসব নারীদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন অনেক নারী রয়েছে, যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গই থাকে।' সুতরাং পোষাকের ব্যাপারে মা-বোনদেরকে সতর্ক হতে হবে। বোরখা বা বোরখার নিচে যে পোষাক পরা হবে, তা যেনো সতর ঢাকার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

কানের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করানো

প্রশ্ন ঃ অলঙ্কার পরিধান করার জন্য নাক বা কানে যে ছিদ্র করা হয়, গোছলের সময় কি সেই ছিদ্রে পানি প্রবেশ করানো জরুরী?

উত্তর ঃ গোছল যদি ফরজ হয় তাহলে দেহের সর্বত্র পানি পৌছানো একান্তই জরুরী। গোছলের সময় সতর্ক থাকতে হবে, যেনো দেহের কোনো স্থান শুকনো না থাকে। অলঙ্কার পরিধানের জন্য নাক-কানের যে স্থান ছিদ্র করা হয়েছে, গোছলের সময় অলঙ্কার নাড়াচাড়া করলেই ছিদ্রের স্থানে পানি পৌছাবে।

নারীর সুগন্ধি ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ মেয়েরা কি আতর, সেন্ট বা অন্য কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর ঃ এমন তীব্র সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না, পথ চলতে গিয়ে যে সুগন্ধি অন্যের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতে পারে। তবে স্বামীর সামনে ব্যবহার করা করা যেতে পারে।

নাকে নোলক না পরলে

প্রশ্ন ঃ নাকের নিচে ছিদ্র করে নোলক ব্যবহার করা হয়। অনেকে বলে থাকে যে, নাকের নিচে ছিদ্র করে নোলক না পরলে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জাহান্নামে পাঠাবেন। এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে সঠিক তথ্য আশা করছি।

উত্তর ঃ যারা এ ধরনের কথা বলে আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত মারাত্মক। আল্লাহ্ তা'য়ালা কি এমনই অবিচারক যে, একজন মেয়ে মানুষ নাকের নিচে ছিদ্র করে নোলক পরেনি, এ জন্য তিনি তাকে জাহান্নামে পাঠাবেন? আল্লাহ্ তা'য়ালা সম্পর্কে এমন নিকৃষ্ট ধারণা হলো কি করে? নাক-কান ছিদ্র করে অলঙ্কার ব্যবহার করা নারীর সৌন্দর্যের সাথে জড়িত। নাকে বা কানে একটির পরিবর্তে কয়েকটি ছিদ্র করেও কোনো নারী যদি গহনা ব্যবহার করে, আবার কোনো ছিদ্র না-ও করে, গহনা ব্যবহার না করে তাতে কোনোই ক্ষতি নেই।

সন্তানের নাম রাখা ও আকিকা

ভালো নাম রাখার নির্দেশ

প্রশ্ন ঃ সন্তান-সন্ততির নাম রাখার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ নাম রাখার ব্যাপারে ইসলাম দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুন্দর ও পবিত্রতম নামের অধিকারী। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণের পরে সুন্দর নাম রাখো।' সুন্দর অর্থবোধক ও শ্রুতি মধুর নাম রাখতে হবে। যে নামের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশ পায়, সেই ধরনের নাম আল্লাহর রাসূল অধিক পছন্দ করেছেন। একজনের নাম ছিলো আব্দুল হাজার, এর অর্থ হলো পাথরের পিতা। আল্লাহর রাসূল সে নাম পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর গোলাম রেখে দিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–'আল্লাহর কাছে চূড়ান্ত খারাপ ও ক্রোধ উদ্রেককারী নাম হলো কোনো ব্যক্তিকে মালিকুল আমলাক নামে ডাকা।' মালিকুল আমলাক শব্দের অর্থ হলো বাদশাহদের বাদশাহ। ফারসীতে এই নামের অর্থ হলো শাহানশাহ্। সুতরাং শাহানশাহ হলেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এই নাম রাখা জায়েজ নেই। নবী-রাসূলের নামে সন্তানের নাম রাখতে হবে বা অন্য কোনো অর্থবোধক সুন্দর নাম রাখতে হবে।

এমন নাম রাখতে হবে যা শুনে যেনো বোঝা যায় লোকটি মুসলমান। এমন নাম রাখা যাবে না, যার ভেতর দিয়ে শির্কমূলক ভাবধারা প্রকাশ পায় বা কোনো বস্তুর দাসত্ব প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'য়ালার অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন আজীজ, হালিম, সাত্তার, আলিম, রব ইত্যাদি। এসব নামের পূর্বে আব্দ যোগ করে নাম রাখা যায়। যেমন আব্দুল আজীজ অর্থাৎ আজীজের গোলাম। আল্লাহর গুণবাচক নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাদের নাম রাখা হয়েছে, তাদেরকে শুধুমাত্র হালীম, আলিম বা আজীজ বলে ডাকা যাবে না–পূর্ণ নাম ধরেই ডাকতে হবে।

নাম বিকৃত করে ডাকা

প্রশ্ন ঃ রশীদকে রইশ্যা, খলীলকে খলীল্যা, আমীনকে আমীন্যা বলে অর্থাৎ মূল নামকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে অনেক স্থানেই ডাকতে বা সম্বোধন করতে দেখা যায়। প্রশ্ন হলো, এভাবে নাম বিকৃত করে ডাকা ইসলামী শরীয়তে জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ নাম বিকৃত করে কাউকে ডাকা শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। এভাবে কাউকে ডাকা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ–

একজন আরেকজনকে খারাপ উপনামে ডাকবে না। (সূরা হুজুরাত-১১)

রাব্বি নাম রাখা

প্রশ্ন ঃ রাব্বি নাম রাখা শরীয়তে জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ রব হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং আরবী রব শব্দ থেকেই রাব্বি শব্দ এসেছে। সরাসরি কোনো মানুষকে এই নামে ডাকা জায়েয নেই। আব্দুর রব নাম রাখা যেতে পারে। যার অর্থ হলো, রব-এর গোলাম।

রাইয়ান নামের অর্থ

প্রশ্ন ঃ আপনি একটি অত্যাধুনিক ক্যাডেট মাদ্রাসা উদ্বোধন করেছেন-যার নাম রাইয়ান। প্রশ্ন হলো, রাইয়ান শব্দের অর্থ কি?

উত্তর ঃ আরবী 'রাইয়ান' শব্দের অর্থ হলো, সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক উত্তম অর্থাৎ প্রথমেই যা সর্বোত্তম। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলা হয় First and best।

নাম পরিবর্তন করা

প্রশ্ন ঃ অনেকে নাম পরিবর্তন করে থাকে। প্রশ্ন হলো, নাম পরিবর্তন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ আছে কি?

উত্তর ঃ পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার হলো-পিতামাতা তার একটি সুন্দর অর্থবহ নাম রাখবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সুন্দর অর্থবহ নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছে সন্তানের নাম রাখার আবেদন করলে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখতেন। কারো নাম আল্লাহর রাসূলের পছন্দ না হলে তিনি সেই ব্যক্তির ওপর কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতেন না। আবার কারো সুন্দর ও অর্থবহ নাম শুনলে তিনি খুশী হয়ে তার জন্য দোয়া করতেন। নাম অপছন্দ হলে সে নাম তিনি পরিবর্তন করে উত্তম নাম দিতেন। সুন্দর ও অর্থবহ নাম বলতে ঐ সমস্ত নামসমূহ বুঝায়, যে নামের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর দাসত্ব বা প্রশংসা প্রকাশ পায়। বর্তমানে অর্থহীন আজেবাজে নাম রাখা একটি ঘৃণ্য প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব নাম পরিবর্তন করে ঐসব নামই নির্বাচন করতে হবে, যে নামের মধ্য দিয়ে এ কথা প্রকাশ পায় যে, মানুষটি মহান আল্লাহর গোলাম।

ক্রোধের সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপ

প্রশ্ন ঃ ক্রোধের সময় আমরা অনেকেই প্রতিপক্ষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকি। প্রশ্ন হলো, কাউকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা ঠাট্টা করা কি শরীয়তে জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিষয়টি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কাউকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা জায়েজ নেই-হারাম। বিদ্রুপ বা ঠাট্টা করা শুধুমাত্র যে ... খর

ভাষার মাধ্যমেই হয়ে থাকে বিষয়টি এমন নয়। কারো নকল বেশ ধারণ করা বা বিদ্রুপাত্মক চিত্র অঙ্কন করা, পুত্তলিকা বানানো, কারো প্রতি বিদ্রূপাত্মক ইশারা-ইংগিত করা, কারো কথা বা কাজ অথবা আকার-আকৃতি, পোশাক নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, তার কোনো দোষ বা ত্রুটির দিকে মানুষের দৃষ্টি এমনভাবে আকৃষ্ট করা, যেন তারা সে কারণে বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকে, এসব কিছুই অপমানকর ঠাট্টা-বিদ্রূপের পর্যায়ে পড়ে। এই কাজের মধ্যে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ এবং অন্যজনকে অপমান-লাঞ্ছনা ও হেয় জ্ঞান করার ভাবধারা তীব্রভাবে কার্যকর থাকে আর নীতি-নৈতিকতার দৃষ্টিতে এটা সাংঘাতিক ক্ষতিকর এবং নিষিদ্ধ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে অন্য মানুষের মনে আঘাত দেয়া হয় আর এরই কারণে সমাজে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় ঘটে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَيَسْخَرْقَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَنِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ–

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষকে বিদ্রূপ করবে–হতে পারে যে, সে তার তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে–হতে পারে যে, সে তার অপেক্ষা উত্তম হবে। (সূরা হুজুরাত-১১)

আকিকা কি ফরজ

প্রশ্ন ঃ আকিকা দেয়া ফরজ কিনা এবং আকিকার ব্যাপারে খরচের পরিমাণ কি ইসলাম নির্ধারিত করে দিয়েছে?

উত্তর ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে আকিকাহ্ দেয়া কোনো কোনো আলিমদের মতে ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ ইমাম ও মুজতাহিদদের মতে আকিকাহ্ হলো সুন্নাত। তবে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর মতে আকিকাহ্ ফরজ, ওয়াজিব অথবা সুন্নাত নয়। এটা একটি নফল কাজ, যা আদায় করলে অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়া যাবে। বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিটি সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তান তার আকিকার সাথে বন্দী, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাত দিনের দিন তার উপলক্ষে পশু যবেহ করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথার চুল মুন্ডন করা হবে।' আবু দাউদ শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'পুত্র সন্তানের জন্য দুটো ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবেহ করাই যথেষ্ট।' কারো ইচ্ছা হলে গরুও যবেহ করতে পারে। হযরত হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভূমিষ্ঠ হবার পরে আল্লাহর রাসূল তাঁদের কানে আযান শুনিয়ে ছিলেন এবং মাথা মুন্ডন করিয়ে সেই চুলের সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্য সাদ্‌কা করিয়েছিলেন। তবে কারো যদি এসব করার আর্থিক সামর্থ না থাকে, তাহলে

সে গোনাহ্গার হবে না। আকিকাহ্ অনুষ্ঠানের জন্য খরচের বিষয়টি সামর্থের ওপর নির্ভর করে। তবে প্রদর্শনীমূলক কোনো অনুষ্ঠান বা উপহার পাবার আশায় কিছু করা যাবে না, অপব্যয় করা যাবে না।

আকিকার গোস্ত খাওয়া

প্রশ্ন ঃ আকিকার গোস্ত মাতা-পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য খেতে পারবে কিনা?

উত্তর ঃ সবাই খেতে পারবে, এ ব্যাপারে কোনো বাধা নিষেধ নেই। তবে সমস্ত গোস্ত না খেয়ে কিছু গোস্ত অভাবীদের মধ্যে সাদকা করে দেয়া উত্তম।

লক্ষীছাড়া বলে গালি দেয়া

প্রশ্ন ঃ অনেকে নিজ সন্তান বা অন্যকে 'লক্ষীছাড়া' বলে গালি দেয়, এভাবে কাউকে লক্ষীছাড়া বলা কি শরীয়তে জায়েয হবে?

উত্তর ঃ হিন্দু সম্প্রদায় ধন-দৌলতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে যাকে পূজা করে থাকে, তার নাম তারা দিয়েছে 'লক্ষী' অর্থাৎ লক্ষীদেবী ধন-দৌলত বৃদ্ধি করে, যে কোনো অল্প জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায় ইত্যাদি। এ জন্য যে মানুষটির কাজে কর্মে তারা বরকত খুঁজে পায় না, তাকে তারা 'লক্ষীছাড়া' বলে থাকে। অর্থাৎ মানুষটির প্রতি লক্ষীদেবী সদয় নয় বলে তার কাজে কর্মে কোনো উন্নতি নেই। পক্ষান্তরে কোরআন ঘোষণা করেছে, ধন-দৌলত, অর্থ-বিত্ত বা বরকত দেয়ার মালিক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কাজেকর্মে বা যে কোনো বস্তুতে বরকত দিয়ে থাকেন আল্লাহ তা'য়ালা এবং এ কথাটিই মুসলমানদেরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। এই বিশ্বাসে কোনো ধরনের নড়চড় হলেই শির্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং 'লক্ষীছাড়া' কথাটি শির্কের গন্ধমুক্ত নয় এবং এই কথাটি হিন্দু সংস্কৃতির। ইসলামে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে এবং ইসলামী সংস্কৃতির দ্বারাই মুসলিম জনগোষ্ঠী পরিচালিত হবে।

মানত-দোয়া-দরুদ ও স্বপ্ন

মানত আদায় করতে পারিনি

প্রশ্ন ঃ আপনার মাহফিলে এসে আমি আল্লাহর দরবারে মানত করেছিলাম, আমার পুত্র সন্তান হলে তাকে কোরআনের হাফেজ বানাবো। পুত্র সন্তান হওয়ার পরে তাকে হাফেজী পড়তে দিয়েছিলাম কিন্তু কোনো কারণে তার পড়া হয়নি। বর্তমানে সে মাদ্রাসার দাখিলের ছাত্র। প্রশ্ন হলো, আমার মানতের জন্য কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ গ্রহণযোগ্য কোনো কারণে যদি সন্তানকে হাফেজ বানাতে না পারেন, তাহলে আপনি গোনাহ্গার হবেন না। সন্তান মাদ্রাসায় পড়ছে তাকে আল্লাহর গোলাম ও তাঁর দ্বীনের খাদেম হিসাবে গড়ার চেষ্টা করুন। তাকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে দিয়ে দিন, আপনার সন্তানকে যথার্থ মানুষ ও আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়ার

ব্যাপারে শিবির সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনার সন্তান যেনো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে, তার ভেতরে সেই যোগ্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন।

মানত আদায়ে অক্ষম হলে

প্রশ্ন ঃ বিপদ থেকে উদ্ধারের আশায় আল্লাহর দরবারে একটা কিছু মানত করলাম। কিন্তু সেই মানত পূরণ করার আর্থিক সামর্থ হলো না। এই অবস্থায় আমার কি করণীয়?

উত্তর ঃ যখনই সামর্থ হয়, তখনই তা পূরণ করবেন। আর সারা জীবনেও যদি সামর্থ না হয়, তাহলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবেন। তবে সামর্থ থাকা অবস্থায় যদি কেউ আল্লাহর নামে মানত পূরণ না করে, তাহলে সে গোনাহ্গার হবে।

মানত যদি আদায় না করি

প্রশ্ন ঃ যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে মানত করা হলো, তা সফল হওয়ার পরে যদি মানত আদায় না করি, তাহলে কি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ মানত আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং আল্লাহর নামে যা মানত করা হয়েছে, তা সময় সুযোগ অনুযায়ী আদায় করতে হবে। না করলে গোনাহ্গার হতে হবে।

দোয়া গঞ্জল আরশ

প্রশ্ন ঃ দোয়া গঞ্জল আরশ প্রতিদিন আমল করা কি একান্তই প্রয়োজনীয়?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ প্রতিদিনই শুধু নয়–প্রতি মুহূর্তে অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে এবং প্রতিদিন যদি বিশেষ কোনো দোয়া-দরুদ তিলাওয়াত করতেই হয়, তাহলে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীগণ যেসব দোয়া-দরুদ তিলাওয়াত করেছেন, তা কোরআন ও হাদীসে মওজুদ রয়েছে, এসব দোয়া-দরুদ তিলাওয়াত করতে হবে। 'দোয়ায়ে গঞ্জল আরশ' বলে বিশেষ কোনো দোয়ার কথা হাদীসে নেই। বিশেষ কোনো দোয়া বা অজিফার পেছনে সময় ব্যয় না করে, কোরআন বুঝার জন্য সময় ব্যয় করুন। কোরআনের তাফসীর পাঠ করুন, হাদীস অধ্যয়ন করুন এবং অনুসরণ করুন। ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে।

কোন্ আমলে দোয়া কবুল হবে

প্রশ্ন ঃ কোন্ আমল করলে আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া কবুল করবেন, অনুগ্রহ করে জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদের মাধ্যমে জীবন ব্যবস্থা তথা কোরআন মাজীদ প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালিত করুন এবং আল্লাহর কাছে শেষ রাতে নামাজ আদায় করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে চাইতে থাকুন। আল্লাহ তা'য়ালা তার গোলামের দোয়া কবুল করবেন।

কোন্ দরুদ পাঠ করবো

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন কিতাবে নানা ধরনের দরুদ শরীফ দেখতে পাই। প্রশ্ন হলো, আমরা কোন্ দরুদ পাঠ করবো?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমদেরকে যেসব দরুদ শিখিয়েছেন, তা হাদীসে মওজুদ রয়েছে। তিনি যেসব দরুদ শিক্ষা দিয়েছেন তাই পাঠ করতে হবে। নামাজের মধ্যে আমরা যে দরুদ পড়ি হাদীসে এই দরুদকে শ্রেষ্ঠ দরুদ বলা হয়েছে। কাজেই ঐ দরুদ বেশী বেশী পড়ুন।

স্বপ্নে পাওয়া দরুদ

প্রশ্ন ঃ স্বপ্নে যদি কেউ কোনো দোয়া-দরুদ শিক্ষা দেয়, সেসব দোয়া-দরুদ কি বাস্তবে দৈনন্দিন জীবনে পালন করা যাবে?

উত্তর ঃ পৃথিবী ও আখিরাতে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে যা কিছু প্রয়োজন তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীর মাধ্যমে মানব জাতিকে দিয়ে দিয়েছেন। নতুন কোনো কিছুর আর প্রয়োজন নেই। যেসব দোয়া-দরুদ পাঠ করতে হবে, তা আল্লাহর রাসূল শিখিয়ে গিয়েছেন এবং তা সমস্ত কোরআন ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। কেউ স্বপ্নে যদি কিছু শিক্ষা দেয়, তা রাসূলের শিক্ষার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। যদি মিলে যায় তাহলে তার ওপর আমল করা যেতে পারে, কিন্তু যদি তা রাসূলের শিক্ষার বিপরীত হয়, তাহলে তা কোনোক্রমেই আমল করা যাবে না।

উসিলা দিয়ে দোয়া করা

প্রশ্ন ঃ নবী-রাসূল বা কোনো বুযুর্গের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা যায়?

উত্তর ঃ কোনো নবী-রাসূল বা বুযুর্গ ব্যক্তির উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া কবুল করবেন, আর কারো উসিলা দিয়ে না চাইলে কবুল করবেন না, এই ধারণা এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসীম মেহেরবান ও দয়ালু। বান্দা তার যাবতীয় প্রয়োজনের ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই কাছে চাইবে এবং কাউকে মাধ্যম করে নয়—সরাসরি আপন রব-এর কাছেই নিজের মনের আবেদন পেশ করবে। কারো সম্মান ও মর্যাদার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার পদ্ধতি আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল শিখাননি। সাহাবায়ে কিরামও এভাবে কারো উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন বলে

হাদীসে বা তাঁদের জীবনীতে উল্লেখ করা হয়নি। নবী-রাসূলগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করাই হয়েছিলো বান্দার সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। বান্দাহ্ যখন আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা দেয়, সে সময় আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনোই পর্দা থাকে না। সুতরাং বান্দাহ্ নিজের প্রয়োজনের কথা আল্লাহ তা'য়ালাকে সরাসরি বলবে, এটাই মহান আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দের বিষয়। বান্দাহ্ কিভাবে তাঁর রব-এর কাছে দোয়া করবে, তা আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং কোরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন। এসব দোয়ার মধ্যে কোথাও কোনো উসিলার কথা উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহর রাসূল মহান মালিকের কাছে যত দোয়া করেছেন, তার মধ্যেও কারো উসিলার কথা নেই, সাহাবায়ে কিরামের দোয়ার মধ্যেও নেই। আল্লাহর কাছে এভাবে বলা যে, 'তোমার প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় আমাকে ক্ষমা করো' এমন ভাষায় দোয়া করা যে নিষিদ্ধ, তা আমি বলছি না। আমি শুধু এ কথা উল্লেখ করছি যে, কোরআনে ও হাদীসে দোয়া করার যে ধরণ মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে কারো উসিলার কথা উল্লেখ নেই। আর সবথেকে বড় কথা হলো, আল্লাহ তা'য়ালা যেখানে স্বয়ং তাঁর বান্দার আবেদন-নিবেদন শোনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আছেন, সেই আল্লাহর কাছে কারো উসিলা দিয়ে দোয়া করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

রাসূলের কাছে কিছু চাওয়া

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রাসূলের কাছে কি কিছু চাওয়া বা দোয়া করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও যা কিছুই প্রয়োজন হয়েছে, তিনি তা সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে চেয়েছেন এবং আল্লাহর কাছেই তিনি দোয়া করেছেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল যাঁর কাছে চেয়েছেন ও দোয়া করেছেন, আপনাকেও একমাত্র তাঁর কাছেই চাইতে হবে এবং দোয়া করতে হবে। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করলে বা কিছু চাইলে শির্‌ক করা হবে। আর শির্‌ক হলো সবথেকে বড় এবং ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্। যারা জেনে বুঝে শির্‌ক করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদের জন্য জান্নাত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

কিভাবে দোয়া করবো

প্রশ্ন ঃ কিভাবে দোয়া করলে আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া কবুল করেন?

উত্তর ঃ দোয়া কবুলের বিষয়টি মহান আল্লাহর একান্ত ইচ্ছাধীন। কারো ক্ষমতা নেই কোনো ব্যাপারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে অথবা তা ম ুর করার ব্যাপারে তাঁকে বাধ্য করতে পারে। তবে দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত হলো, ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হতে হবে এবং হালাল রুজির ব্যবস্থা থাকতে

হবে। ব্যক্তিকে সত্য কথা বলতে হবে। শেষ রাতে সিজ্‌দায় গিয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে। ইন্‌শাআল্লাহ দোয়া কবুল হবে। বান্দাহ্ যদি আল্লাহর কাছে না চায়, তাহলে তিনি সেই বান্দার প্রতি ন্যাখোশ হন। তিনি দেয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত সুতরাং তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

কোন সময়ের দোয়া কবুল হয়

প্রশ্ন ঃ দিনরাতের কোন্ সময়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়?

উত্তর ঃ ফরজ নামাজ আদায়ের পরে এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে আল্লাহর দরবারে কাঁদাকাটি করলে। শেষ রাতে দোয়া করা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাহ্দেরকে ডেকে ডেকে বলেন, কে আছো ঋণগ্রস্ত, আমাকে বলো আমি তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবো। কে আছো রোগগ্রস্ত, আমাকে বলো আমি তাকে রোগ থেকে আরোগ্য দান করবো। কে কোন্ সমস্যায় আছো, আমাকে বলো আমি তার সমাধান দিয়ে দেবো। এ জন্য শেষ রাতে উঠার অভ্যাস করতে হবে এবং তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে। এ সময়ের দোয়া আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করে থাকেন।

এত দেয়া-দরুদ কোত্থেকে এলো

প্রশ্ন ঃ আহাদ নামা, দোয়ায়ে গঞ্জল আরশ, দরুদে লাকী, দরুদে তুনাজ্জিনা ইত্যাদি দরুদগুলো কি কোরআন-হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর ঃ দরুদের নামে বর্তমানে নানা কিছু মুসলমানদের মধ্যে চালু রয়েছে এবং এগুলো অনেকেই ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে পাঠ করে থাকে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীও সুযোগ বুঝে মনগড়া দরুদ ও তার ফযিলত বর্ণনা করে অসংখ্য অযীফার কিতাব বাজারে ছেড়েছে, যা পাঠ করে সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। আপনি যেসব দরুদের নাম উল্লেখ করেছেন তা হাদীসে নেই। হাদীসের কিতাবসমূহে দরুদ ও নানা ধরনের দোয়া মওজুদ রয়েছে, যা আল্লাহর রাসূল শিখিয়েছেন এবং সাহাবাগণ আমল করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যেসব দোয়া পাঠ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামদের যেসব দরুদ শিখিয়েছেন, এসব দরুদ ও দোয়া থেকে কতিপয় দরুদ ও দোয়া আমি হাদীস থেকে সংগ্রহ করে 'রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মোনাজাত' নামে একটি বই রচনা করেছি। এ ছাড়াও আল্লাহর রাসূলের শিখানো দরুদ ও দোয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাব বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে, আপনারা সংগ্রহ করে পড়বেন।

দোয়া-দরুদ কখন পড়বো

প্রশ্ন ঃ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, ফরজ নামাজ শেষে বিভিন্ন দোয়া-দরুদ পড়তে

হবে। প্রশ্ন হলো, ফরজ নামাজ শেষ করেই দোয়া-দরুদ পড়তে হবে, না ফরজের পরে আরো যে সুন্নাত ও নফল নামাজ বাকি থাকে তা শেষ করে দোয়া-দরুদ পড়তে হবে?

উত্তর ঃ ফরজ নামাজ আদায় করেই পাঠ করা উচিত, যদি সময় না থাকে তাহলে সুন্নাত ও নফল নামাজ আদায় করে পাঠ করা যেতে পারে। তবে নামাজ আদায় করে দোয়া দরুদ পাঠ করার ওসিলায় চাকরী ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না।

নির্বিঘ্নে ঘুমানোর পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ প্রায়ই স্বপ্নে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা যায় বা জ্বিন কর্তৃক ভীতগ্রস্ত হয়, তাহলে কোন্ সূরা পাঠ করে এবং কোন্ পদ্ধতিতে ঘুমালে নির্বিঘ্নে ঘুমানো যাবে?

উত্তর ঃ অজু করে পবিত্র বিছানায় ডান কাতে শয়ন করতে হবে। শয়ন করার পূর্বে দুই হাতের তালু একত্রি করে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও নাস তিলাওয়াত করে হাতের মধ্যে ফুঁ দিয়ে দুই হাতের তালু দিয়ে মাথা থেকে শরীর যতদূর সম্ভব মাসেহ্ করতে হবে। এভাবে আল্লাহর রাসূল মাসেহ্ আরম্ভ করতেন তাঁর পবিত্র মাথা ও মুখমন্ডল এবং দেহের সামনের দিক থেকে। তিনি এভাবে তিনবার করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তুমি রাতে ঘুমাতে যাও তখন আয়াতুল কুরসী পড়ো। তাহলে তুমি আল্লাহর হেফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটেও আসতে পারবে না।' আল্লাহর রাসূল ঘুমানোর সময় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াতের কথাও বলেছেন। আল্লাহর রাসূল শোয়ার সময় যে দোয়া পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পাঠ করতে হবে এবং ঘুমের মধ্যে যদি কেউ ভয় পায় তাহলে কোন্ দোয়া পড়তে হবে, সেটাও তিনি শিখিয়ে গিয়েছেন। এসব দোয়া-দরুদ আমার লেখা 'রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) মোনাজাত' নামক গ্রন্থে আমি উল্লেখ করেছি। উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করে আপনারা তা মুখস্থ করে নিবেন।

স্বপ্নে নির্দেশ পেয়েছি

প্রশ্ন ঃ স্বপ্নে যদি কেউ কারো কাছ থেকে নির্দেশ লাভ করে, সেই নির্দেশ পালন করা কি জরুরী?

উত্তর ঃ মানব জাতির জন্য স্বপ্নের নির্দেশের কোনো প্রয়োজন নেই, মানব জীবনে পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য যে নীতিমালা, আদেশ-নিষেধ প্রয়োজন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা তাঁর রাসূল বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

লাশ বহনের সময় যিকির করা

প্রশ্ন ঃ মৃতদেহ বহন করার সময় 'মুহাম্মাদ নবী, আল্লাহর নবী' ইত্যাদি শব্দ যিকিরের সুরে বলা হয়। মৃতদেহ বহন করার সময় এসব কথা বলা কি শরীয়তে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ মৃতদেহ বহন করার সময় এ জাতিয় যিক্র করার প্রথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামদের যুগে ছিলো না। সুতরাং রাসূলের যুগে যেসব প্রথা ছিলো না, পরবর্তীতে নতুন যেসব প্রথার প্রচলন করা হয়েছে তা সবই বিদআত। এই বিদআত থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। মৃতদেহ বহন করার সময় অনুচ্চ স্বরে বা মনে মনে মৃত ব্যক্তির মাগ্ফিরাত কামনা করতে হবে।

মাজার-উরশ

মাজারে চুমু খাওয়া

প্রশ্ন ঃ মাজারে গিয়ে হাত দিয়ে মাজার স্পর্শ করে সেই হাতে চুমু খাওয়া কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ না, জায়েয নেই। কবরে হাত দিয়ে যারা হাতে চুমু খায়, তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে হোক আর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হোক, বিষয়টি জায়েয নয়। এভাবে কবরে চুমু দিলে কবরবাসীর কোনো ফায়দাও হয় না। কবরস্থানে গেলে বা কবর সামনে পড়লে যিয়ারত করা যেতে পারে, ঐ কবরে যাকে দাফন করা হয়েছে, তার মাগ্ফিরাতের জন্য দোয়া করতে হবে।

মাজারে যেতে বাধ্য করছে

প্রশ্ন ঃ আপনার বক্তৃতা শোনার পর থেকে আমি মাজারে যাওয়া ত্যাগ করেছি, কিন্তু আমার মাতা-পিতাসহ পরিবারের সকল সদস্য মাজারে যায়। আমি যাই না বলে তারা আমাকে গালাগালি করে। অনেক দিন শারীরিকভাবে প্রহৃতও হয়েছি তবুও মাজারে যাইনি। প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি কি পুনরায় তাদের সাথে মাজারে যাবো?

উত্তর ঃ না, আপনি মাজারে যাবেন না। মাজারকে কেন্দ্র করে যা করা হয়, তার অধিকাংশ শির্ক-এর পর্যায়ে পড়ে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমাকে যদি টুকরো টুকরো করে হত্যাও করা হয় বা আগুনেও জ্বালানো হয়, তবুও শির্ক করবে না।' পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'শির্ক হলো সবথেকে বড় গোনাহ্ বা জুলুম এবং শির্ককারীর জন্য জান্নাত হারাম।' আপনি আপনার মাতা-পিতা ও পরিবারের সদস্যদেরকে কোরআন-হাদীস পড়তে দিন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করা যাবে না, সাহায্য চাওয়া যাবে না, এসব বিষয়ে কোরআনে যেসব

আয়াত রয়েছে এবং হাদীস শরীফের রাসূলের নির্দেশ রয়েছে, এগুলো তাদেরকে পড়তে দিন। আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তাহলে মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহঃ)-এর লিখা 'সুন্নাত ও বিদআত' নামক গ্রন্থটি তাদেরকে পড়তে দিন। আমি শির্ক ও বিদআত সম্পর্কে কোরআন ও হাদীস থেকে যত কথা বলেছি, তা ক্যাসেটে সংরক্ষিত রয়েছে, তা সংগ্রহ করে তাদেরকে শোনান এবং আমার লেখা তাফসীরে সাঈদী, সূরা ফাতিহার ও সূরা আসরের তাফসীর তাদেরকে পড়তে দিন। এরপরও যদি তারা মাজারে যায় তাহলে যেতে দিন, কিন্তু আপনি নিজে আর যাবেন না।

মাজারে গিলাফ কেনো

প্রশ্ন ঃ মাজারে গিলাফ দেয়া প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলে থাকে যে, কোরআন শরীফ ও কা'বা শরীফে যেমন গিলাফ দেয়া হয়, অনুরূপভাবে পীর-আওলিয়াদের মাজারেও গিলাফ দেয়া হয়, এটা দোষের কিছু নয়। এ সম্পর্কে শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ কোরআনুল কারীম ও কা'বা শরীফের সাথে যদি পৃথিবীর কোনো মানুষের এবং কোনো বস্তুর তুলনা করা হয়, তাহলে এর থেকে বড় বেয়াদবি আর কিছুই হতে পারে না। জ্ঞানের দৈন্যতা কোন্ পর্যায়ে পৌছালে পবিত্র কোরআন ও কা'বা ঘরের সাথে কেউ কোনো কিছুর তুলনা করতে পারে? আল্লাহ তা'য়ালা এসব জাহিলদের হিদায়াত দান করুন। মৃত মানুষ পৃথিবীর কোনো বস্তু বা জিনিসের মুখাপেক্ষী নয়–তারা কেবলমাত্র দুয়ার মুখাপেক্ষী। কবরে আগরবাতি, মোমবাতি, ফুল, কাপড় ইত্যাদী দিয়ে সজ্জিত করা শরীয়তে অনুমোদিত নয়। কবরকে কেন্দ্র করে যারা ব্যবসার ফাঁদ পেতেছে, এসব ধান্ধাবাজ লোকগুলোই এভাবে কোরআনের গিলাফ ও কা'বা শরীফের গিলাফের সাথে মাজারের কাপড়ের তুলনা করে। এরা ধোকাবাজ এবং ঈমান ধ্বংস করার কাজে শয়তানের অনুচর হিসাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এসব লোক থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

মাজারের কাপড়ে বিরাট শক্তি

প্রশ্ন ঃ সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ডে একটি বাসের সাথে কালো কাপড়ের টুকরা বাঁধা দেখে জানতে চাইলাম এটা কিসের কাপড়। ড্রাইভার জবাব দিলো এটা বড় পীর সাহেবের মাজারের গিলাফ। গাড়িতে বাঁধা থাকলে গাড়ি এক্সিডেন্ট করবে না। আসলে মাজারের গিলাফের কাপড়ে কি কোনো শক্তি আছে?

উত্তর ঃ না, কোনো শক্তি নেই–এমনকি কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, মাজারে যিনি শুয়ে আছেন, তার এবং মাজারের কোনো বস্তুর কোনো শক্তি আছে, তাহলে শির্ক করা হবে আর শির্ক সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'শির্ক হলো সবথেকে বড়

জুলুম, শির্ককারীর জন্য জান্নাত হারাম।' গিলাফের কাপড় যদি কোনো দুর্ঘটনা বা বিপদ-মুসিবত থেকে হেফাজত করতে পারতো, তাহলে বাইতুল্লাহ্ শরীফের গিলাফের টুকরা বহু অর্থ ব্যয় করে মানুষ নিজেদের কাছে রাখতো। যে কোনো বিপদ-মুসিবত বা দুর্ঘটনা থেকে হেফাজত করার মালিক হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। কোনো সওয়ারীতে তথা যান-বাহনে আরোহণ করে কোথাও যেতে হলে আল্লাহর রাসূল যে দোয়া পড়তেন, মুসলমান হিসাবে সেই দোয়াই প্রত্যেক মুসলমানের পড়া উচিত। প্রত্যেক গাড়ির মালিক ও ড্রাইভারদের উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়াটি পড়তেন, তা অর্থসহ লিখে গাড়িতে এমন জায়গায় রাখা, যেনো সকল যাত্রী সাধারণ দেখতে ও পড়তে পারে।

আজমীর গেলে হজ্জের সওয়াব

প্রশ্ন ঃ খাজা বাবার ভক্তরা বলে থাকে যে, তিনবার আজমীর শরীফ জিয়ারত করলে নাকি একটি কবুল হজ্জের সওয়াব পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ একমাত্র জাহেল ব্যক্তিরাই এই ধরনের বেয়াদবিমূলক কথা বলে থাকে। শুধুমাত্র মাজার জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে নিজের দেশ থেকে বিদেশে বা নিজের দেশের অন্য কোনো স্থানে ভ্রমণে যাওয়া জায়েয নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীতে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে শুধুমাত্র জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। তার একটি হলো মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্সা। আপনি দেশে হোক বিদেশে হোক, কোনো কাজে গেলেন, সামনে কোনো মাজার পড়লো তখন আপনি তার পাশে দাঁড়িয়ে শরীয়তের বিধি অনুসারে দোয়া-দরুদ পড়ে কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোয়া করুন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া বা বলা সম্পূর্ণ হারাম এবং মৃত ব্যক্তির মাজার বা কবর জিয়ারতের নিয়তে কোথাও সফর করা জায়েয নেই।

বরকতের আশায় মাজারের ছবি

প্রশ্ন ঃ বরকতের আশায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে খাজা বাবার ও বড় পীর সাহেবের মাজারের ছবি টাঙিয়ে রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে কি জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ না, জায়েয নেই-সম্পূর্ণ হারাম। এই ধরনের কাজ জেনে বুঝে যারা করছে, তারা শির্ক নামক ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ করছে। এসব কাজ থেকে তওবা করা উচিত। ব্যবসায়ে বরকত দেয়ার মালিক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সুতরাং বরকতের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই দোয়া করতে হবে।

উরশ মোবারক করা যাবে কি

প্রশ্ন ঃ মাযারকে কেন্দ্র করে বা পীর-ওলীদের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে উরশ হয়, এটা ইসলামে কি জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ অভিধানে 'উরশ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'বাসর রাতের মিলন, মিলন মেলা, প্রদর্শনীর মেলা, ওলীমার আয়োজনের অনুষ্ঠান বা কোনো খুশীর অনুষ্ঠান' ইত্যাদি। পীরের নামে বা মাজারকে কেন্দ্র করে যে ওরশের আয়োজন করা হয়, সেখানে নানা ধরনের হারাম কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এসব হারাম অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা যারা তারা তো আর নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ওরশ করে না। আপনারা পকেটের টাকা দেন বলেই তো তারা করে। আল্লাহর রাসূল, তাঁর সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, আইয়ামে মুজতাহিদীন, চার মাযহাবের চার ইমাম কারো নামে কখনো উরশ হয় না। উরশের নামে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে, নানা ধরনের শিরকমূলক গান-বাজনার আয়োজন করা, মদ-গাঁজার সয়লাব বইয়ে দেয়া হয়। সর্বোপরি মৃত ব্যক্তির সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব লোকদের ধারণা, কবরে যারা শুয়ে আছেন, তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই কিয়ামতের ময়দানে তারা তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং ওরশের অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করতে পারলে সওয়াব অর্জন করা যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে একশ্রেণীর লোকজন অবারিত হাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব কাজ সম্পূর্ণ হারাম এবং সওয়াব অর্জনের পরিবর্তে তারা গোনাহ্ই অর্জন করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার কবরকে ঈদের ন্যায় উৎসবের কেন্দ্র বানিয়ে নিও না।' কবর বা মাজারকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করা জায়েজ নেই। যারা এসব করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদাত সম্পূর্ণ পরিহার করে কবরস্থ মৃত ব্যক্তির ইবাদাতে মেতে উঠে। আল্লাহর রাসূল এসব কাজের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। এসব কাজের আয়োজন যারা করে, তারা মানুষকে এক আল্লাহর গোলামী করা থেকে দূরে সরিয়ে কবর পূজারী বানাচ্ছে। মানুষকে শিরকের দিকে নিক্ষেপ করছে। আর শিরককারীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত হারাম করেছেন। এই শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত এবং এসব ঘৃণ্য শিরকমূলক কাজের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খাজা বাবার ডেগে টাকা

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে রজব মাসে 'খাজা বাবা'র নামে ডেগ্

বসিয়ে লাল কাপড় টানানো হয় এবং লোকজন এসব ডেগে টাকা দেয়। এসব ডেগে কি টাকা দেয়া জায়েজ?

উত্তর ঃ খাজা বাবার নামে শুধু ডেগ্ই নয়, রাস্তা-পথে গাড়ি থামিয়ে, বাড়িতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে টাকা আদায় করা হয় ওরশের নামে। ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত লোকজন এদেরকে টাকাও দেয়। কিন্তু চিন্তা করে দেখে না, যারা টাকা আদায় করেছে, তাদের জীবনে নামায-রোযা নেই, কোরআন-হাদীসের কোনো বিধান অনুসরণ করে না। যে অর্থ তারা কালেক্শন করে তা দিয়ে মদ-গাঁজা খায় এবং নিজেদের পকেট ভরে। একটি কথা স্পষ্ট মনে রাখবেন, মৃত মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয় না। অজ্ঞ লোকদের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর লোকজন এভাবে অর্থ আদায় করে তথাকথিত মারিফতি গানের আয়োজন করে, গাঁজা-মদ খেয়ে নারী-পুরুষ একসাথে নাচানাচি করে। এসব কাজ হারাম এবং দেশের প্রশাসনের উচিত কঠোর হস্তে এদেরকে দমন করা।

মাজারে গিয়ে দোয়া চাওয়া

প্রশ্ন ঃ মাজারে গিয়ে দোয়া চাওয়া কি জায়েজ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো, যিনি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন–

اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى–

মৃত ব্যক্তিদেরকে তোমরা কোনো কথা শোনাতে পারো না।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّايَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ–

সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ। (আহ্কাফ-৫)

আল্লাহ তা'য়ালা যেখানে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, মৃত মানুষ কোনো আবেদন-নিবেদনে সাড়া দিতে সক্ষম নয় এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে যা কিছু বলা হয় তা তারা শুনতে পায় না।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমাদের দেশে এবং বিদেশে যেসব মাযার রয়েছে এবং এসব মাযারে যারা শুয়ে আছেন, তাদের কারো মাতৃভাষা বাংলা ছিলো না। ভারতের আজমীরে শুয়ে আছেন মাঈনুদ্দিন চিশ্তী (রাহঃ), বাগদাদে শুয়ে আছেন আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ), বাংলাদেশের সিলেটে শাহ্জালাল (রাহঃ), খুলনায় খান

জাহান আলী (রাহঃ), রাজশাহীতে শাহ্ মাখদুম (রাহঃ)। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন অনেক সম্মানীত ব্যক্তি শুয়ে আছেন। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম তারা শুনতে পান। কিন্তু তাঁদের কারো মাতৃ ভাষাই তো বাংলা ছিলো না এবং তারা কখনো বাংলা শিখার সুযোগ পাননি। বাংলা ভাষি যারা তাদের মাজারে গিয়ে বাংলায় আবেদন-নিবেদন করছে, তারা তো কিছুই বুঝতে পারেন না। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা মাজারে যাচ্ছেন, তারা এই সামান্য কথাও কি বুঝতে পারেন না?

তৃতীয় কথা হলো, তর্কের খাতিরে এ কথাও মেনে নিলাম যে তারা বাংলা ভাষা বুঝেন। কিন্তু তার কবরের কাছে গিয়ে যখন তার কাছে আবেদন করা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যে তিনি সেই কবরেই আছেন এ নিশ্চয়তা তো নেই। আর যদি তাঁরা কবরে থেকেই থাকেন, তাহলে জাগ্রত আছেন অথবা গভীর নিদ্রায় আছেন এ কথাও তো জানার কোনো উপায় নেই। প্রকৃত বিষয় হলো, মহান আল্লাহর প্রতি যখনই ঈমান আনার অর্থই হলো, আল্লাহর গুণাবলীর ওপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ হলেন সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। তিনি প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনি শুধু স্রষ্টাই নন, সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্টির প্রতিপালক হিসেবে অন্য কোন শক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তিনি তার যাবতীয় সৃষ্টির লালন ও পালন কর্তা। তিনিই সর্বশক্তিমান। সমস্ত কিছুর ওপরে তিনিই একমাত্র শক্তিশালী। তাঁর শক্তি সমস্ত কিছুর ওপরে পরিব্যাপ্ত। তাঁর শক্তির মোকাবেলায় তাঁরই সৃষ্টি অন্যান্য শক্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে অসহায়। তাঁর শক্তির সামনে দৃশ্যমান যাবতীয় শক্তি একেবারেই ভঙ্গুর। তিনি মুহূর্তেই সমস্ত কিছু ধ্বংস স্তূপে পরিণত করতে সক্ষম এবং প্রজ্জ্বলিত অনল কুন্ড পুষ্পকাননে পরিণত করতেও সক্ষম। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি কাঠি একমাত্র আল্লাহর কাছে।

আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি কারো ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তিনিই মানুষকে ধন-দৌলত দান করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে অসহায় দরিদ্রে পরিণত করতে পারেন। তিনিই মানুষকে বিপদগ্রস্থ করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। এ সমস্ত গুণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ভেতরে উপস্থিত নেই।

আল্লাহ যদি কাউকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তাহলে তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি কারো প্রতি কোন কল্যাণ করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়। মানুষসহ যে কোন প্রাণীর আহার দাতা একমাত্র তিনিই। তাঁর

সিদ্ধান্তে কেউ পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়, তাঁর কার্যাবলীতে কেউ হস্তক্ষেপ করতেও সক্ষম নয়। যা ইচ্ছা তিনি তাই করতে সক্ষম। সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, 'সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলেন আল্লাহ।' তিনি ইচ্ছে করলে দিনকে রাতে পরিণত করতে পারেন, আবার রাতকে দিনে পরিণত করতে পারেন। বিশাল ঐ আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগরকে নিমিষে স্থলভাগে পরিণত করতে পারেন। আবার এই গোটা পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগকে জলভাগে পরিণত করতে পারেন। তিনি জীবিতকে মৃতে পরিণত করতে সক্ষম, মৃতকে জীবিত করতে পারেন। যে লোক কপর্দকহীন অবস্থায় ছিন্ন বস্ত্রে ভিক্ষার থালা হাতে নিয়ে রাস্তার ধারে বসে একটি পয়সার জন্য আর্তচিৎকার করছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে রাজ সিংহাসনে আসীন করে দিতে পারেন।

যিনি রাজ তখ্‌তে বসে ক্ষমতার দম্ভে অহংকারে মদমত্ত হয়ে দোর্দন্ড প্রতাপে শাসন কার্য পরিচালনা করছেন, ক্ষণিকের মধ্যে এই দোর্দন্ড প্রতাপশালী লোকটিকে লাঞ্ছিতাবস্থায় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করে ফাসীর মঞ্চে উঠিয়ে দিতে পারেন। মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত কিছুই ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে দিতে পারেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভয় করার একমাত্র যোগ্য সত্তা তিনি, শুধুমাত্র তিনিই মানুষের পাপমোচন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন, দাসত্ব লাভের উপযোগী একমাত্র সত্তা, তিনি তাঁর দাসদের সর্বদ্রষ্টা, তিনিই উত্তম সিদ্ধান্তদানকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, সমস্ত কৌশল ও জ্ঞান তাঁর হাতে নিবদ্ধ, তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি তাঁর দাসদের অপরাধ ক্ষমাকারী, তিনি অত্যন্ত মেহেরবান-দয়ালু, তিনিই আইন দাতা, বিধানদাতা। তিনি মহাশক্তিশালী-মহাপরাক্রান্ত, তিনিই যাবতীয় ঘটনার স্পষ্ট ব্যক্তকারী, তিনি অসীম ধৈর্যশীল, তিনিই অমর-অক্ষয়, চিরঞ্জীব, তাঁর সত্তা চিরস্থায়ী, তিনি সমস্ত কিছুই পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না, মানুষের মনের গহীনে যে কল্পনার সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কেও তিনি জানেন, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সমস্ত বিষয়ে তিনি জ্ঞাত, তিনি অভাবমুক্ত, তিনিই মহিমান্বিত, তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত, তিনিই তাঁর সৃষ্টির প্রার্থনা শ্রবণকারী ও কবুলকারী, তিনি মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু, তিনিই আবেদন গ্রহণকারী। সুতরাং মাজারে শায়িত কোনো মৃত মানুষকে বা জীবিত কোনো পীর সাহেবকে কোনো কিছু দেয়ার মালিক মনে করা স্পষ্ট হারাম। দেয়ার মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যা প্রয়োজন তা ঐ আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে।

মাজারে মানত করেছিলাম

প্রশ্ন ঃ একটি কাজ সফল হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি সিলেট শাহজালাল (রাহঃ)-এর মাজারে মানত করে ছিলাম, আমার সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আপনি বলেছেন, মাজারে মানত করা হারাম। প্রশ্ন হলো, আমি যে মানত করেছিলাম তা যদি আদায় না করি তাহলে কি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ মাজারে মানত করার ফলে আপনি সফলতা অর্জন করেননি, কোনো পীর বা মাজার কাউকে সাফলতা দান করতে পারে না, এ কথাটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। এই বিশ্বাসের মধ্যে যদি কোনো ধরনের দুর্বলতা থাকে, তাহলে আল্লাহর দরবারে শির্ক করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। সাফল্য দানের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এবং তিনিই আপনাকে সফলতা দান করেছেন। পীরের দরবার বা মাজারে মানত করা হারাম, মানত যদি করতেই হয় তাহলে তা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। মাজারে মানত করে তা আদায় না করার জন্য আপনি গোনাহ্গার হবেন না, বরং মাজারে মানত আদায় করলেই আপনি গোনাহ্গার হতেন। আপনি মাজারে মানত করে হারাম কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা দয়া করে তা থেকে আপনাকে হেফাজত করেছেন। এ জন্য আপনি আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করুন।

জালালী কবুতর খাবো কিনা

প্রশ্ন ঃ সিলেটে হযরত শাহ্ জালাল (রাহঃ)-এর মাজারে যে কবুতর রয়েছে, তা জালালী কবুতর নামে পরিচিত এবং এই কবুতর এদেশে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। প্রশ্ন হলো, উক্ত কবুতরের গোস্ত খাওয়া কি জায়েজ হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই জায়েজ হবে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যা হালাল করেছেন তা হারাম মনে করা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করার শামিল। অনেকে বলে থাকেন যে, হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামানী (রাহঃ) যখন সিলেট এলাকায় আগমন করেন, তখন তিনি দুটো কবুতর সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই কবুতর দুটো থেকেই এদেশে উক্ত কবুতরের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। হযরত শাহ্ জালাল (রাহঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কারণে কেউ কেউ উক্ত কবুতর খাওয়া হারাম মনে করে। এটা ঠিক নয়, কোনো মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক ঘোষিত হালাল যেমন হারাম মনে করা যাবে না এবং হারামও হালাল মনে করা যাবে না। কেউ যদি তা করে, তাহলে সে শক্ত গোনাহ্গার হবে।

পীর-যিকির

দেওয়ানবাগীর মুহাম্মদী ইসলাম

প্রশ্ন ঃ দেওয়ানবাগের পীর ইসলামকে 'মুহাম্মদী ইসলাম' নামে অভিহিত করে থাকে এবং তার পত্রিকায় এ কথা লেখা হয়েছে যে, তার একজন মুরীদ মুরাকাবা অবস্থায় দেখতে পেয়েছে যে, চট্টগ্রামে আশেকে রাসূল সম্মেলনে স্বয়ং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও বাবা দেওয়ানবাগী তিনজন একত্র হয়ে তিনটি ঘোড়ায় আরোহণ করে মুহাম্মদী ইসলামের নামে শ্লোগান দিতে দিতে আসলেন এবং হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আলাইহিস্ সালাম বিশেষ রহমত নাজিল করলেন। লোকটি নাকি মুহাম্মদী ইসলামের পুনরুজ্জীবন দানকারী? বিষয়টি যদি আপনার দৃষ্টিতে পড়ে থাকে, তাহলে এ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তর ঃ মুসলমানদের ঈমান হরণকারী এই লোকটি সম্পর্কে ইতোমধ্যেই দেশের প্রথিতযশা আলিম-ওলামা একমত হয়েছেন যে, লোকটি মুরতাদ। জাতীয় মসজিদ ঢাকা বাইতুল মুকাররম মসজিদের সম্মানিত খতীব সাহেবও এই ভন্ড লোকটির সম্পর্কে জুম্মার খুতবায় মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাকে মুরতাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই লোকটি আর ইসলামের সীমার মধ্যে নেই, সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং পতাকা ধারণ করে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে শ্লোগান দিতে দিতে আসবেন, এ ধরনের কথা বলা ও বিশ্বাস করা স্পষ্ট শির্ক ও ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ এবং হারাম। ইসলামকে মানুষের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। সুতরাং মুহাম্মদী ইসলাম বলতে কোনো ইসলামের অস্তিত্ব নেই, ইসলাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। ইসলামের মৃত্যু ঘটেনি যে, দেওয়ানবাগীর মতো কোনো মুরতাদ ইসলামকে পুনরুজ্জীবন দান করবে। সুপরিকল্পিতভাবে এসব কথা বলে মুসলমানদের ঈমান হরণ করা হচ্ছে। এই লোকটিকে ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত করেছে। এই লোকটি আরো বলে থাকে যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তার আশেকে রাসূল সম্মেলনে এসে মুনাজাত করে থাকে। কতটা ফিত্না সৃষ্টিকারী এবং মূর্খ হলে একজন মানুষ এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে! সমস্ত সৃষ্টি মহান আল্লাহর দিকে চেয়ে আছে, সমস্ত কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং একমাত্র তাঁরই কাছে মুনাজাত করে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা মুনাজাত করবেন কার কাছে? তাঁর থেকে বড় আর কে আছে? নিঃসন্দেহে দেওয়ানবাগী একজন প্রতারক, ভন্ড এবং ইসলামের শত্রু কর্তৃক নিয়োজিত মুসলমানদের ঈমান হরণকারী ব্যক্তি। সে মুসলমান নয়, স্পষ্ট মুরতাদ এবং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে গ্রেফতার করে ইসলামী আইন অনুসারে দন্ড দেয়া হতো।

বাবে রহমত নয়—বাবে গযব

প্রশ্ন ঃ দেওয়ানবাগী পীর তার ঢাকার বাসস্থানকে 'বাবে রহমত' হিসাবে উল্লেখ করে থাকে। বাবে রহমত বলতে কি বুঝায় অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ 'বাব' হলো আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হলো দরজা। বাবে রহমত মানে হলো রহমতের দরজা। দেওয়ানবাগী যেটাকে বাবে রহমত বলে থাকে, সেখানে মুসলমানদের ঈমানকে জবেহ করে সহজ-সরল মুসলমানদেরকে জাহান্নামের পথের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এ জন্য বাইতুল মুকাররমের সম্মানিত খতীব সাহেব দেওয়ানবাগীর আস্তানাকে 'বাবে জাহান্নাম' অর্থাৎ জাহান্নামের দরজা নামে আখ্যায়িত করেছেন।

'জামাআত-শিবির জাহান্নামে যাবে'—দেওয়ানবাগী

প্রশ্ন ঃ দেওয়ানবাগী পীর বলে থাকে যে, যারা জামাআতে ইসলামী করে তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, কারণ জামাআত-শিবির ইয়াযিদকে অনুসরণ করে আর ইয়াযিদ আল্লাহর রাসূলের নাতী ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করেছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ জামাআত-শিবির সমাজ ও দেশের বুকে কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে। কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দেওয়ানবাগী ও তার অনুরূপ ভন্ড মুরতাদের দল সাধারণ মানুষকে শোষণ করে বিলাস বহুল জীবন-যাপন করতে পারবে না। এ জন্যই তারা জামাআত-শিবিরের বিরোধিতা করে থাকে। আর দেওয়ানবাগীর মতো মুরতাদ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত জামাআত-শিবির সম্পর্কে কি প্রলাপ বকলো, এতে জামাআত-শিবিরের কিছু আসে যায় না। জামাআত-শিবির কোনো ব্যক্তি বিশেষকে অনুসরণ করে না, আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহ্কে অনুসরণ করে।

নারী-পুরুষের মুরীদ হওয়া

প্রশ্ন ঃ পীরের মুরীদ হওয়ার আদেশ কি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ পীরের মুরীদ হতেই হবে—এমন কোনো কথা ইসলামে নেই। নামের পূর্বে পীর উপাধি জুড়ে দেয়া হয়েছে, এমন লোকজনের অভাব এদেশে নেই। এ জন্য আপনাকে দেখতে হবে, কোন্ পীর আপনাকে নিজের গোলামে পরিণত না করে মহান আল্লাহর গোলাম বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যে পীর সাহেব তাঁর মুরীদদেরকে কোরআন-হাদীস অনুসারে জীবন পরিচালনা করার নির্দেশ দেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন,

জাগতিক সম্পদের প্রতি যাঁর কোনো লোভ-লালসা নেই, মানুষকে শির্‌ক-বিদআত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে চেষ্টা করছেন, পর নারীর সাথে পর্দা করছেন, হারাম-হালাল পার্থক্য করে চলছেন, মুসলমানদের মধ্যে কোনো ফের্‌কা ও ফিত্‌না সৃষ্টি করছেন না এবং ইসলামী বিরোধী শক্তিকে কোনো প্রকারে সহযোগিতা করছেন না, এই ধরনের পীর সাহেবের কাছে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্য যাওয়া দোষের কিছু নয়। কিন্তু পীরের মুরীদ হতেই হবে এবং পীরের হাতে বাইয়াত না হলে জান্নাত লাভ করা যাবে না, এমন কথা কোরআন-হাদীসের কোথাও নেই। 'পীর' কোরআন-হাদীসের কোনো পরিভাষা নয়—গোটা কোরআনে ও আল্লাহর রাসূলের অগণিত হাদীসে কোথাও 'পীর' নামক শব্দ নেই এবং এটা শরীয়তেরও কোনো পরিভাষা নয়। 'পীর' নামক এই শব্দটি এসেছে পার্সী ভাষা থেকে এবং এর অর্থ হলো বয়োবৃদ্ধ। পীর ধরা ফরজ—এ কথা যে বলে, সে হয় মূর্খ না হয় ইসলাম সম্পর্কে তার ন্যূনতম ধারণা নেই। যে এমন কথা বলেছে, সে-ও তারই অনুরূপ কোনো এক মূর্খের কাছেই এ কথা শুনেছে। আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানার জন্য মুহাক্কিক আলিমদের কাছে যাবেন, যাঁরা নিজেরা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেন এবং অন্যদেরকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান, তাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্য যাবেন।

পীরের সেবায় নারী সেবিকা

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকার জনৈক পীর সাহেব মুরীদদের বাড়িতে এলে বাড়ির মেয়েরা তার শরীরে তেল মাখিয়ে গোছল করিয়ে দেয় এবং পীর সাহেব বলে থাকেন যে, যত দিন আমি এ বাড়িতে আছি ততদিন বাড়ির সকলের নামাজ আদায় করার প্রয়োজন নেই। পীর সাহেব কি সঠিক কথা বলেন?

উত্তর ঃ এই লোকটি পীর নয়—শয়তান। মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার কাজে লোকটি নিয়োজিত। এই লোকটির কথা অনুসারে যারা নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে তার খেদমতের কাজে নিয়োজিত করবে এবং নামাজ আদায় করবে না, তারা সকলেই লোকটির সাথে জাহান্নামে যাবে। পীর নামধারী এই ধরনের শয়তান লোক যেখানেই আত্মপ্রকাশ করবে, নিজের দ্বীন-ঈমান রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের উচিত তাদেরকে প্রতিরোধ করা।

পীরকে সিজ্‌দা করা

প্রশ্ন ঃ পীরকে সিজদা করা বা তার জুতা-স্যান্ডেলে মাথা স্পর্শ করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ এই ধরনের কাজ যারা করে এবং পীর সাহেব যদি তার মুরীদদেরকে এই ধরনের কাজ করার অনুমতি দেয় বা মুরীদরা যখন এসব করে আর তিনি যদি কঠোরভাবে মুরীদদেরকে এসব হারাম কাজ থেকে বিরত না করেন, তাহলে পীর ও

মুরীদ–উভয়েই শির্ক নামক গোনাহে জড়িয়ে পড়লো। পীরকে সিজ্‌দা করা বা পীরের জুতা-স্যান্ডেলে মাথা স্পর্শ করা দূরে থাক, ফুরফুরা শরীফের সম্মানীত পীর সাহেব কদম বুছি করাকেই হারাম মনে করেন।

নারীর নামাজ ও পীরের ফতোয়া

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো পীর সাহেব বলে থাকেন যে, মহিলারা যদি ঈদের মাঠে অথবা মসজিদে নামাজ আদায় করতে যায়, তাহলে তারা গোনাহ্‌গার হবে। এসব কথার পেছনে কি ইসলামের সমর্থন রয়েছে?

উত্তর ঃ ঈদের মাঠে গিয়ে ঈদের নামাজ ও জুমুআর নামাজ বা ওয়াক্তের নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করা নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তাদের জন্য নিজের ঘরে নামাজ আদায় করাই উত্তম বলে ইসলামী শরীয়াতে বিবেচিত হয়েছে। তবে কোনো ধরনের ফিত্‌না সৃষ্টির আশঙ্কা যদি না থাকে, তাদের জন্য যদি পৃথক ব্যবস্থা থাকে তাহলে পর্দার সাথে তারা মসজিদে বা ঈদের দিনে ঈদের মাঠে গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারে। যে পীর সাহেব বলেছেন, নারীরা মসজিদে বা ঈদের মাঠে গিয়ে নামাজ আদায় করলে গোনাহ্‌গার হবেন, তিনি হয়ত না জানার কারণে এমন কথা বলেছেন।

বিশ্বনবী নেতা নয়–পীরের ফতোয়া

প্রশ্ন ঃ এই এলাকার জনৈক পীর বলে থাকে যে, যারা বিশ্বনবীকে 'নেতা' এবং মুসলমানদেরকে 'তওহীদী জনতা' বলে তারা পথভ্রষ্ট। পীরের কথায় অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে সঠিক বক্তব্য আশা করছি।

উত্তর ঃ যে পীর সাহেব এমন কথা বলেছেন, তিনি যে দরুদ পাঠ করেন সেই দরুদের মধ্যেই তো আল্লার রাসূলকে 'নেতা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহুম্মা সাল্লিআ'লা সাইয়্যিদিনা–সাইয়্যিদিনা শব্দের অর্থই তো নেতা। তাছাড়া পৃথিবীর মানুষ সাধারণত কারো কারো অনুসরণ করেই থাকে। যার অনুসরণ করা হয় তাকেই তো নেতা বলা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বার বার আদেশ করেছেন, 'আমার রাসূলকে অনুসরণ করো, আমার রাসূল যা গ্রহণ করতে বলেন তাই গ্রহণ করো, আর যা কিছু বর্জন করতে বলেন–তা বর্জন করো।' অর্থাৎ রাসূলকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করো। সুতরাং নবী-রাসূলগণ হলেন মানব জাতির এমন নেতা, প্রশ্নাতীতভাবে যাঁদের আনুগত্য করা আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করে দিয়েছেন। এখন নবী-রাসূলগণ নেতা না হয়ে কি অনুসারী হবেন? এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, পৃথিবীতে নবী-রাসূল কোনো মানুষের বা মানুষের বানানো আইন-কানুনের আনুগত্য করার জন্য বা কারো অনুসারী হবার জন্য প্রেরিত হন না। মানুষ একমাত্র

তাঁরই আনুগত্য করবে এবং তাঁরই অনুসারী হবে, এই জন্যই তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়। সুতরাং যারা নবী-রাসূলকে 'নেতা' বলার জন্য আপত্তি উত্থাপন করে, তারা অজ্ঞতার কারণেই আপত্তি করে থাকে।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী যারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে অংশীদার মুক্ত, এক, একক ও অদ্বিতীয় বলে তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে তথা খালেস তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসী ও অনুসারী তারাই পৃথিবীতে 'তাওহীদী জনতা' নামে পরিচিত। তাহলে যারা মহান আল্লাহকে এক, একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি অদ্বিতীয় বলে তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাদেরকে কি 'তাওহীদী জনতা' না বলে 'মুশরিকী জনতা' বলে অভিহিত করতে হবে? সুতরাং নিজেকে পীর হিসাবে দাবি করে মানুষকে মুরীদ করলেই চলবে না, অধ্যয়ন করতে হবে। জ্ঞানার্জন করতে হবে। শয়তানের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য কোরআন-হাদীসের জ্ঞানের অস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করতে হবে।

পীর ধরা ফরজ কি

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো পীর সাহেব বলে থাকেন যে, পীর ধরা বা পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া ফরজ, পীরের হাতে বাইয়াত না হলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না এবং আল্লাহর রাসূলও শাফায়াত করবেন না। পীর সাহেবের এসব কথা কি কোরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত?

উত্তর ঃ যারা এ ধরনের কথা বলে থাকে, তারা নিতান্তই মনগড়া কথা বলে। কোরআন-হাদীসে এ জাতীয় কোনো বিষয়ের ইশারা-ইঙ্গিতও করা হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈ-তাবেতাবেঈন ও আইয়ামে মুজতাহিদীন কারো যুগেই পীর-মুরিদী প্রথার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে ক্রমশঃ সাধারণ মুসলমানগণ যখন ইসলাম থেকে দূরে চলে যেতে থাকে এবং মুসলমানরা ইসলামের বিপরীত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা অনুসরণ করতে থাকে, তখন কিছু সংখ্যক আলিম-ওলামা পীর-মুরিদীর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটানোর কাজে আত্ম নিয়োগ করেন এবং মুসলমানদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করার লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। এক শ্রেণীর অসাধু লোক এই পীর মুরিদীকে পরবর্তীতে নিজেদের রুটি-রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়ে নানা ধরনের শির্ক ও বিদআত মুসলমানদের মধ্যে চালু করে দিয়েছে। এরাই মুরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বলে থাকে যে, পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া ফরজ, পীরের হাতে বাইয়াত না হলে জান্নাত পাওয়া যাবে না এবং আল্লাহর রাসূলও শাফাআত করবেন না। মনে রাখতে হবে, জান্নাত লাভের ও

আল্লাহর রাসূলের শাফাআত লাভের শর্ত পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া নয়, কোরআন-হাদীসের বিধান সর্বাত্মকভাবে অনুসরণ করা। সুতরাং সকলকেই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে–এটাই ঈমানের দাবি।

মওদূদী সাহাবাদের সমালোচনা করেছে

প্রশ্ন: জনৈক পীর সাহেব বলে যে, মাওলানা মওদূদী আল্লাহর নবী ও সাহাবাদের সমালোচনা করে বই লিখেছেন। পীর সাহেবের এসব অভিযোগ কি সত্য?

উত্তর ঃ মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) আল্লাহর নবী-রাসূলদের সমালোচনা করেছে বলে যারা অভিযোগ করে থাকেন, তাদের প্রতি আবেদন রইলো, তিনি কোন্ গ্রন্থে কোথায় এরূপ করেছেন, প্রমাণ দিন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূলের একনিষ্ঠ অনুসারী একজন মুহাক্কিক আলিম ও মহান সংস্কারক ছিলেন। মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) কর্তৃক লিখিত 'খিলাফাত ওয়া মুলুকিয়াত' নামক গ্রন্থ–যা বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে, 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' নামে। এই গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর লোকজন আপত্তি উত্থাপন করে থাকে যে, 'মাওলানা মওদূদী সাহাবায়ে কিরামদের সমালোচনা করেছেন।' অধিকাংশ লোকজন আবার অন্যের মুখে শুনেই মন্তব্য করে যে, 'মাওলানা মওদূদী সাহাবাদের গালি দিয়ে সমালোচনা করেছেন।' এভাবে লোকমুখে শুনে মন্তব্য করা ঠিক নয়–আপনি নিজে বইটি পড়ে দেখুন, অভিযোগকারীর অভিযোগ সত্য কিনা। মাওলানা মওদূদী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমদের সম্পর্কে কোনো কটুক্তি করেননি, তিনি সাহাবায়ে কিরামদের প্রতি সমালোচনাকারীদের তুলনায় অধিক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁদের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা পোষন করতেন।

প্রকৃত বিষয় হলো, তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে সাহাবায়ে কিরামদের নানা কার্যাবলীর বর্ণনা নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়েছেন মাত্র। তিনি তাঁর গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামদের নানা ঘটনা, কথা ও কার্যাবলীর উল্লেখ করেছেন, সেই একই বিষয় সাহাবায়ে কিরামদের পরে প্রথম যুগের সম্মানীত আলিম-ওলামা থেকে শুরু করে মাওলানা মওদূদীর সমকালীন অন্যান্য সম্মানীত আলিম-ওলামাগণও তাঁদের বক্তৃতায়, লিখায় ও গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। একই কথা পৃথিবীর যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম্-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন, লিখেছেন কিন্তু তাঁদের কোনো দোষ হলো না। কিন্তু মাওলানা মওদূদী (রাহঃ) যখন তাঁদের লিখা থেকে নিজের গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিলেন আর অমনি তাঁর প্রতি ফতোয়ার বাণ বর্ষিত হতে থাকলো যে, 'মাওলানা মওদূদী সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি কটুক্তি করেছেন।' বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আমি আপনাদেরকে

অনুরোধ করবো, আপনারা জাস্টিস মালিক গোলাম আলী কর্তৃক রচিত বাংলা ভাষায় অনুদিত 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের ওপর অভিযোগের পর্যালোচনা' নামক গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন, তাহলে সঠিক চিত্র আপনাদের সামনে ভেসে উঠবে।

জামাআতের রুকন হওয়া ঠিক নয়

প্রশ্ন ঃ কোনো একজন পীর সাহেব বলে থাকেন যে, জামায়াতে ইসলামী যে পদ্ধতিতে রুকন হওয়ার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করে, তা কোরআন-হাদীসের বিপরীত। এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য আশা করছি।

উত্তর ঃ দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেসব ব্যক্তি জামাআতে ইসলামীর 'রুকন' হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করা হয় যে, 'তাঁরা জেনে বুঝে কোনো কবীরা গোনাহ্ করবেন না, হালাল-হারামের পার্থক্য অনুসরণ করবেন, সুদ-ঘুষ গ্রহণ করবেন না, দিবেনও না, স্ত্রী-কন্যাকে পর্দায় রাখবেন, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবেন না, মানুষের সাথে ধোকাবাজি-জালিয়াতী করবেন না, ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ ত্যাগ করবেন না, কারো প্রতি জুলুম করবেন না, কারো অধিকার খর্ব করবেন না, অন্যের হক আত্মসাৎ করবেন না, সমস্ত কিছুর ওপরে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার কাজকে অগ্রাধিকার দেবেন এবং এই পথে নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণ বিলিয়ে দেবেন।' এই বিষয়গুলোই তো মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল মানুষকে করার আদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছেন। জামাআতে ইসলামীও সেই একই কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য রুকনদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে এগুলো কোরআন-হাদীসের বিপরীত হলো কি করে?

আসলে যাকে পছন্দ হয় না, তার কোনো কাজই ভালোলাগে না। জামাআতে ইসলামী সমাজ ও দেশের বুকে আল্লাহর নির্ভেজাল দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রামে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। কোরআনের রাজ কায়েম হলে ঐ শ্রেণীর পীর সাহেব সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে নিজের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারবে না, এ জন্যই বলে থাকে যে, জামাআতে ইসলামী যে পদ্ধতিতে রুকন হওয়ার জন্য বাইয়াত করে, তা কোরআন-হাদীসের বিপরীত।

পীরের বই ছাড়া অন্য কিছু পড়া যাবে না

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে, যে পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছে, একমাত্র তারই লিখিত বই পড়তে হবে বা তিনি যে অজীফা দেন তাই পড়তে হবে। অন্য কোন গ্রন্থ পড়া যাবে না। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ মানুষকে জ্ঞানার্জন থেকে দূরে রাখা ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত রাখার লক্ষ্যেই এই জাতীয় কথা বলা হয়। আপনি যদি কোরআন-হাদীস ও বিভিন্ন ধরনের

সাহিত্য অধ্যয়ন না করেন, তাহলে আপনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করবেন কি করে? আর সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে না পারলে সত্যের অনুসরণ করবেন কিভাবে? শয়তান আপনাকে কোন্ পথে কিভাবে আক্রমণ করছে, আপনার দ্বীন-ঈমান ধ্বংস করার কাজে কোন্ কোন্ শক্তি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করছে, পত্র-পত্রিকা ও নানা ধরনের গ্রন্থ পাঠ না করলে তো আপনি কিছুই জানতে পারবেন না। ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাবার পূর্বে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে, আপনি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া শয়তানি শক্তির সাথে মোকাবেলা করার জন্য বর্তমান পৃথিবীতে জ্ঞানের জগতে মুসলমানদেরকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং কোন্ পীর সাহেব কি বললো আর না বললো, তাদের কথায় কর্ণপাত না করে কোরআন-হাদীসসহ অন্যান্য গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন।

বাইয়াত হওয়া জরুরী কি

প্রশ্ন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে বাইয়াত গ্রহণ করা কি একান্তই জরুরী?

উত্তর ঃ একজন মানুষ যখন কালিমা তাইয়্যেবা ও কালিমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখনই সে মহান আল্লাহর কাছে বাইয়াত করেছে। আপনি আপনার নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও কোরবানী, যা কিছুই করবেন, তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই করবেন। আপনার ধন-সম্পদ ও প্রিয় জীবন মহান আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। আপনি সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবেন এবং সেই বিধান সামজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করবেন। কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আপনি ধন-সম্পদ দান করবেন, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেবেন। এভাবেই আপনি একজন মুসলিম হিসাবে আল্লাহর কাছে বাইয়াত করেছেন। আর এই অবস্থায় যদি আপনার ইন্তেকাল হয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ আপনি ঈমানের ওপরে ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা ও তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনি ইসলামী আন্দোলনের আমীরের কাছে বাইয়াত হতে পারেন, তবে এই বাইয়াত বাধ্যতামূলক নয়। আপনার মাতৃভাষায় কোরআন ও হাদীসের তাফসীর বেরিয়েছে, অসংখ্য ইসলামী সাহিত্য বেরিয়েছে, আপনি এসব পাঠ করে ইসলামকে জানুন এবং সে অনুসারে জীবন পরিচালিত করুন।

পীরের দরবারে গান-বাজনা

প্রশ্ন ঃ পীরের দরবারে এবং মাজারে যে গান-বাজনা হয়, তা কি জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ গান হতে হবে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁরা রাসূলের প্রশংসামূলক বা ভক্তিমূলক। ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে বা মুসলমানদের গৌরব গাঁথাও গান আকারে গাওয়া যেতে পারে তবে এসব গান হতে হবে বাজনা ছাড়া। বাজনা সম্বলিত

কোনো গান গাওয়া বা শোনা যাবে না। কারণ বাজনা মানুষের মনে মাদকতা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সম্পর্কে গাফিল করে দেয়। আমার যতদূর জানা আছে এবং মানুষের মুখে যতটুকু শুনে থাকি, পীরের দরবারে এবং মাজারে যেসব গান গাওয়া হয়, তা পীর সাহেব ও মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের গুণাগুণ বর্ণনা করে গাওয়া হয়। যেসব শব্দ একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে, সেসব শব্দ তারা পীর ও মাজারে শায়িত মৃত মানুষদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। অর্থাৎ শির্কমূলক গান গেয়ে থাকে। এসব গান রচনা করা, গাওয়া ও শোনা শরীয়াতে স্পষ্ট হারাম। আর মাজারে গান কেনো গাওয়া হবে? যে ব্যক্তি সেখানে শুয়ে আছেন তিনি তো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তার তো গানের প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন হলো দোয়া। জীবিত মানুষদের উচিত হলো, তাদের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা–গান গাওয়া নয়।

বড় পীরের নামের গুণে আগুন পানি

প্রশ্ন ঃ বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)-এর প্রশংসা করে নানা ধরনের গান রচিত হয়েছে। যেমন, 'আয় বড় পীর আব্দুল কাদির, তুমি জিলানীর জিলানী–তোমারই নামের গুণে আগুন হয়ে যায় পানি।' প্রশ্ন হলো, এসব গান ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালাই হলেন সব কিছুর ওপরে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাবান, তাঁর ক্ষমতার সাথে অন্য কারো ক্ষমতার বিন্দুমাত্র তুলনা করা যায় না। তিনি বিশাল আকাশ ও যমীনের স্রষ্টা তথা গোটা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তাঁর ক্ষমতা অসীম এবং এ জন্যই তাঁর অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে। কোনো কিছুর মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করার ক্ষমতা ও কোনো কিছুর মধ্য থেকে শক্তিকে নিষ্ক্রীয় করে দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার। তিনিই আগুনের মধ্যে দহন ক্ষমতা দিয়েছেন এবং পানির মধ্যে আগুনকে নিষ্ক্রীয় করার তথা নির্বাপিত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। সুতরাং কারো নামের গুণে আগুন শীতল বরফে পরিণত হয়ে যাবে, আগুন তার দাহ্য ক্ষমতা হারাবে, এ কথা বলা ও বিশ্বাস করা স্পষ্ট শির্ক আর শির্ক হলো ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্। এক শ্রেণীর বেদআতী–পথভ্রষ্ট লোকজন এ ধরনের গান রচনা করে সাধারণ মানুষের ঈমান-আকিদার ওপরে হামলা চালাচ্ছে। এসব লোক থেকে মুসলমানদেরকে সাবধান হতে হবে।

গাউছুল আযম বলা যাবে কি

প্রশ্ন ঃ বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)-কে 'গাউছুল আযম' কেনো বলা হয় এবং এ শব্দের অর্থ কি? তাঁকে 'গাউছুল আজম' বললে ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনো নবী-রাসূল বা সাধারণ কোনো মানুষকে 'গাউছুল আযম' বলা জায়েজ নেই–হারাম। কারণ এই শব্দের অর্থ হলো 'সবথেকে বড় সাহায্যকারী।' মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই হলেন একমাত্র বড় সাহায্যকারী এবং তিনিই হলেন সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। মানুষ একমাত্র তাঁকেই ভয় করবে, তাঁর ওপরই নির্ভর করবে, তাঁকেই বড় সাহায্যকারী হিসাবে বিশ্বাস করে তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কোনো মানুষকে সাহায্য করতে পারে, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে, মনের কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারে, ধন-দৌলত দিতে পারে, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, ইচ্ছাপূরণ করতে পারে এসব কথা যদি বিশ্বাস করা হয়, তাহলে ঈমান সংশয়পূর্ণ হয়ে যাবে, ঈমানের ক্ষতি হবে এবং শির্ক তুল্য অপরাধ হবে।

ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ যিকির করেননি

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ কখনো ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ যিকির করেননি।' প্রশ্ন হলো, এসব যিকির এলো কোথেকে?

উত্তর ঃ এই প্রশ্ন তাদেরকেই করুন যারা এ ধরনের যিকির আমদানী করেছে। আল্লাহর রাসূলের ২৩ বছরের জীবনে তিনি কখনো এ ধরনের যিকির করেননি এবং সাহাবায়ে কিরামও করেননি। পরবর্তীতে লোকেরা মনগড়াভাবে এগুলো চালু করেছে।

হক্কানী পীরের বিরোধিতা করিনা

প্রশ্ন ঃ এদেশের বুকে পীর–আওলীয়ারাই ইসলাম নিয়ে এসেছে এবং তাঁরাই ইসলাম টিকিয়ে রেখেছে, কিন্তু আপনি কেনো পীরদের বিরোধিতা করেন?

উত্তর ঃ কে বলেছে আমি পীরের বিরোধিতা করি? বরং আমি হক্কানী পীরদের–যাঁরা মানুষকে নিজের গোলামে পরিণত না করে মহান আল্লাহর গোলামে পরিণত করার প্রচেষ্টা করেন, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে ও মুরীদদেরকে নিয়োজিত করেন, তাদেরকে অসীম শ্রদ্ধা করি এবং তাদের জন্য আমি দোয়া করি। আমি ঐসব লোকদের বিরোধিতা করি, যারা পীর-মুরিদীর নামে মানুষকে নিজেদের ও মরা মানুষের মাজারের গোলামে পরিণত করে, মুরীদদের টাকায় ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করে, বিলাস বহুল অট্টালিকা নির্মাণ করে ভোগ-বিলাসে মেতে থাকে, মুরীদদের কাছ থেকে হাদিয়া-তোহ্ফার নামে টাকা নিয়ে ব্যবসা করে। ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ফতোয়া দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে দল-উপদল তৈরী করে ফেত্না ছড়ায়। আমি এসব ভন্ড পীরদের বিরোধিতা করি। এরা শোষক, মুরিদদের কষ্টার্জিত অর্থ এরা শোষণ করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ-

এসব আলিম ও দরবেশ নামধারী লোকদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। (সূরা তওবা-৩৪)

তাবিজ–তাবলিগ জামাআত

তাবিজ ব্যবহার করতে পারবো কি

প্রশ্ন ঃ কোনো সৎ উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করতে পারবো কিনা?

উত্তর ঃ অধিকাংশ আলিমদের মতামত হচ্ছে, যেসব তাবীজ আরবী ভাষায় লিখিত নয়, তাবীজে কি লিখা রয়েছে তা জানা বোঝা যায় না, এতে যাদুও থাকতে পারে বা কুফরী কথাবার্তাও থাকতে পারে–এই ধরনের তাবীজ গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু তাবীজে যা লিখা রয়েছে তার অর্থ ও মর্ম যদি বোঝা যায় এবং তাতে আল্লাহর যিকির বা নাম উল্লেখ থাকে, শরীয়ত বিরোধী কোনো কথা না থাকে, তাহলে তা হারাম নয়। এই ধরনের তাবীজ দোয়ার মধ্যে গণ্য হবে। চিকিৎসা নয় বা ওষুধও নয়–এর মাধ্যমে যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঝাড়–ফুঁক

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রাসূল বা তাঁর কোনো সাহাবী ঝাড়-ফুঁক অথবা তাবিজ ব্যবহার করেছেন কিনা?

উত্তর ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে কোরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করেছেন, সাহাবায়ে কিরামও রাসূলের নির্দেশে অনুরূপ করেছেন কিন্তু তাঁরা কেউ তাবিজ ব্যবহার করেননি। রাসূল ও তাঁর সাহাবে কিরাম যা ব্যবহার করেননি তা ব্যবহার করা মুসলমানদের উচিত নয়।

কুফরী তদবীর গ্রহণ

প্রশ্ন ঃ একান্ত প্রয়োজনে কুফরী তদবীর গ্রহণ করা কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ মুসলমানের জীবনে এমন কোনো প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না, যে জন্য কুফরী তদবীর গ্রহণ করতে হবে। যা প্রয়োজন হবে, তার সমাধান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়েছেন। আপনি যে সমস্যায় নিপতিত হয়ে কুফরী তদবীর গ্রহণ করার কথা চিন্তা করছেন, আপনাকে দেখতে হবে ঐ ধরনের সমস্যায় নিপতিত হয়ে আল্লাহর রাসূল বা তাঁর সাহাবায়ে কিরাম কি করেছেন। তাঁরা যা করেছেন আপনাকেও তাই

করতে হবে। বিষয়টি যদি আপনার পক্ষে জানা সম্ভব না হয়, তাহলে কোনো হক্কানী আলিমের কাছ থেকে আপনাকে জেনে নিতে হবে। তবুও কুফরী তদবীর গ্রহণ করা যাবে না, যদি কেউ করে তাহলে তার ঈমান সংশয়ে নিপতিত হবে।

কোরআনে তাবিজের চিত্র

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ কোরআনের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সূরার তাবিজের চিত্র অঙ্কন করা রয়েছে। ঐসব তাবিজ ব্যবহার করা কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ আল্লাহর কোরআনের বিভিন্ন সূরা দিয়ে তাবিজের যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, তা স্বয়ং কোরআনের বাহক এবং কোরআন যাঁদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছে, সেসব সাহাবায়ে কিরামদের দ্বারা প্রমাণিত নয়। এসব চিত্র সম্পূর্ণ মনগড়া এবং কোরআনকে যারা ব্যবসার মাধ্যম হিসাবে অবলম্বন করেছে, তারাই অবৈধভাবে এসব চিত্র অঙ্কন করে কোরআনের পৃষ্ঠায় সংযোজন করেছে। এসব চিত্র কোরআনের পৃষ্ঠায় সংযোজন করা আল্লাহর কোরআনের সাথে তামাশা করার শামিল। মুসলমানদেরকে এসব প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

বিয়ের জন্য তাবিজ করা

প্রশ্ন ঃ নিজ কন্যাদের যেন দ্রুত বিয়ে হয় এ জন্য কি তাবিজ বা অন্য কোনো তদবীরের আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর ঃ তাবিজ গ্রহণ করলে দ্রুত বিয়ে হবে, এক শ্রেণীর তাবিজ ব্যবসায়ী লোকজন এই ধারণা সমাজে প্রচলন করেছে। এসব ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। তারা মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে সহজ-সরল মুসলমানদের পকেট থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়। তদবীরের আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, আর সেই তদবীর হলো আপনি আপনার ছেলে বা মেয়ের বিয়ের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করবেন এবং সেই সাথে পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান করতে থাকবেন, এটাই হলো তদবীর।

দুষ্ট জ্বিন তাড়াতে তাবিজ

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামীর প্রতি জ্বিনের প্রভাব ছিলো ফলে মাঝে মধ্যেই মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতো। তিনি তাবিজ পছন্দ না করলেও একজনের অনুরোধে মসজিদের এক ইমাম সাহেবের কাছ থেকে তাবিজ গ্রহণ করেছেন, ফলে জ্বিনের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত রয়েছেন। এখন অনেকে তাকে বলছে, আপনার মতো হকপন্থী লোক তাবিজের মতো বিদাআতের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ কোরআনের আয়াত লিখিত কোনো কাগজ বা কাপড়ের টুকরো তাবিজ হিসাবে ব্যবহার না করলে যদি দুষ্ট জ্বিন বা রোগের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া না যায়,

তাহলে হকপন্থী কোনো মুহাক্কিক আলিমের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তাবিজ ব্যবসায়ী বিদআত পন্থী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যাবে না। নিজ নামের পূর্বে অনেকেই মাওলানা বা অন্যান্য শব্দসহযোগে কোরআন দিয়ে তাবিজের ব্যবসা করে থাকে, এ ধরনের কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করা যাবে না।

তাবিজে ভাগ্য পরিবর্তন

প্রশ্ন ঃ তাবিজের মাধ্যমে কি কারো ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় অথবা তাবিজের প্রভাবে কি কারো বিয়ে বন্ধ রাখা যায়?

উত্তর ঃ তাবিজ কেনো, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়েও যদি একজন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হয়, তবুও সেই মানুষটির ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। ভাগ্য পরিবর্তনের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, তাবিজের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়, তাহলে সে ক্ষমার অযোগ্য শিরকমূলক গোনাহ্য় জড়িয়ে যাবে। কার সাথে কার বিয়ে হবে এবং কখন হবে, এ বিষয়টি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত। সুতরাং তাবিজ-কবজ করে কারো বিয়ে বন্ধ রাখা, বিয়ে ভেঙে দেয়া বা দ্রুত বিয়ে দেয়ার বিষয়টি তাবিজ ব্যবসায়ীদের একটি সুক্ষ্ম প্রতারণা বিশেষ। 'তাবিজের মাধ্যমে বিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে, বিয়ে ভেঙে দেয়া হচ্ছে এবং আমার কাছ থেকে এত টাকার বিনিময়ে তাবিজ নিলে দ্রুত বিয়ে হবে' এসব কথা বলে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে। কারো যদি বিয়ে হতে দেরী হয়, তাহলে নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে হবে। তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন।

তাবলিগ জামাআতের সূচনা

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে প্রচলিত তাবলিগ জামাআতের উৎপত্তি কোত্থেকে কখন কিভাবে এবং বাংলাদেশে কখন থেকে তাবলিগের কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো, তা অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

উত্তর ঃ ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিপ্লব যৌক্তিক পরিণতিতে না পৌঁছানোর কারণে এ দেশের ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা ইংরেজ ও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের রোষানলে নিপতিত হয়। সবদিক থেকে মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করা হলো। এই অবস্থায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে ব্যাপৃত হন। কিন্তু ইসলামের পুনর্জাগরণ ও ইসলামের মূল অনুশাসনসমূহ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করার

মতো কোনো ফলপ্রসূ আন্দোলন ও কর্মতৎপরতা তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিদারুণভাবে ধর্মীয় অবক্ষয় দেখা দিয়েছিলো। এ সময়ে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানদের ওপরে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো হিন্দু নেতৃবৃন্দ শুরু করলো 'শুদ্ধি' আন্দোলন। তাদের এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো, হিন্দুত্ব পুনর্জাগরণ, গরু জবেহ্ বন্ধ ও অহিন্দুদের হিন্দুকরণ। অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটেছিলো যে, জিগির তোলা হলো, এদেশে বাস করতে হলে সবাইকে হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে হবে। যে মুসলমান হিন্দুত্ব গ্রহণ করবে না, তাকে মুসলিম পরিচয় বিসর্জন দিতে হবে। মুসলিম নাম ত্যাগ করে হিন্দু নাম গ্রহণ করতে হবে এবং হিন্দুদের পূজা-পার্বনে রীতিমতো চাঁদা দিয়ে অংশ গ্রহণ করতে হবে। হিন্দুদের কল্পিত পৌরাণিক বীরদের সম্মান প্রদর্শন ও হিন্দুদের পোষাক পরিধান করতে হবে। এই শ্রেণীর মুসলমানদের পরিচয় হবে, 'মোহাম্মাদী হিন্দু'। এ কারণে কতক এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠী কালিমা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলো।

মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা দেখে দিল্লীর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াছ (রাহঃ) দিল্লীর পাশের মেওয়াত এলাকার মেয়ো গোত্রের মুসলিম শিশু, কিশোরদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের লক্ষ্যে সেখানে কয়েকটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, এই মক্তবের শিক্ষা সেখানের ইসলামের বিপরীত পরিবেশে মুসলমানদের জীবনে তেমন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না এবং প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষ ইসলাম সম্পর্কে যে তিমিরে ছিলো, সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে মক্তবে উপস্থিতি করিয়ে ইসলামের শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এ সময় তিনি হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ লোকদেরকে ছোট ছোট দলে সংগঠিত করে কিছু দিনের জন্য সংসারের পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে মসজিদে রেখে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা ও নামাজ-রোজার প্রশিক্ষণ দেবেন। সে সময় ঘর-সংসার কিছু দিনের জন্য ছেড়ে মসজিদে অবস্থান করে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা সহজ ছিলো না। কিন্তু মাওলানা মরহুম ইলিয়াছ (রাহঃ)-এর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার কারণে তাবলিগের কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এভাবেই তিনি তাবলিগ জামাআতের কার্যক্রম শুরু করলেন এবং তৎকালে তাবলিগ জামাআত একটি চলন্ত মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছিলো।

যতদূর জানা যায়, বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার অধিবাসী মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব ১৯৪৪ সনে তাবলিগ জামাআতের একটি দলের সাথে কলিকাতা থেকে দিল্লী যান। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তাবলিগ জামাআতের কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি তাবলিগের একটি ছোট্ট জামাআত নিয়ে ঢাকায় এসে চকবাজার এলাকায় অবস্থান করে বড়কাঠরা মসজিদকে কেন্দ্র করে তাবলিগের কাজের সূচনা করেন। এরপর আশেপাশের এলাকায় তাবলিগের কাজ চলতে থাকে এবং ১৯৫২ থেকে কাকরাইল মসজিদ তাবলিগ জামাআতের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বিবর্জিত তথা তাবলিগ জামাআতের অরাজনৈতিক বক্তব্য ও চরিত্রকে ইসলামী আদর্শানুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলসমূহ সাময়িকভাবে হলেও তাদের স্বার্থ পরিপন্থী বলে মনে করে না। বাংলাদেশের ধর্মভীরু মুসলমানদেরকে অরাজনৈতিক ধর্মীয় আন্দোলনে তথা তাবলিগ জামাআতে সম্পৃক্ত রাখতে পারলে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী ইসলামী দলগুলো শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না বলে তারা মনে করে।

ধর্মনিরপেক্ষদের তাবলিগে গমন

প্রশ্ন ঃ ধর্মনিরপেক্ষ দলের লোকদেরকেও তাবলিগ জামাআতের বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দিতে দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ ইসলামী দলের লোকদেরকে যোগ দিতে দেখা যায় না। প্রশ্ন হলো, বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দেয়া কি জরুরী?

উত্তর ঃ বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দেয়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল কিছুই নয়, সুতরাং চাকরী, ব্যবসা ও দৈনন্দিন কার্জকর্ম ত্যাগ করে এতে যোগ দেয়া জরুরী নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী লোকগুলো ক্ষমতার মসনদের বসে এদেশের মুসলমান ও ইসলামের সাথে যে আচরণ করেছে, তা ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় হিসাবে পরিগণিত হয়ে রয়েছে। তারা বাংলাদেশের সংবিধান থেকে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম উঠিয়ে দিয়েছিলো, ঢাকা ইউনিভার্সিটির মনোগ্রাম থেকে কোরআনের আয়াত রাব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা, ইক্বরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব, বিতাড়িত করেছিলো। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল–এই নাম থেকে মুসলিম শব্দটি ও নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম শব্দটি বিতাড়িত করেছিলো। গোটা দেশের জেলখানাগুলো আলিম-ওলামাদের দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিলো।

দীর্ঘ ২১ বছর পরে পুনরায় ১৯৯৬ সনে এদেশের জনগণকে ধোকা দিয়ে কৌশলে ক্ষমতায় এসেই মাদ্রাসা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো। বিভিন্ন মাদ্রাসার সরকারী অনুদান বাতিল করেছিলো। মসজিদে ১৪৪ ধারা জারি করেছিলো। ২০০০ সনে ১০ ই মুহাররম এলো, যেদিন কারবালার প্রান্তরে ফোরাতের তীরে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে এজিদীয় সৈন্যরা নিষ্ঠুরভাবে পরিবারের সদস্য ও সঙ্গী-সাথীসহ শহীদ করেছিলো। ২০০০ সনে সেদিনটি ছিলো ৬ ই এপ্রিল,

জুমুআবার। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার সেদিন জাতীয় মসজিদ ঢাকা বাইতুল মোকাররমে নামাজরত মুসল্লীদের ওপরে আক্রমণ চালিয়ে মসজিদ রক্তাক্ত করেছিলো। কোরআনের ধারক-বাহক বয়োবৃদ্ধ আলিমদেরকে খুনের আসামী বানিয়ে কারাবন্দী করেছিলো, কারাগারে তাদেরকে অজু-গোছলের পানি পর্যন্ত দেয়া হয়নি এবং চোর-ডাকাত খুনীদের সাথে থাকতে বাধ্য করেছিলো। সবথেকে নিরীহ মাদ্রাসা ছাত্রদের ওপরে নির্মম নির্যাতন করে রক্তাক্ত করেছিলো, তাদেরকে পাখীর মতো গুলী করে হত্যা করা হয়েছিলো। মসজিদ, মাদ্রাসায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলো।

ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ এই লোকগুলো এদেশের ধর্মভীরু মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের দরদী হিসাবে প্রদর্শন করার জন্যই ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দেয় এবং তাবলিগের জনপ্রিয়তাকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ-রাসূল তথা ইসলামের মহব্বতে এরা বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দেয় না। বিশ্ব ইজতেমায় এরা যোগ দিতে পারে, কিন্তু ভারতে যখন মুসলমানদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়, মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষন করা হয়, মুসলমানদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পথের কাঙাল বানিয়ে দেয়া হয়, তখন এরা কচ্ছপের মতো মাথা গুটিয়ে নেয়–কোনো প্রতিবাদ করে না। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের সমর্থন লাভের আশায় এরা যখন যেমন প্রয়োজন, তেমন বেশ ধারণ করে। এদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে।

কোরআন নয়–তাবলিগের বই পড়তে হবে

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকার মসজিদে তাবলিগ জামাআতের লোকজন প্রায়ই এসে থাকে এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের জামাআতে নামাজ শেষ হতেই তারা গতানুগতিকভাবে ঘোষণা দেয়, 'নামাজ শেষে ঈমান ও আমল সম্পর্কে জরুরী বয়ান হবে, আমরা সবাই বসি বহুত ফায়দা হবে।' আমি বসার পরে তারা 'ফাজায়েলে তাবলিগ' নামক একটি বই থেকে পড়ে শোনাতে লাগলো। আমি তাদেরকে প্রশ্ন করলাম, 'এসব বই না পড়ে কোরআনের তাফসীর পড়ে শোনালেই তো ভালো হয়।' তারা জবাব দিলো, 'কোরআন বুঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়–বিষয়টি খুবই কঠিন।' তাদের কথা যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীতে এত মানুষ কোরআন বুঝে কিভাবে কোরআনের মুফাস্সীর হলো?

উত্তর ঃ কোরআনুল কারীম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাঈল

আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এই কোরআন অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহ্দেরকে ডাক দিয়ে বলছেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ–

অবশ্যই আমি কোরাআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (এই কোরআন থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার? (সূরা ক্বামার-২২)

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা বার বার বলছেন, 'এই কোরআনকে আমি বান্দার বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি।' 'এই কোরআনের কথা যখন ঈমানদারদের সামনে বলা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।' সুতরাং যে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাহ্কে নির্ভুল পথপ্রদর্শন করার লক্ষ্যে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, সেই আল্লাহই বলছেন, 'আমি আমার কোরআনকে বান্দার বুঝার ও অনুসরণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি।' অথচ একশ্রেণীর লোক বলছে, 'কোরআন বুঝা কঠিন এবং এটা বুঝা আমাদের মতো সাধারণ লোকদের কাজ নয়, কোরআন বুঝবে আলিমরা।' এই ধরনের কথা যারা বলে, তারা হয় অজ্ঞতার কারণে বলে থাকেন না হয় শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হয়ে বলে থাকেন। এসব কথা বলা বেয়াবদী এবং মানুষকে সত্য-সঠিক পথ থেকে বিরত রাখার শামিল। অতএব, সর্বত্র কোরআনের চর্চা, গবেষণা ও আলোচনা করুন, কোরআনের তাফসীর করুন–কোরআন থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করুন। মাতৃ ভাষায় অনেকগুলো তাফসীর বেরিয়েছে, এসব তাফসীর পড়ুন এবং কোরআনের নির্দেশ অনুসারে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করুন।

তাবলিগই কি পূর্ণাঙ্গ ইসলাম

প্রশ্ন ঃ তাবলিগের কিছু লোকজন বলে থাকেন যে, তাবলিগই হলো পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। কিন্তু আমরা দেখতে পাই তাদের ছয় উছুলের মধ্যে হজ্জ, যাকাত ও ইনফাক্ব ফী সাবিলিল্লাহ নেই। তাদের দাবী অনুসারে তাবলিগই কি পূর্ণাঙ্গ ইসলাম?

উত্তর ঃ অজ্ঞতা ও জ্ঞানের দৈন্যতার কারণেই এক শ্রেণীর লোকজন এ ধরনের কথা বলে থাকে। আপনি ঠিকই বলেছেন, তাবগিল জামাআতের ছয় উছুলের মধ্যে হজ্জ, যাকাত, ইনফাক্ব ফী সাবিলিল্লাহ তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা, এসব কিছুই নেই। এমন কি ইকামতে দ্বীন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কোনো কর্মসূচীও নেই। তাবলিগ জামাআত নামক দলটি ইসলামের প্রাথমিক কিছু কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। তাবলিগ জামাআত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম এ কথা যারা দাবি করে, তারা অজ্ঞতার কারণেই এ ধরনের দাবি করে থাকে।

তাবলিগের কাজে মেয়েরা রাত কাটায়

প্রশ্ন ঃ তরুণী-যুবতী মেয়েদেরকে তাবলিগ জামাআতের লোকজন তাবলিগের কাজে কোথাও কোথাও রাত অতিবাহিত করতে বলে। প্রশ্ন হলো, মেয়েরা কি তাবলিগের কাজে বাড়ির বাইরে রাত যাপন করতে পারে?

উত্তর ঃ মেয়েদের পক্ষে বাড়ির বাইরে কোথাও মাহ্‌রাম পুরুষ ব্যতীত রাত অতিবাহিত করা জায়েয নেই।

তাবলিগে চিল্লা ও সংসারের প্রতি দায়িত্ব

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী সংসার কিভাবে চলবে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাবলিগ জামাআতে চিল্লায় চলে যায়। তার কাছে সংসার খরচের কথা বললেই বলে যে, 'আল্লাহর কাছে বলো, আল্লাহর কাছে চাও।' দিনের পর দিন আমাকে সন্তানদের নিয়ে অনাহারে থাকতে হয়। এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ এভাবে সংসার ছেড়ে, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ না করে, তাদেরকে অভাবে রেখে হজ্জ আদায় করতে যাওয়া যেখানে বাধ্যতামূলক নয়, সেখানে তাবলিগের চিল্লায় যাওয়া কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। এ জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। 'আল্লাহর কাছে বলো, আল্লাহর কাছে চাও।' এসব কথা ঠিক আছে, কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোনো বান্দাহ্‌কে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বলেননি। রিয্‌কের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'যখন তোমাদের নামাজ আদায় শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা রিয্‌কের সন্ধানের বেরিয়ে পড়ো।' মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যাঁদেরকে নবী-রাসূল হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, তাঁরাও উপার্জন থেকে বিরত থাকেননি। কেউ কৃষিকর্ম করেছেন, কেউ লৌহ সরঞ্জাম নির্মাণ করেছেন, কেউ পোষাক নির্মাণ করেছেন আবার কেউ ব্যবসা করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীই ছাগল চরিয়েছেন।' সাহাবাগণ জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও মজুরীর বিনিময়ে মক্কার লোকদের ছাগল চরিয়েছি।' উপার্জনের তাগিদ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْافِى الاَرْضِ وَابْتَغُوْ مِنْ فَضْلِ اللّٰه–

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নামাজ আদায় শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে থাকো। (সূরা জুমুআ-১০)

সূরা বাকারার ২৩৬ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'স্ত্রীদেরকে ভরণ-পোষণ দাও।'

তিরমিযীর হাদীসে বলা হয়েছে, 'স্বামীদের ওপর স্ত্রীর অধিকার হলো, তাদের জন্য পোষাক ও খাদ্যের উত্তম ব্যবস্থা করা।' আবু দাউদের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল স্বামীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'যখন তুমি খাবে, স্ত্রীকেও অনুরূপ খাওয়াবে এবং যখন তুমি পরবে, স্ত্রীকেও পরাবে।' ধন-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, 'যখন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন তখন সে যেন প্রথমে তার নিজের ও তার পরিবারের জন্য খরচ করে।' আপনার স্বামীকে এসব কথা বলে বুঝান, তিনি ভুলের মধ্যে রয়েছেন। ভুল ভেঙ্গে গেলে তিনি আর এভাবে আপনাদেরকে অনাহারে রেখে চিল্লায় যাবেন না।

হজ্জের পরেই বিশ্ব ইজতেমা

প্রশ্ন ঃ তাবলিগ জামাআতের বিশ্ব ইজতেমাকে হজ্জ-এর সাথে তুলনা করে কিছু পত্র-পত্রিকা নিবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। হজ্জের সাথে বিশ্ব ইজতেমাকে তুলনা করা কি ঠিক?

উত্তর ঃ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকজন এবং কিছু সংখ্যক নামধারী মুসলমান, যারা ইসলামের কঠিন দুশমন, তারাই পত্র-পত্রিকায় বিশ্ব ইজতেমাকে হজ্জ-এর সাথে তুলনা করে থাকে। এসব পত্র-পত্রিকার অধিকাংশই ইসলামের চিহ্নিত দুশমনদের দ্বারা প্রকাশিত ও পরিচালিত। ধনীদের ওপরে মক্কায় গিয়ে কা'বাঘরে উপস্থিত হয়ে হজ্জ আদায় করা মহান আল্লাহর নির্দেশ—এটা ফরজ। সামর্থ থাকার পরেও যারা হজ্জ আদায় করবে না, তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে গোনাহ্গার হবে এবং এ জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে বিশ্ব ইজতেমা নামক সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে মাত্র কিছু দিন পূর্ব থেকে। এই সমাবেশে যোগ দেয়া কোনো পর্যায়েই জরুরী নয়। হজ্জের সাথে এই সমাবেশের তুলনা করা মারাত্মক বেয়াদবী এবং ইসলামের অন্যতম রোকন হজ্জকে নিয়ে তামাশা করার শামিল। হজ্জ আদায়ে মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করা ও হজ্জকে খাটো করার জন্যই এধরনের কথা বলা হয়। এদের ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে হেফাজত করুন।

তাবলিগ না করলেই জাহান্নাম

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলে থাকে যে, তাবলিগে চিল্লা না দিলে নাকি জাহান্নামে যেতে হবে, এসব কথা কি কোরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত?

উত্তর ঃ এমন কথা যারা বলে, তারা অজ্ঞতাবশত বলে থাকে। তাবলিগে চিল্লা দিতে হবে, এমন কথা কোরআন-হাদীসে কোথাও নেই।

মিথ্যা ছুটি নিয়ে তাবলিগে চিল্লা দেয়া

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকার সরকারী চাকরিজীবী একজন লোককে দেখা যায়,

তিনি অফিস থেকে মেডিকেল লিভ অর্থাৎ অসুস্থতার ছুটি নিয়ে তাবলিগে চলে যান। এভাবে মিথ্যা ছুটি নিয়ে তাবলিগে যাওয়া কি জায়েয?

উত্তর ঃ সওয়াব লাভের আশায় যিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করছেন, তিনি সওয়াব লাভ করা তো দূরে থাক, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার কারণে কবীরা গোনাহ্ করছেন। এভাবে মিথ্যা কথা বলে ছুটি নিয়ে যিনি তাবলিগের চিল্লায় যাচ্ছেন তার এই চেতনা থাকা উচিত যে, তিনি সরকারী কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন তথা দেশের জনগণের স্বার্থহানী করছেন। এদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা হেদায়াত দান করুন।

ব্যাংক-বীমা-সুদ-ঘুষ-ট্যাক্স

ইসলামী তাকাফুল বীমা

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে ইসলামী তাকাফুল বীমা চালু হয়েছে, এই বীমা করা জায়েজ আছে কি?

উত্তর ঃ বীমা পদ্ধতি যদি ইসলামী আইন অনুসারে পরিচালিত করা হয়, তাহলে সেই বীমা করা জায়েজ হবে। আর এর সাথে যদি কোনোভাবে সুদ জড়িত থাকে, তাহলে তা করা হারাম হবে।

সুদের লেন-দেন হারাম

প্রশ্ন ঃ গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্রাক নামক এনজিও যে পদ্ধতিতে অর্থ ঋণ দেয়, তা বৈধ কিনা এবং ইসলামে কোন্ পদ্ধতিতে অর্থ ঋণ দেয়া জায়েজ?

উত্তর ঃ যে লেন-দেনে সুদ জড়িত তা স্পষ্ট হারাম। আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা বাকারার ২৭৫ আয়াতে বলেছেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সুদকে হারাম করেছেন।' কাউকে ঋণ দিয়ে ঋণের অতিরিক্ত কিছু নেয়াই হলো সুদ। আমার জানা মতে একমাত্র ইসলামী ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাংক সুদ মুক্ত নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদদাতা, গ্রহিতা, সুদের লেখক ও সাক্ষীর প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। এনজিও গুলোও যে অর্থ ঋণ দেয়, সেখানেও সুদ দিতে হয়। ইসলামে অর্থ ঋণের পদ্ধতি হলো 'করজে হাসানা' অর্থাৎ সুদবিহীন লেন-দেন। ইসলাম সুদবিহীন লেন-দেনের নির্দেশ দিয়েছে। ঋণ লেন-দেনের নিয়ম হলো ঋণ হিসাবে যে জিনিস দেবে ঋণদাতাকে তা-ই গ্রহণ করতে হবে এবং যে পরিমাণ দেবে ঠিক সেই পরিমাণই গ্রহণ করতে হবে। তার বেশী গ্রহণ করা যাবে না। এই ধরনের ঋণকে করজে হাসানা বলা হয়।

লাইফ ইনসিউরেন্স

প্রশ্ন ঃ ইসলামের নামে বেশ কয়েকটি Insurance করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনটি প্রকৃতই ইসলামী Life Insurance তা আমরা কিভাবে বুঝবো?

উত্তর ঃ যারা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান করেছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন। প্রথমে দেখুন তারা সুদের সাথে জড়িত কিনা এবং তাদের গোটা ব্যবস্থা শরীয়ত অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে কিনা। দেশের পরিচিত হক্কানী আলিম-ওলামা তাদের সাথে রয়েছেন কিনা। হক্কানী আলেম-ওলামা যেসব Life Insurance-এর সাথে জড়িত রয়েছে, সেগুলোই ইসলামী Life Insurance।

ইসলামী ব্যাংক

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায়, সেই লভ্যাংশের অর্থ দিয়ে কি হজ্জ আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহ্ আইন অনুসারে পরিচালিত হয় এবং এটা একটি সুদমুক্ত ব্যাংক। ইসলামী বিধি-বিধানে অভিজ্ঞ বিখ্যাত আলিম-ওলামা এই ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্য। এই ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের যে লভ্যাংশ ইসলামী ব্যাংক প্রদান করে তা সুদমুক্ত এবং এই অর্থ দিয়ে হজ্জ আদায় করা যাবে।

ডিপিএস পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন ব্যাংকে উক্ত পদ্ধতিতে টাকা জমা রাখা হয়, এটা জায়েয কিনা আর জায়েয হলে এসব টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ অধিকাংশ ব্যাংক সুদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সুদভিত্তিক যেসব ব্যাংক রয়েছে, এসব ব্যাংকে যে পদ্ধতিতেই অর্থ সঞ্চয় করা হোক না কেনো, তাতে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তা সুদ এবং সুদ গ্রহণ করা হারাম। আর ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করে যেসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সুদমুক্ত এবং এসব ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এসব ব্যাংক থেকে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তা সুদমুক্ত। সঞ্চয়কৃত অর্থ বা এই অর্থের লভ্যাংশ যদি নিছাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রভিডেন্ট ফান্ড

প্রশ্ন ঃ চাকরী ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডে বেতন থেকে টাকা কেটে রাখা হয় এবং তা ব্যাংকে জমা রাখা থাকে। সেই টাকার লাভ গ্রহণ করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা যদি কোনো সুদযুক্ত ব্যাংকে জমা রাখা হয় তাহলে সেই অর্থের লভ্যাংশ গ্রহণ করা যাবে না—মূল টাকাই শুধু গ্রহণ করতে হবে। আর সুদমুক্ত ব্যাংকে জমা রাখা হলে সেখান থেকে ইসলামের লাভ-ক্ষতি নিয়মের ভিত্তিতে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়, তা মূল টাকাসহ গ্রহণ করা যাবে।

ইসলামী ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংক ব্যতীত অন্য ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করে তা দিয়ে কি হজ্জ আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ সঞ্চয়কৃত অর্থ যদি সুদমুক্ত হয়, তাহলে তা দিয়ে হজ্জ আদায় করা যাবে। ইসলামী ব্যাংক ব্যতীত অন্য ব্যাংকে যেভাবেই অর্থ সঞ্চয় করা হোক না কেনো, তা সুদমুক্ত কিনা-এ বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো মুহাক্কিক আলিমের কাছ থেকে জেনে সন্দেহ মুক্ত হতে হবে। আর সুদমুক্ত ব্যাংক যেখানে রয়েছে, সেখানে সুদযুক্ত ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজনই বা কি।

সুদে ঋণ গ্রহণ

প্রশ্ন ঃ আমি স্বামীর সংসারে থেকে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী এবং সব্জি ফলিয়ে যে অর্থ জমা করি তা আমার স্বামী আমাকে পরিশোধ করে দেয়ার অঙ্গিকার করে নিয়ে আর ফেরৎ দেয় না। বর্তমানে তিনি ঋণে জর্জরিত এবং অন্যের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার করে। স্বামীর ঋণ শোধ করার জন্য আমি আমার জমা টাকা থেকে স্বামীকে সুদে ঋণ দিতে পারি কিনা?

উত্তর ঃ সুদের লেনদেন মারাত্মক গোনাহ্। সুদ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন-যে সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী হয় এবং তার দলিল লেখে, তাদের সকলেরই ওপর আল্লাহ্ তা'য়ালা লা'নত করেছেন। (আবু দাউদ-নাসায়ী)

আপনার স্বামীর যদি বর্তমানে উপার্জন না থাকে অথবা উপার্জন এতটা কম যা দিয়ে সংসার পরিচালনা করতে পারছেন না, একান্ত বাধ্য হয়ে তিনি ঋণ করছেন। অর্থাৎ সংসারের প্রয়োজনে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। অপরদিকে আপনি স্বামীর সংসারে থেকে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে অর্থ উপার্জন করছেন। অর্থাৎ স্বামীর সম্পদ ব্যবহার করে আপনি উপার্জন করছেন। আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তাহলে আপনি স্বামীকে ঋণমুক্ত থাকার জন্য সহযোগিতা করুন। আপনি আপনার জমা টাকা থেকে স্বামীকে সুদমুক্ত ঋণ দিন। স্বামীর হাতে যখন অর্থ আসবে তখন আপনি আপনার পাওনা নিয়ে নেবেন। কিন্তু সুদভিত্তিক ঋণ নেয়া বা দেয়া এবং এর সাক্ষী হওয়া, কোনোটিই জায়েজ নেই-স্পষ্ট হারাম। এই হারাম কাজ যারা করবে এবং এর সাথে যারা স্বেচ্ছায় জড়িত হবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপরে অভিশাপ দিয়েছেন।

বিয়ের জন্য সঞ্চিত অর্থের যাকাত

প্রশ্ন ঃ সন্তান-সন্ততির বিয়ের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখা হয়, এক বছর পরে কি সেই টাকার যাকাত দিতে হবে?

উত্তর : সন্তান-সন্ততির বিয়ের খরচ বাবদ যে অর্থ ব্যাংকে জমা করা হয় এবং পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর যদি তা নেছাব পরিমাণ হয়, তাহলে সে অর্থের যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ এই অর্থ একান্তভাবেই তার নিজের মালিকানায় জমা থাকে। যে কোনো উদ্দেশ্যেই অর্থ জমা করা হোক না কেনো, তা নেছাব পরিমাণ হলে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হলেই তার যাকাত আদায় করতে হবে।

ঋণদাতা নেই-ঋণ পরিশোধ করবো কিভাবে

প্রশ্ন : আমি একজন লোকের কাছ থেকে কিছু অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধের ওয়াদা দিয়ে ঋণ করেছিলাম। মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি কোনো ওয়ারিশ না রেখে ইন্তেকাল করলেন। এখন আমি সেই অর্থ কিভাবে কোথায় কার কাছে দেবো?

উত্তর : আপনি যার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন, তার যদি তেমন কোনো ওয়ারিশ না-ই থাকে, তাহলে উক্ত ঋণের অর্থ আপনি লোকটির মাগ্‌ফিরাত কামনা করে কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা বা ইয়াতিম খানায় দিয়ে দিতে পারেন। অথবা অসহায় গরীব কোনো ব্যক্তিকে দেয়া যেতে পারে, কোরআন বা কোরআনের তাফসীর ক্রয় করেও কোনো প্রতিষ্ঠানে দেয়া যেতে পারে।

ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া

প্রশ্ন : যে সরকার ইসলামী সরকার নয়, সেই সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে উপার্জন করা কি জায়েয হবে?

উত্তর : আপনি যে দেশের নাগরিক এবং যে সরকারের বিভিন্ন সুযোগ, সুবিধা গ্রহণ করছেন এবং তার নিয়ম-কানুনের অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, সেই সরকারকে অবশ্যই ট্যাক্স দিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যাবে না বরং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করতে থাকুন।

আয়কর দেবো না

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশ পরিচালিত হচ্ছে ইসলামের বিপরীত আইন-কানুন দিয়ে এবং রাষ্ট্রের অধিকাংশ কর্মকর্তা দুর্নীতিবাজ। মুসলিম জনগণের দেয়া আয়করের অর্থ ইসলামের বিপরীত কাজে ব্যবহার হবে। এ জন্য আমি আয়কর না দিয়ে উক্ত অর্থ মসজিদ, মাদ্রাসা ও গরীব-ইয়াতিমদেরকে দিয়ে থাকি। এ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে সঠিক দিক নির্দেশনা কামনা করছি।

উত্তর : এ জন্যই আপনাকে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর কোরআনের শাসন কায়েম হলে আল্লাহর বিধান দিয়ে দেশ শাসন করা হবে এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা হবে। যে পথে দুর্নীতি হতে পারে, তার যাবতীয় ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেয়া হবে। রাষ্ট্রের

কোষাগার তখন আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর বান্দাদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। কিন্তু যতক্ষণ আপনি প্রতিষ্ঠিত সরকারের অধীনে বাস করছেন এবং সরকারী আইন-কানুনের অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করছেন এবং সরকারের দেয়া বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন, ততক্ষণ আপনাকে আয়কর দিতেই হবে। আয়কর ফাঁকি দেয়া সরকারের দৃষ্টিতে যেমন অপরাধ, ইসলামের দৃষ্টিতেও তেমনি এটি নৈতিকতা বিরোধী কাজ। মসজিদ-মাদ্রাসা ও গরীব-ইয়াতিমদেরকে দান করার মতো অর্থ যদি আপনার থেকে থাকে, তাহলে তা ভিন্নভাবে দান করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে বিনিময় দেবেন।

সুদভিত্তিক ঋণে নির্মিত বাড়িতে নামাজ

প্রশ্ন ঃ সুদ ভিত্তিক ঋণ নিয়ে বাড়ি বানিয়ে সেই বাড়িতে নামাজ আদায় করলে নামাজ আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ সুদ ভিত্তিক ঋণ নিয়ে বাড়ি করলে সে বাড়িতে নামাজ আদায় করা যাবে, তবে সুদের সাথে জড়িত হবার কারণে মারাত্মক গোনাহ্গার হতে হবে।

সুদভিত্তিক ঋণে নির্মিত বাড়িতে বসবাস

প্রশ্ন ঃ আমার ছেলে সুদ ভিত্তিক ঋণ নিয়ে বাড়ি করেছে। প্রশ্ন হলো, আমি কি সেই বাড়িতে বাস করতে পারবো?

উত্তর ঃ সুদ ভিত্তিক ঋণ নিয়ে বাড়ি করা হয়েছে এবং তা আপনি করেননি, করেছে আপনার ছেলে। আপনি সে বাড়িতে বাস করতে পারেন। তবে সুদ ভিত্তিক ঋণ নেয়ার কারণে ঋণ গ্রহীতা ও দাতা উভয়েই গোনাহ্গার হবে।

সঞ্চয় পত্রে সুদ থাকলে

প্রশ্ন ঃ সঞ্চয় পত্র ক্রয়-বিক্রয় ও তার লভ্যাংশ গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ শুধু সঞ্চয় পত্রই নয়, বর্তমানে প্রচলিত নানা ধরনের লটারী ও প্রাইজ বন্ডও সুদের সাথে জড়িত এবং এগুলোর মাধ্যমে মানুষকে জুয়ার প্রতি আকৃষ্ট করা হচ্ছে–যা ইসলামী শরীয়তে স্পষ্ট হারাম। সরকার যে সঞ্চয় পত্র ও প্রাইজ বন্ড ছেড়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে লটারীর টিকেট বিক্রি করে থাকে, এগুলোর সবই সুদের সাথে জড়িত। লটারী, সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজ বন্ডের মাধ্যমে গোটা দেশের জনগণের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তা সুদভিত্তিক ব্যাংকে জমা রেখে সুদ গ্রহণ করা হয়। সেই সুদের অর্থ দিয়েই পুরস্কার দেয়া হয়। এর সাথে কোনোভাবেই জড়িত হওয়া মুসলমানদের উচিত নয়। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকও সুদবিহীন, লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কয়েক ধরনের বন্ড চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত এসব বন্ড সুদমুক্ত এবং লভ্যাংশও গ্রহণ করা যাবে। ব্যাংক

ঋণে মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন ঃ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়া জায়েয হবে?

উত্তর ঃ সুদমুক্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে দেয়া যেতে পারে।

সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে চাকরী

প্রশ্ন ঃ সুদযুক্ত ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরী করে, তাদের উপার্জিত অর্থ হালাল না হারাম?

উত্তর ঃ সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত নয়। আপনাকে সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরীর সন্ধান করতে হবে। এর অর্থ এটা নয় যে, আপনি আরেকটি চাকরীর ব্যবস্থা না করেই হঠাৎ করে চাকরী ছেড়ে দিয়ে অসহায় অবস্থায় নিজেকে নিক্ষেপ করবেন। দেশ ও জাতিকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য আপনাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সুদের মধ্যে সত্তরটি গোনাহ্, আর এর মধ্যে সবথেকে ছোট্ট গোনাহ্ হলো নিজের মা'কে বিয়ে করা। সুদ নামক এই অভিশাপের সাথে বর্তমানে গোটা জাতিকে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যারা সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেন, তারা নানা ধরনের দাবি আদায়ের জন্য কর্মবিরতি, মিছিল, ধর্মঘট-হরতাল পালন করে থাকেন। আপনি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরী করছেন, সেই প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করতে হবে, এই দাবি কি মুহূর্তের জন্যেও উত্থাপন করেছেন? আল্লাহর কাছে আপনারা কি জবাব দিবেন? সুতরাং সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদকে বিদায় করার জন্য আন্দোলন করুন।

যদি কেউ যুক্তি দেয় যে, 'সুদ ব্যতীত বর্তমানে ব্যাংক চলে না।' এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যা কথা বলে। ইসলামী ব্যাংক সাউথ ইষ্ট এশিয়ার মধ্যে প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক এবং এই ব্যাংক সবথেকে বেশী মুনাফা অর্জন করে থাকে। সরকারের দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র ভিআইপি ব্যাংক নয়–ভিভিআইপি ব্যাংক। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা হারামে বরকত দেন না, হালালে বরকত দেন। কুকুর বছরে একসাথে ছয় সাতটি করে শাবক প্রসব করে, অপরদিকে গরু বছরে মাত্র একটি শাবক প্রসব করে। অধিকাংশ মানুষের কাছে গরুর গোস্ত প্রিয় খাদ্য–প্রতিদিন অসংখ্য গরু জবেহ্ হচ্ছে। এরপরেও গরুর অভাব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা হালাল প্রাণী গরুর ভেতরে বরকত দিয়েছেন।

অপরদিকে হারাম প্রাণী কুকুরের সবগুলো শাবক যদি জীবিত থাকতো, তাহলে রাস্তা-পথে কুকুরের আধিক্য দেখা যেতো। কিন্তু কুকুরের মধ্যে বরকত নেই। সুতরাং সুদের মধ্যে বরকত নেই–তা হারাম এবং এই হারাম থেকে নিজে মুক্ত থাকুন ও জাতিকে মুক্ত করুন। এ জন্য সুদের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলুন।

সুদভিত্তিক সমস্ত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরী করেন, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে সরকারের কাছে দাবি পেশ করেন যে, 'আগামী এক মাসের মধ্যে এসব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করা না হলে, আমরা এক যোগে লাগাতার কর্ম বিরতি পালন করবো।' তাহলে দেখবেন, সরকার দাবি মানতে বাধ্য হবে।

কোরআনের আয়াত, রুকু ও শব্দ সংখ্যা

প্রশ্ন ঃ গোটা পৃথিবীর অগণন মানুষের কাছে আপনি আল্লাহর কোরআনের একজন বিখ্যাত মুফাস্সীর হিসাবে পরিচিত ও সমাদৃত। এ জন্য আপনার কাছেই আমরা কোরআন সম্পর্কে কতিপয় বিষয়ে সঠিক তথ্য জানতে ইচ্ছুক। বিষয়টি নিয়ে আমাদের কয়েকজনের মধ্যে বেশ কিছুদিন যাবৎ মতভেদ চলছে। অনুগ্রহ করে আপনি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাদের মধ্যকার মতভেদ দূর করার চেষ্টা করবেন। অনেকে বলে থাকেন যে, কোরআনের আয়াত সংখ্য হলো ৬৬৬৬ টি। কিন্তু আমরা গণনা করে এই সংখ্যা পাইনি। প্রকৃতপক্ষে কোরআনের আয়াত সংখ্যা, রুকুর সংখ্যা ও শব্দ সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ কোরআনের আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। মতভেদ থাকলেও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার মতামতই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর মতানুসারে কোরআনের আয়াত সংখ্যা হলো, ৬৬৬৬ টি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতানুসারে কোরআনের আয়াত সংখ্যা হলো, ৬২১৮ টি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতানুসারে ৬২৩৬ টি। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতানুসারে ৬২৫০ টি। ইরাকের কিছু সংখ্যক লোক গণনা করে থাকে, ৬২১৪ টি। ইরাকেরই আরেকটি অঞ্চল বসরার লোকজন গণনা করে থাকে ৬২২৬ টি। এই মতভেদের কারণ হলো, কেউ একস্থানকে আয়াত হিসাবে গণ্য করে থেমেছেন, আবার কেউ সেটি আয়াত হিসাবে গণ্য করে থামেননি। রুকুর সংখ্যা ৫৪০ টি। আল্লাহর কোরআনের শব্দ সংখ্যা সম্পর্কেও মতভেদ বিরাজমান। তবে সর্বাধিক প্রচলিত মত হলো, আল্লাহর কোরআনের শব্দ সংখ্যা ৮৬৪৩০ টি। আবার কেউ গণনা করেছেন ৭৬৪৩০ টি। কেউ গণনা করেছেন ৭৬২৫০ টি। কেউ গণনা করেছেন ৭০৪৩৯ টি। এ বিষয়েও কেউ দুটো শব্দকে একটি শব্দ ধরে গণনা করেছেন আবার কেউ তা পৃথক না করে একটি শব্দ ধরেই গণনা করেছেন। এসব বিষয় মূলত কোনো মূখ্য বিষয় নয়-একেবারেই গৌণ। এসব বিষয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোনো ধরনের ফিত্না সৃষ্টি করা ঠিক নয়।

কোরআনে কতটি মঞ্জিল

প্রশ্ন ঃ কোরআনুল কারীমে কতটি মঞ্জিল রয়েছে এবং মঞ্জিলের অর্থ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর কোরআনে মোট সাতটি মঞ্জিল রয়েছে। অভিধানে মঞ্জিলের অর্থ করা হয়েছে, 'অবতরণের স্থানসমূহ, থামার স্থান, বিশ্রাম স্থল বা প্রাসাদ।' কোরআন তিলাওয়াতের সময় আল্লাহর রাসূল যে পর্যন্ত তিলাওয়াত করে থামতেন, সেখানে এক মঞ্জিল ধরা হয়েছে।

কোরআনের বাংলা অনুবাদ খতম করা

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর কোরআনের বাংলা অনুবাদ এবং বাংলা উচ্চারণ পড়ে কোরআন খতম করলে কোরআন খতম করার সওয়াব পাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ জ্বি না, বাংলা ভাষায়ই শুধু নয়—আল্লাহ তা'য়ালা যে আরবী ভাষায় কোরআন তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, সেই আরবী ভাষা ব্যতীত পৃথিবীর অন্য যে কোনো ভাষায় পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকী পাওয়া যাবে না। অন্য ভাষায় কোরআনের অনুবাদ অথবা উচ্চারণ সম্বলিত যে গ্রন্থ তা মূল কোরআন নয়। তা কোরআনের উচ্চারণ বা অনুবাদ মাত্র। যে আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সেই ভাষায় কোরআন তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক অক্ষরে দশটি করে নেকী তিলাওয়াতকারীর আমল নামায় লিখা হবে—এ কথা হাদীসে বলা হয়েছে। আরবী ভাষা সম্বলিত মূল কোরআনকে অন্য কোনো ভাষায় রুপান্তরিত করে তা তিলাওয়াত করলে সে তিলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ হবে না। কারণ, ভাষা বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদদের গবেষণা অনুযায়ী পৃথিবীর প্রথম ভাষা হলো আরবী এবং আরবী হলো সমস্ত ভাষার জননী। আরবীর গর্ভ থেকেই অন্যান্য সমস্ত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

কোরআনের ভাষা এমন একটি ভাষা, যা সহীহ-শুদ্ধ করে পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় যথাযথভাবে উচ্চারণ করা যায় না। এ কারণে অন্য কোনো ভাষায় কোরআনের তিলাওয়াতও সহীহ্ হয় না। তবে বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে হবে। কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তি তার মাতৃ ভাষায় কোরআন বুঝতে পারবে। মাতৃ ভাষায় কোরআনের অনুবাদ এবং যেসব তাফসীর বের হয়েছে, তা অধ্যয়ন করতে হবে এবং কোরআনের বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু যখন কোরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন তা করতে হবে আরবী ভাষায়।

তিলাওয়াত না অধ্যয়ন

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকেন যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কোরআন তিলাওয়াত করার জন্য নাজিল করেননি, কোরআন অধ্যয়ন করার জন্য নাজিল করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ যারা এ ধরনের কথা বলে থাকে, তারা কথাটি সর্বাংশে সঠিক বলেন না। আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক। কোরআন আল্লাহর নাজিল করা কিতাব এবং এই কিতাব ঈমানের সাথে পড়লে প্রত্যেক অক্ষরে দশটি করে নেকী আমলনামায় লিখা হবে। আর কোরআন অধ্যয়ন বলতে 'কোরআনে যা পড়া হচ্ছে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা অর্থাৎ আল্লাহর কোরআন বুঝে পড়া।' কারণ কোরআনই হলো মানব জাতির জন্য সর্বশেষ আসমানী কিতাব তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণকৃত একমাত্র জীবন বিধান। এই কিতাবের পরে দ্বিতীয় কোনো কিতাবের আগমন আর কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে না। সুতরাং যে মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে কোরআনকে প্রেরণ করা হয়েছে, তা মানব জাতিকে বুঝতে হবে এবং এ কারণেই কোরআন শুধুমাত্র আরবী ভাষায় সওয়াবের নিয়তে পড়া নয়, কোরআনের বিধান অনুসরণের জন্য অধ্যয়ন করতে হবে। নীরব নির্জন পরিবেশে শেষ রাতে কোরআন যেমন আরবী ভাষায় পড়তে হবে, অনুরূপভাবে নিজের মাতৃ ভাষায় অধ্যয়ন করতে হবে। কোরআনের বিধান না জানা এবং অনুসরণ না করার কারণেই মুসলমানদের ওপরে মহাদুর্যোগ নেমে এসেছে।

টাকা নিয়ে ইমামতী করা

প্রশ্ন ঃ কোরআন শিক্ষা দিয়ে, মসজিদে ইমামতি করে বা খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করে টাকা নেয়া কি জায়েজ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ জায়েজ আছে। আপনি যে লোকটির ওপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার তো পোষাক, আহার, বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। তার সংসার রয়েছে। তার ওপরে এসব দায়িত্ব অর্পণ করা না হলে তিনি অন্যত্র চাকরী বা ব্যবসা করে নিজের জরুরী প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে পারতেন। খতিব বা ইমাম এবং কোরআন শিখানোর দায়িত্ব যখন তার উপরে অর্পণ করা হয়েছে, তখন সেই ব্যক্তির পক্ষে কোনো চাকরী বা ব্যবসা করা সম্ভব নয়, সে সময় তার নেই। সুতরাং তিনি চাকরী বা ব্যবসা করে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম ছিলেন, ততটুকু না দিলেও যতটুকু দিলে তার জরুরী প্রয়োজনসমূহ পূরণ হয়, ততটুকু তো তাকে দিতেই হবে। সুতরাং যে সকল আলিম কোরআন ও ইসলামী বিদ্যা শিক্ষাদানে অথবা অন্য কোনো ইসলামী কাজ সম্পাদনে সময় ও শক্তি ব্যয় করে থাকেন, তাদের পক্ষে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই কাজের মজুরী ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত–বৈধ।

কোরআন না বুঝে পড়া

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে, কোরআন না বুঝে পড়লে জাহান্নামে যেতে হবে। প্রশ্ন

হলো, আমরা আরবী ভাষা বুঝি না, এখন শিখবো সে সময় নেই। এই অবস্থায় আমাদের জন্য করণীয় কি দয়া করে বলুন।

উত্তর ঃ কোরআন না বুঝে পড়লে জাহান্নামে যেতে হবে–এ কথা ঠিক নয়। তবে কোরআনের বিধান অনুসরণ না করলে জাহান্নামে যেতে হবে, এ কথা আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনের মাধ্যমেই জানিয়ে দিয়েছেন। আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করে কোরআন বুঝে তারপর কোরআনের বিধান অনুসরণ করতে হবে, এ যুক্তি ঠিক নয়। মাতৃ ভাষায় কোরআন-হাদীসের তাফসীর রচিত হয়েছে, ইসলাম সম্পর্কে অগণিত সাহিত্য রয়েছে, কোরআনের তাফসীর-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে এবং সে অনুসারে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন গঠন করতে হবে।

একের অধিক কোরআন দান করে দিন

প্রশ্ন ঃ আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো কোরআনুল কারীম রয়েছে। প্রশ্ন হলো, সবগুলোই কি পাঠ করতে হবে এবং না করলে কি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের প্রয়োজনে যে কয়টি প্রয়োজন, তা বাড়িতে রেখে অন্যগুলো এমন লোককে দান করলে সওয়াব হবে, যার পক্ষে কোরআন মাজীদ কিনে পড়ার মতো অর্থ নেই। অথবা কোনো মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করে দিলেও সওয়াব হবে। কোরআন মাজীদ অধ্যয়ন না করে শুধু শুধু ঘরে যত্নের সাথে তুলে রাখার মধ্যে কোনো সওয়াব নেই।

কোরআনের ক্যালিগ্রাফি

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন ক্যালেন্ডারে কোরআনের আয়াত ক্যালিগ্রাফি আকারে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, কোরআনের ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত মোটা কাগজ কি সাধারণভাবে ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর ঃ না, যাবে না। কোরআন ও হাদীস আরবী বা অন্য কোনো ভাষায় যদি কোনো কাগজ বা জিনিসের ওপর লিখা থাকে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যদি সংরক্ষণ করার মতো হয়, তাহলে সংরক্ষণ করতে হবে, নতুবা তা পানির মধ্যে ফেলে দিতে হবে, অথবা মাটির নীচে গেড়ে রাখতে হবে।

জের-জবরের উচ্চারণ

প্রশ্ন ঃ আরবী জের–এর উচ্চারণ ে-কার না ি-কার উচ্চারিত হবে, যেমন হা জের হে অথবা হি উচ্চারণ হবে, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আরবী জের-এর উচ্চারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ি-কারই উচ্চারণ করে থাকেন।

মাইকে কোরআন তিলাওয়াত

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলে থাকে যে, মাইকে কোরআন তিলাওয়াত এবং আযান দেয়া হারাম। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ যারা মাইকে বা লাউড স্পিকারে কোরআন তিলাওয়াত ও আযান দেয়া হারাম বলে থাকে, তারা অজ্ঞতার কারণেই এ ধরনের কথা বলে থাকে। এসব লোকদের কথায় আপনারা কর্ণপাত করবেন না। আযানে, নামাজে এবং তিলাওয়াতে মাইক ব্যবহার নাজায়েয হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মসজিদ বায়তুল্লাহ্ শরীফ, মদীনার মসজিদে নববী এবং পবিত্র হজ্জে মাইক ব্যবহার করা হতো না। সুতরাং জাহিলদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না।

বহুমাত্রিক জগৎ ও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি

পৃথিবী সম্প্রসারিত হচ্ছে

প্রশ্ন ঃ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এবং ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে থাকবে। পবিত্র কোরআনে কি এ কথার সমর্থনে কোনো কথা আছে এবং থাকলে তা কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে আছে?

উত্তর ঃ বিজ্ঞানীগণ মাত্র কিছু দিন পূর্বে জানতে পারলেন যে, এই মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তারা এক সাথে অনেকগুলো গ্যালাক্সির রেড শিফ্ট ও ব্লু শিফ্ট নিয়ে প্রস্তুত সেটের ওপর গবেষণা করে দেখতে পেলেন যে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি কখনো একটি অন্যটির সমান্তরাল নয়। একটি গ্যালাক্সি আরেকটি গ্যালাক্সি থেকে দূরত্ব রচনা করে চলেছে ক্রমাগত। বিষয়টি সহজ করে বুঝানোর জন্য তারা সমস্ত মহাবিশ্ব ব্যবস্থাকে একটি ক্রমাগত ফুলতে থাকা বেলুনের সাথে তুলনা করেছেন। এই গোটা নিখিল মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বিজ্ঞানীরা আজ যে কথা বলছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই কথা প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারণ করিয়েছেন। যিনি পৃথিবীর কোনো শিক্ষাঙ্গনে কখনো লেখাপড়া করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের সূরা আয্ যারিয়াতের ৪৭ নম্বর আয়াতে এভাবে বলেছেন–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ–

আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলেই এই আকাশ সৃষ্টি করেছি, অবশ্যই আমি মহান ক্ষমতাশালী। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

এই আয়াতের অনুবাদ এমনও হতে পারে, 'আকাশমন্ডলকে আমি নিজস্ব শক্তিবলে সৃষ্টি করেছি আর আমিই এর শক্তি রাখি।' মূল আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইন্না লামুছিউন' এখানে ব্যবহৃত 'মুছিউন' শব্দের অর্থ শক্তি-সামর্থের অধিকারী, বিশালতা ও বিস্তৃতি দানকারী বা সম্প্রসারণকারী। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ এটা দাঁড়াবে যে, 'এই আকাশমন্ডল আমি কারো সাহায্য নিয়ে নয়, নিজের শক্তির বলেই

বানিয়েছি এবং এর সৃষ্টি আমার শক্তি-সামর্থের আওতার বহির্ভূত ছিলো না।' আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এই আয়াতের অর্থ এমন হবে যে, 'এই বিশাল মহাবিশ্বকে আমি মাত্র প্রথমবার সৃষ্টি করেই নীরব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাইনি, বরং আমি ক্রমাগত এই মহাবিশ্বকে প্রশস্ততা-সম্প্রসারণতা দান করছি এবং প্রতি মুহূর্তে এতে আমার সৃজনশীলতার নিত্য-নতুন সৃষ্টির কার্যকারতা প্রকাশ পাচ্ছে।' বিজ্ঞানের এসব বিষয় জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীর ও আমপারার তাফসীর আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবে, বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী পাঠ করুন।

আকাশ কতটি

প্রশ্ন ঃ দৃশ্যমান আকাশের পরেও নাকি আরো ছয়টি আকাশ রয়েছে। যদি তা থেকেই থাকে তাহলে সেসব আকাশের কথা কি কোরআনে আছে?

উত্তর ঃ এসব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন স্পষ্ট ভাষায় মানুষকে অবগত করেছে। এখানে স্বল্প পরিসরে এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে প্রকৃত বিষয় অনুভব করা যাবে না। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক হলে তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'তাঁরই প্রশংসা–জগতসমূহের রব যিনি' ও 'বহুমাত্রিক জগতের ধারণা ও পৃথিবীর সুরক্ষিত ছাদ' এবং 'বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত ধারণা' ইত্যাদী শিরোণামসমূহ অধ্যয়ন করুন।

অগণিত জগৎ

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলে থাকে যে, দৃশ্যমান এই জগতের বাইরেও আরো অনেক জগৎ রয়েছে। কোরআন-হাদীস কি এ কথা সমর্থন করে?

উত্তর ঃ সূরা ফাতিহা নামাজের প্রত্যেক রাকাআতেই পড়তে হয়, এই সূরার প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগতসমূহের রব।' এই আয়াত ব্যতীতও কোরআনের বহু আয়াত রয়েছে, যেসব আয়াতে অগণিত জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে কোরআন-হাদীস ও বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীর পাঠ করুন, আশা করি বিষয়টি সম্পর্কে আপনার ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আহ্‌লে হাদীস ও মাযহাব-ওহাবী

আহ্‌লে হাদীস-চার মাযহাব

প্রশ্ন ঃ আহ্‌লে হাদীস নামে পরিচিত দলটি চার মাযহাবের কোনো একটিরও অনুসরণ করেন না, চার মাযহাব অনুসরণ করা কি জরুরী এবং না করলে কি মুসলমান থাকা যাবে না?

উত্তর ঃ আহ্‌লে হাদীস নামে পরিচিত দলটি নিঃসন্দেহে মুসলমান এবং যারা চার

মাযহাবের যে কোনো একটি অনুসরণ করে তারাও মুসলমান। মাযহাব অনুসরণ না করে কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা অনেক বিজ্ঞ আলিমের জন্যও কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক মাস্‌আলা এমন আছে, যা অনেকের পক্ষেই অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এসব কারণেই অভিজ্ঞ আলিম ও মুফতীদের কাছ থেকে মাস্‌আলা জেনে নেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ও মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে গবেষণা করে ফিকাহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ইমামগণ নানা জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন-বড় বড় আলিম ছিলেন। আহ্‌লে হাদীস বা হাদীসের অনুসরণ করে যারা নামাজ-রোজা ও ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণ করছেন, তারাও সঠিক পন্থাই অনুসরণ করছেন।

আবার যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার জন্য চার মাযহাবের অনুসরণ করছেন, তারাও সঠিক পন্থাই অনুসরণ করছেন। আহ্‌লে হাদীস ও চার মাযহাবের অনুসারীগণের মধ্যে মাস্‌আলা-মাসায়েল সম্পর্কিত ছোটখাটো বিষয় ব্যতীত ফরজ আদায়ের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন নামাজে হাত বাঁধার ব্যাপারে কেউ হাত বাঁধছেন নাভীর ওপরে, কেউ বুকের ওপরে আবার কেউ হাত ছেড়ে দিয়েই নামাজ আদায় করছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে যেমন নাভীর ওপর হাত বেঁধেছেন আবার বুকের ওপরও হাত বেঁধেছেন। এমনকি তিনি কখনো হাত ছেড়ে দিয়েও নামাজ আদায় করেছেন। সুতরাং আহ্‌লে হাদীসের অনুসারী ভাইয়েরা যেভাবে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করছেন, তার কোনোটিই হাদীসের বাইরে নয়–সবটিই হাদীস সম্মত। আবার যারা মাযহাব অনুসরণ করেন, তারাও কোরআন-হাদীসেরই অনুসারী। আপনি ইচ্ছা করলে চার মাযহাবের যে কোনো একটি অনুসরণ করতে পারেন। আবার যদি ইচ্ছা না হয় তাহলে মাযহাব অনুসরণ না করে শুধু কোরআন-হাদীস অনুসরণ করলে 'আপনি শরীয়ত অনুসরণ করছেন না' এমন কথা কোনো বিজ্ঞ-মুহাক্কিক আলিম বলবেন না।

হানাফী মাযহাবের সাথে বিয়ে

প্রশ্ন ঃ হানাফী মাযহাবের লোকদের সাথে অন্য মাযহাবের লোকদের বিয়ে জায়েজ আছে কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই জায়েজ আছে এবং হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এবং আহলে হাদীস–সকলেই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী। মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের দিক থেকে কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য রয়েছে শুধু মাত্র কয়েকটি পদ্ধতিগত বিষয়ে। যেমন কেউ নামাযে বুকের ওপরে হাত বাঁধে,

কেউ নাভির ওপরে হাত বাঁধে। কেউ উচ্চস্বরে আমীন বলে কেউ নিঃশব্দে আমীন বলে। কেউ রুকুতে যাবার সময় হাত উঠায়, কেউ উঠায় না এবং এগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহর রাসূল এমনটি করেছেন। সুতরাং এদের সকলেই মুসলমান এবং এদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে জায়েয।

হানাফীদের নামাজ আদায় পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ হানাফীরা যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করে, তাদের নামাজ কি সঠিক হয়?

উত্তর ঃ সঠিক না হওয়ার পেছনে তো কোনো দলিল নেই। সুতরাং হানাফী, হাম্বলী, শা'ফী ও মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ এবং আহ্‌লে হাদীসের অনুসারীগণ যে নিয়মে নামায আদায় করে থাকেন, তার পেছনে দলিল রয়েছে।

সুন্নী ও ওয়াহাবী

প্রশ্ন ঃ সুন্নী এবং ওহাবী বলতে কি বুঝায় অনুগ্রহ করে আলোচনা করবেন।

উত্তর ঃ আমরা সকলেই সুন্নী অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল যে বিধানসহ আগমন করেছেন, তার অনুসারী। রাসূলের সুন্নাতের যারা অনুসারী তারাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ভুক্ত এবং এই আকিদা-বিশ্বাস অনুসারে যারা জীবন পরিচালিত করেন, তারাই সুন্নী।

শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজ্‌দী (রাহঃ) কোরআন-হাদীস তথা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো ধরনের আইন-কানুন, নিয়ম-পদ্ধতি ও প্রথা ক্ষণিকের জন্যও বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইসলাম বিরোধী ইংরেজ শক্তি ক্রমশ মুসলিম দেশসমূহ দখল করে তাদের নগ্ন সভ্যতা বিস্তার করছিলো। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজ্‌দী (রাহঃ) ইংরেজদের প্রভাব বলয় থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৮ শতকে তিনি এক অপ্রতিরোধ্য ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে ইংরেজ ও তাদের পদলেহী শক্তি নিজেদের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠতে দেখে দিশাহারা হয়ে আলিম নামধারী দুনিয়া পূজারী লোকজনকে তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়ার কাজে অর্থের বিনিময়ে নিয়োজিত করে। এসব ভাড়াটিয়া আলিমরা তাঁকে ও তাঁর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকদেরকে ইসলামের বিপরীত ওহাবী ফের্‌কার অনুসারী হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালায়। ফলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুসলমানরা এই বিভ্রান্তকর প্রচারে প্রভাবিত হয়। ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকরা তাদের লেখনীতে শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজ্‌দী (রাহঃ) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন নামে উল্লেখ করে মুসলমানদের মধ্যে ফেত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টি করার কাজে বর্তমানেও লিপ্ত রয়েছে।

আল্লাহ–খোদা কোন্ নাম প্রযোজ্য?

আল্লাহ্ জুলুম করেন না

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের জন্য জুলুম হারাম ঘোষণা করেছেন।' কথাটির তাৎপর্য আমি অনুধাবন করতে পারিনি। অনুগ্রহ্ করে ব্যাখ্যা দিলে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ জুলুমের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কারো প্রতি জুলুম করেন না অর্থাৎ কারো প্রতি তিনি সামান্যতম অবিচার করেন না। পৃথিবীতে আল্লাহর যে বান্দাহ্ তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁর নে'মাতের নাশোকরী করে, তাঁর দ্বীনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে বা প্রকাশ্যে যুদ্ধ করে, এ ধরনের কোনো বান্দার প্রতিই আল্লাহ্ তা'য়ালা সামান্যতম অবিচার করেন না। যে যেমন কর্ম করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তেমনই প্রতিফল দান করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দার মধ্যে ক্রোধ ও দয়া সামান্য পরিমাণ দিয়েছেন এবং এর সংযত ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ লোভে পড়ে, হিংসার বশবর্তী হয়ে বা ক্রোধের সময় অন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে থাকে। কিন্তু যে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের মধ্যে দয়া ও ক্রোধ দিয়েছেন, সেই আল্লাহ্ তা'য়ালার দয়া ও ক্রোধ যে কত বেশী তা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ক্রোধের সময় বা দয়া করেও কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করেন না। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না।

আল্লাহ্ সুন্দর নামের অধিকারী

প্রশ্ন ঃ আল্লাহকে 'আল্লাহ' বলেই ডাকতে হবে, এ কথা কি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং তাঁর নিজের পরিচয় পবিত্র কোরআনে 'আল্লাহ' নামেই দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا–وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهٖ–سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

আল্লাহ্ সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী, তাঁকে সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকো। সেই লোকদের কথার কোন মূল্য দিও না, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। (আ'রাফ–১৮০)

এ ধরনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেকে 'আল্লাহ' নামেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই নাম ব্যতীতও আরো গুণবাচক নাম যেমন, রাহ্মান, রাহীম,

গফুর, গাফ্ফার, জাব্বার, শাকুর, সালাম ইত্যাদী নাম রয়েছে এবং এসব নামেও তাঁকে সম্বোধন করা যাবে। সুতরাং যে নামে তিনি নিজের পরিচয় তাঁর বান্দাদের কাছে পেশ করেছেন, সেই নামেই তাঁকে ডাকতে হবে। 'আল্লাহ' শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আল্লাহ্–আল ইলাহ' শিরোণাম পাঠ করুন, বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আল্লাহকে খোদা, ঈশ্বর ও ভগবান নামে ডাকলে ক্ষতি কি

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর সিফাতী নামের মধ্যে 'খোদা' বলে কোনো নাম নেই, কিন্তু কোরআনের অধিকাংশ তাফসীরের মধ্যে 'আল্লাহ্' শব্দের পরিবর্তে 'খোদা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহকে যদি 'খোদা' নামেই ডাকা যায়, তাহলে তাঁকে ঈশ্বর বা ভগবান নামে ডাকলে কেনো আপত্তি উঠবে?

উত্তর ঃ আপনি সত্য বলেছেন যে, আল্লাহ ছুব্হানাহু ওয়াতা'লার সিফাতী নামসমূহের মধ্যে 'খোদা' বলে কোনো নাম নেই। প্রকৃত বিষয় হলো, 'খোদা' শব্দটি এসেছে পার্সী ভাষা থেকে। আল্লাহ তা'য়ালার কোরআন পাক-ভারত উপমহাদেশে আরবী ভাষা থেকে প্রথমে পার্সী ভাষায় অনুবাদ ও তাফসীর হয়েছে। এরপর উর্দ্দু ভাষায় হয়েছে এবং উর্দ্দু ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও তাফসীর হয়েছে। তাছাড়া এদেশে এক সময় রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিলো পার্সী। এসব প্রভাবের কারণেই বাংলা ভাষায় যাঁরা কোরআনের তাফসীর অনুবাদ করেছেন, তাদের অধিকাংশ অনুবাদক 'খোদা' শব্দটিকে পরিবর্তন করেননি। পার্সী ভাষাভাষী লোকজন স্রষ্টাকে 'খোদা' হিসাবে সম্বোধন করে বিধায় সাধারণ মানুষের বোধগম্যের লক্ষ্যে মুফাস্সিরীনে কিরাম 'খোদা' শব্দটিকেই তাঁদের তাফসীরে ব্যবহার করেছেন। পার্সী অভিধানে 'খোদ্' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'শিরস্ত্রাণ' অর্থাৎ যা মাথায় পরিধান করা হয়েছে বা দেহের মধ্যে যা সবথেকে উপরে অবস্থান করে। অর্থাৎ 'খোদ্' বলতে সেই জিনিসকে বুঝায়, যা সবথেকে ওপরে অবস্থান করে এবং ওপরে অবস্থান করার কারণে যা সর্বাধিক সম্মানীত ও মর্যাদাবান। 'খুদ্' শব্দের অর্থ করা হয়েছে, নিজস্ব, নিজের তথা আপনসত্ত্বা সম্পর্কিত। 'খুদী' শব্দের অর্থ করা হয়েছে, অহং, আমিত্ব, আত্ম ইত্যাদী। কোনো কোনো অভিধানে 'খোদা' শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'খোদ্ যো আয়া' অর্থাৎ যা স্বয়ং এসেছে, যাকে কেউ আনেনি, যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি, যাকে কেউ জন্ম দেয়নি, যাকে কেউ প্রকাশিত করেনি, যাকে কেউ উদয় করেনি, যাকে কেউ আবির্ভূত হবার ব্যাপারে সাহায্য করেনি। অর্থাৎ যিনি নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয়েছে, 'স্বয়ম্ভু' অর্থাৎ যিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং 'খোদা' নামটি শির্ক-এর গন্ধ মুক্ত বলেই কোনো কোনো সম্মানীত আলেম মনে করেছেন এবং নিজের তাফসীরে শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আপনি জানতে চেয়েছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালাকে যদি 'খোদা' নামেই ডাকা যায়, তাহলে 'ভগবান বা ঈশ্বর' নামে কেনো ডাকা যাবে না? না, ডাকা যাবে না। কারণ এই শব্দ দুটো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজন স্রষ্টাকে ডাকার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ ধরনের কোনো নামে নিজেকে উল্লেখ করেননি। এরপর 'ভগবান ও ঈশ্বর' এই শব্দ দুটোর পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ রয়েছে। এই শব্দ দুটোর রূপান্তর ঘটানো যায় এবং এর অর্থও ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ভগবানের ভগবতী রয়েছে, ঈশ্বরের ঈশ্বরী রয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে 'আল্লাহ' ও আল্লাহ তা'য়ালার অন্যান্য গুণবাচক নাম ব্যতীত অন্য কোনো নামে ডাকা যাবে না। এমনকি খোদা নামেও আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ডাকা উচিত নয়। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আল্লাহ–আল ইলাহ' শিরোণাম পাঠ করুন, বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আল্লাহ্ বলেছেন, আমি ও আমরা

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কোরআনে কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'য়ালা 'আমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন? আল্লাহ্ হলেন এক ও একক, তাহলে কোরআনে তিনি 'আমরা' শব্দ কেনো ব্যবহার করেছেন, বিস্তারিত জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে 'ইবাদাত, তাক্বওয়া, খাওফ্ ও তায়াক্কুল' এই চারটি ক্ষেত্রে 'আমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইবাদাত তথা দাসত্ব, গোলামী, উপাসনা ও আরধনা করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এ জন্য কোরআনে বলা হয়েছে, একমাত্র আমিই দাসত্ব লাভের অধিকারী। এ ব্যাপারে অন্য কেউ অংশীদার নয়। তাক্বওয়া অর্জন তথা পরহেজগার হতে হবে একমাত্র আমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। খাওফ্ অর্থাৎ ভয় করতে হবে একমাত্র আল্লাহকেই। অন্য কোনো শক্তিকে ভয় করা যাবে না। তাওয়াক্কুল তথা নির্ভরতা, ভরসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তা'য়াল ওপরেই নির্ভর করতে হবে। যে কোনো ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেই সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করে তাঁরই ওপরে নির্ভর করতে হবে। এ জন্য পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, একমাত্র আমারই ওপরে নির্ভর করো এবং আমাকেই সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করো।

অপরদিকে কোরআনে 'আনা, নাহ্নু যার অর্থ হলো আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'আমরা' শব্দটি যদিও বহুবচন, কিন্তু আরবী ভাষায় 'আমরা' শব্দটি সম্মান-মর্যাদাসম্পন্ন বা মর্যাদা প্রকাশক শব্দ। এই শব্দটি সম্মান-মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যেও যেমন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অনুরূপ বহুবচনের উদ্দেশেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোরআনে 'আমরা' শব্দ দেখে এ ধারণা করার অবকাশ নেই যে, 'আল্লাহর কোনো শরীক

রয়েছে।' নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক–আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার সেই লোকগুলোকে এক আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন–যে লোকগুলো আল্লাহ তা'য়ালার শরীক রয়েছে বলে বিশ্বাস করতো। এই লোকগুলোর সামনেই কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, কিন্তু তারা কোরআনে 'আমরা' শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখে এ প্রশ্ন তোলেনি যে, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলছেন আল্লাহর কোনো শরীক নেই এবং এক আল্লাহরই গোলামী করতে হবে, অথচ সেই আল্লাহই 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করে নিজের শরীক আছে বলে স্বীকার করছেন!' আরবের অংশীবাদীরা এই ধরনের কোনো প্রশ্ন তোলেনি, কারণ তারা ছিলো আরবী ভাষী এবং আরবী ভাষার বাকরীতি সম্পর্কে তাদের পূর্ণ ধারণা ছিলো। আপনারা বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় দেখবেন গ্রন্থকার লিখছেন, 'এই গ্রন্থ পাঠকালে কোথাও যদি কোনো ভুল-ক্রটি কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তাহলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবো।' এখানেও বিষয়টি লক্ষণীয়, গ্রন্থ লিখেছেন একজন লোক আর সংশোধনের কথা বলতে গিয়ে নিজেকে 'আমরা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 'আমরা' শব্দ মর্যাদা প্রকাশক শব্দ, এ কারণেই কোরআনে তা ব্যবহৃত হয়েছে। সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞাপক নানা শব্দ মানুষকে কোরআনই শিক্ষা দিয়েছে।

দাড়ির পরিমাণ

দাড়ি প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ আমার আব্বা ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত কিন্তু তিনি দাড়ি রাখেন না। দাড়ি রাখার কথা বললে তিনি বলেন, এটা জরুরী নয়। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানিয়ে দিন।

উত্তর ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দাড়িকে লম্বা করো, গোঁফকে ছোটো করো।' আল্লাহর রাসূলের স্পষ্ট আদেশ অনুসারে দাড়ি রাখতে হবে। তাঁর আদেশ ওয়াজিবের সমপর্যায়ের। সুতরাং রাসূলের আদেশ অনুসরণ করতে হবে। দাড়ি রাখা জরুরী নয়–এ কথা যিনি বলেছেন, তিনি ঠিক বলেননি। এই পৃথিবীতে কোনো একজন নবীও দাড়ি বিহীন ছিলেন না, কোনো একজন সাহাবাও দাড়ি বিহীন ছিলেন না। প্রত্যেক শতাব্দীতে আল্লাহ তা'য়ালা যাঁদেরকে মুজাদ্দিদ হিসাবে মনোনীত করেছেন, তাঁরাও কেউ দাড়ি বিহীন ছিলেন না। আমাদের কাছে যাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার ওলী হিসাবে পরিচিত, তাঁদের মধ্যেও কেউ দাড়ি বিহীন ছিলেন না। সুতরাং মুসলমান হিসাবে দাড়ি রাখতে হবে–দাড়ি রাখা একান্তই জরুরী। দাড়ি বিহীন অবস্থায় যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহলে আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেকে তাঁর উম্মত হিসাবে পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে নিজের মুক্তির জন্য সুপারিশ চাইবেন কেমন করে?

এক মুষ্ঠি দাড়ি

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখা 'সুন্নাতে রাসূল (দঃ) এর অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি' নামক বইটিতে দাড়ি রাখার ব্যাপারে লিখেছেন, এক মুষ্ঠির থেকে ছোট দাড়ি রাখা উচিত হবে না। প্রশ্ন হলো, অনেক ইসলামপন্থী লোকদেরকে আমরা এমন ছোট দাড়ি রাখতে দেখি, মনে হয় যেনো কয়েক দিন দাড়ি কাটেনি তাই খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ আপনাকে মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন বিজয়ীর আসনে বসে গোটা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে, তখন গোঁফ-দাড়ি কেটে ক্লিন সেভ হওয়া বা দাড়ি ফেলে দিয়ে শুধু গোঁফ রাখার সংস্কৃতি চালু করেছে। প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম দেশই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কর্তৃক যুগের পর যুগ ধরে প্রভাবিত রয়েছে। এই অবস্থায় অধিকাংশ মুসলিম শিশু দাড়িবিহীন পরিবারে জন্ম নিচ্ছে এবং দাড়িবিহীন পরিবেশেই বেড়ে উঠছে। তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে যে, দাড়ি কেটে ক্লিন সেভ হওয়া Smartness আর দাড়ি রাখলে মানুষ Smart থাকতে পারে না। দাড়ি রাখলে চেহারা-সুরত অনুজ্জ্বল ও অসুন্দর হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের অন্ধপূজারীরা দাড়িকে অবাঞ্ছিত মনে করছে এবং কেউ যদি দাড়ি রাখে তাহলে তাকে বিদ্রূপ করে, হেয়-প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। যেসব ছাত্র দাড়ি রাখছে, তাদের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে 'দাড়ি রাখলে উন্নতি ব্যহত হবে এবং কোনো উচ্চপদে চাকরী পাওয়া যাবে না। বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষ অপছন্দ করবে না।' বর্তমান সমাজের এটাই হলো বাস্তব অবস্থা। এই পরিবেশের মধ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনে শরীক হচ্ছেন তাদের মধ্যে কারো কারো দাড়ির এ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে বিষয়টি যারাই অনুধাবন করছেন তারাই সংশোধিত হচ্ছেন।

ছোট দাড়িওয়ালার পেছনে নামাজ

প্রশ্ন ঃ যাদের দাড়ি ছোটো, তাদের পেছনে নামাজ আদায় করা কি সঠিক হবে?

উত্তর ঃ কোরআন তিলাওয়াত সহীহ, নামাজের যাবতীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং শরীয়তের মাস্‌আলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত আছেন, কিন্তু তার দাড়ি ছোটো–এই ব্যক্তির তুলনায় ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সেখানে উপস্থিত থাকে এবং তার দাড়িও এক মুষ্ঠি পরিমাণ লম্বা, তাহলে এই ব্যক্তির পেছনেই নামাজ আদায় করতে হবে। দাড়ি ছোটো কিন্তু সে ব্যক্তি যদি পরহেজগার ও ইসলামী জ্ঞানে একমুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি যে ব্যক্তির রয়েছে, তার তুলনায় অগ্রগামী হয় তাহলে দাড়ি ছোটো হলেও তার পেছনেই নামাজ আদায় করতে হবে। এক ব্যক্তি পরহেজগার, শরীয়তের জ্ঞানে অন্যের তুলনায় অভিজ্ঞ এবং ফরজ-ওয়াজিব মেনে চলেন কিন্তু তার

দাড়ি ছোটো, শুধু মাত্র এ কারণেই তার পেছনে নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকা যাবে না। দাড়ি বেশ বড় কিন্তু শরীয়তের কিছুই জানে না এবং তার আমলও উত্তম নয়, শুধুমাত্র দাড়ি বড় হওয়ার কারণেই ইমামতীর দায়িত্ব তার প্রতি অর্পণ করা যাবে না, অন্যান্য শর্তের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

মিথ্যা অপবাদ দেয়া

প্রশ্ন ঃ মিথ্যা অপবাদ দেয়া কি ধরনের গোনাহ্ শরীয়তের দৃষ্টিতে আলোচনা করবেন।

উত্তর ঃ একজনের মধ্যে যে দোষ নেই অথবা যে অপরাধ সে করেনি, যে দোষে সে দোষী নয় সেই দোষ তার ওপর আরোপ করার নামই হলো মিথ্যা অপবাদ। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা মারাত্মক গোনাহ্। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আহযাবের ৫৮ নম্বর আয়াতে বলেন–

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا–

আর যারা মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তারা একটি বড় অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহের বোঝা নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছে।

বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন ভালো-মন্দ বিচার না করেই কোনো কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান। মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত–আল্লাহর রাসূল বলেছেন–যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (অর্থাৎ জিহ্বা বা বাকশক্তি) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (যৌনাঙ্গ) নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তার জান্নাতের জন্য যামিন হতে পারি। (মুসলিম)

আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলার জন্য জিহ্বা দিয়েছেন, এই জিহ্বা দিয়ে যা খুশী তাই বলা যাবে না। জিহ্বার সংযত ব্যবহার করতে হবে। জিহ্বাকে ব্যবহার করে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া যাবে না, এটা হারাম এবং কবীরা গোনাহ্। পরকালে এর জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার জন্য শাস্তির বিধান চালু করা হবে।

মুখে ফুল চন্দন পড়ুক

প্রশ্ন ঃ অনেকে নিজের অনুকূলে কারো মুখ থেকে শুভ কোনো কথা শোনার পরে বলে থাকে, 'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।' প্রশ্ন হলো, এ ধরনের কথা বলা ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু জায়েজ?

উত্তর ঃ ফুল ও চন্দন হিন্দুদের পুজার অপরিহার্য উপকরণ এবং নিজের অনুকূলে কোনো শুভ কথা শুনলে 'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক' কথাটি বলা হিন্দুদের সংস্কৃতি। শুভ বা অশুভ কোনো সংবাদ শুনলে, খুশীর মুহূর্তে, কষ্টের সময়, বিপদের সময় কি বলতে হবে, এসব কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন। সুসংবাদ শুনলে বলতে হবে আল হাম্‌দু লিল্লাহ। অশুভ সংবাদ বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে দেখলে বলতে হবে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কেউ কোনো উপহার দিলে বলতে হবে, যাজাকুমুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকেও এর বিনিময় দান করুন। কারো বিদায়ের মুহূর্তে বলতে হবে, ফী আমানিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন। সুতরাং টাটা, বাই বাই, মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, এসব অমুসলিম সংস্কৃতি পরিহার করে ইসলামী সংস্কৃতি অনুসরণ করতে হবে। নিজের অনুকূলে কোনো শুভ কথা কারো মুখ থেকে শুনলে বলতে হবে, আমীন অর্থাৎ তোমার কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা মঞ্জুর করে নিন।

স্বামীর উপার্জন–স্ত্রীর অপব্যয়

প্রশ্ন ঃ স্বামী বিদেশে থেকে সীমাহীন কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করে আর স্ত্রী দেশে অবস্থান করে স্বামীর কষ্টার্জিত উপার্জনের অর্থ বেহিসাবী খরচ করে। এতে করে স্ত্রী গোনাহ্‌গার হচ্ছে কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ আয় ও ব্যয় করার ব্যাপারে ইসলাম সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। অযথা ব্যয় করার ব্যাপারে আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করেছে–

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ–

অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। (সূরা বনী ইস্‌রাঈল-২৭)

স্বামী দেশে পিতার বা নিজের সহায়-সম্পদ, বাড়ির ভিটা-মাটি বিক্রি করে বিদেশে গিয়েছে অধিক অর্থোপার্জন করার লক্ষ্যে। বিদেশে যারা দৈহিক শ্রম দিয়ে অর্থোপার্জন করে, তারা যে কি ধরনের কষ্ট করে তা নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেই কষ্টার্জিত অর্থ তারা পরিবারের সদস্যদের সুখের জন্য প্রেরণ করে থাকে। সুতরাং প্রবাসীদের অর্থ ব্যবহারে পরিবারের লোকদের সংযত হওয়া উচিত। শাড়ি দশটি আছে, নতুন ডিজাইনের আরেকটি কিনতে হবে। লিপস্টিক আর সেন্টের ছড়াছড়ি, তবুও আরো চাই। প্রত্যেক বছরে গহনা, ফ্রীজ আর সোফার মডেল চেঞ্জ করতে হবে, এই ধরনের মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। যে বেচারী আপনজনদেরকে ছেড়ে বছরের পর বছর ধরে বিদেশে অবস্থান করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করছে, সে-ই জানে অর্থোপার্জন করা কতটা কষ্টকর। সুতরাং কেউ যদি অপব্যয় করে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর কোরআনের ভাষায় শয়তানের

আপনজনে পরিণত হয়ে যাবে আর শয়তান তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে আখিরাতের ময়দানে জাহান্নামে যাবে।

দুষ্টামী করে মিথ্যা বলা

প্রশ্ন ঃ দুষ্টামি করে আমরা ভাইবোন-বন্ধুদের সাথে মিথ্যা কথা বলি এবং বাচ্চাদেরকে মিথ্যা ভয় দেখাই, সান্ত্বনা দেই বা লোভ দেখাই, এতে কি আমরা গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ দুষ্টামী করে কারো গলায় ছুরি চালিয়ে দিলে তো গলা কেটে যাবে, সুতরাং দুষ্টামী করে হোক বা রসিকতা করে হোক কোনো অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না–তবে কৌশল করা যেতে পারে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মৃদু রসিকতা করেছেন। একদিন তিনি হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে উদ্দেশ্য করে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদেরকে বললেন, 'দেখো দেখো, এক মুয়াজ্জিন আরেক মুয়াজ্জিনকে জবেহ্ করছে।' রাসূলের কথায় উপস্থিত সাহাবাগণ হতচকিত হয়ে হযরত বিলালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি মোরগ জবেহ্ করছেন। হযরত বিলাল ছিলেন মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন অপরদিকে মোরগও নামাজের সময় হলে ডাক দেয়। বিষয়টি সাহাবগণ উপলব্ধি করে হেসে উঠলেন। সুতরাং রসিকতার মধ্যেও সততা থাকতে হবে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। আর শিশুদের ক্ষেত্রে বিষয়টি তো সাংঘাতিক অপরাধ। শিশু খাচ্ছে না বা ঘুমাতে রাজি হচ্ছে না তখন অনেকে বলে থাকে যে, বাঘ আসছে তাড়াতাড়ি ঘুমাও। তুমি না খেলে শিয়াল এসে খেয়ে নেবে তাড়াতাড়ি খাও। শিশুর কাছ থেকে পড়া আদায় করার জন্য মিথ্যা লোভ দেখানো বা হাতের মুষ্টি বন্ধ করে শিশুকে লোভ দেখানো যে, কাছে এসো তাহলে চকলেট দেবো। এভাবে করলে শিশুর মধ্যে অহেতুক ভীতির সৃষ্টি হবে এবং শিশু নিজ পারিবারিক পরিমন্ডল থেকেই মিথ্যার চর্চা শিখবে। সুতরাং এ ধরনের কোনো কথা বলা যাবে না, বেয়াড়া শিশু, কিশোরদের সাথে কৌশল করে কাজ আদায় করতে হবে।

অভিশাপ দেয়া

প্রশ্ন ঃ একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে রাগের সময় কি অভিশাপ দিতে পারে? হোক সে মাতা-পিতা বা সন্তান বা অন্য কোনো পরিচিতজন?

উত্তর ঃ একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে কোনোক্রমেই অভিশাপ দিতে পারবে না, মুসলমানদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিশাপ দেয়া হারাম। হোক সে পিতামাত বা অন্য কোনো পরিচিত বা অপরিচিতজন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ–

তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের উপর অভিশম্পাত করবে না। (হুজুরাত-১১)

কৃষ্ণবর্ণ শব্দের ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণ বলতে হিন্দুদের অবতারকে বুঝানো হয় বলেই আমরা জানি। প্রশ্ন হলো, ইসলামপন্থী লোকদের জন্য কথার মধ্যে 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করা কি জায়েজ হবে?

উত্তর ঃ কৃষ্ণলীলা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ভগবান শ্রী কৃষ্ণের দেহের রং ছিলো ঘনকালো। এ জন্য তাকে ঘনশ্যাম, কানু, কানাই ইত্যাদি নামে বিশেষিত করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এর উচ্চারণ হলো 'কৃষ্ন' বাংলা ভাষায় তা পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয় 'কৃষ্ণ' এবং এর অর্থ হলো কালো। যেমন কৃষ্ণাভ' শব্দের অর্থ হলো কালো আভাযুক্ত। কালো হরিণকে বলা হয় কৃষ্ণমৃগ। চাঁদ উদিত হবার ১৫ তারিখের পর থেকে সময়ের যে তিথি আরম্ভ হয়, তাকে কৃষ্ণপক্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কারণ সে সময় রাতে চাদের আলো হ্রাস পেতে থাকে, ফলে রাতে অন্ধকার ঘনায়মান হয়। কালোবর্ণকেই কৃষ্ণবর্ণ বলা হয়ে থাকে। সুতরাং বাংলাভাষায় কথার ভেতরে এ শব্দ ব্যবহারে দোষের কিছু নেই।

গরু-ছাগল ভাগে দেয়া

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ নিজের গরু-ছাগল অন্যের কাছে লালন-পালনের জন্য দেয়, এই প্রথাকে বাগী দেয়া বলে এবং বাচ্চা হলে তা ভাগ করে নেয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ 'ভাগে দেয়া' শব্দটিকে একশ্রেণীর মানুষ 'বাগী দেয়া' শব্দে পরিবর্তিত করেছে। বিষয়টি ইনসাফভিত্তিক হলে নাজায়েজ হবার তো কোনো কারণ নেই।

মৃত মাছ খাওয়া

প্রশ্ন ঃ মৃত পশুর গোস্ত খাওয়া হারাম। অনেকে বলে থাকে যে, মৃত মাছ খাওয়াও ঠিক নয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ মৃত মাছ খাওয়া ঠিক নয়–এ কথা যারা বলে তারা না জেনেই এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে। আল্লাহর রাসূল পুকুর, নদী, সমুদ্র, খাল-বিল, হাওড় ইত্যাদিতে যে মাছ আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন, তা জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই হালাল করে দিয়েছেন। বোখারী শরীফে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের একটি বাহিনী বিশেষ একটি এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা সমুদ্র উপকূলে বিশাল একটি মৃত মাছ পেয়েছিলেন। বিশ দিনেরও অধিক দিন তাঁরা সেই মাছটিকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে কিছু অংশ সাথে করে মদীনায় এনে বিষয়টি আল্লাহর রাসূলকে অবহিত করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ

তা'য়ালা তোমাদের জন্য যে রিযিক দিয়েছেন, তা তোমরা খাও। সে মাছটির কোনো অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট থাকলে তা আমাদেরকে দাও।' এ সময় সাহাবাদের কেউ কেউ সেই মাছের কিছু অংশ রাসূলের খেদমতে পেশ করলেন এবং রাসূল তা আহার করেছিলেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا–

তিনিই আল্লাহ যিনি নদী–সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত করে রেখেছেন, যেনো তোমরা এসব থেকে টাটকা গোস্ত লাভ করতে পারো। (সূরা নাহ্‌ল)

নওমুসলিম তার অমুসলিম পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী

প্রশ্ন ঃ তাফসীর মাহফিল এসে আপনার বক্তব্য শুনে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। প্রশ্ন হলো, এসব নওমুসলিম কি তাদের অমুসলিম পিতা-মাতার সম্পদের অধিকারী হবে? অথবা তাদের অমুসলিম পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যদি স্বেচ্ছায় তাদেরকে কোনো উপহার উপঢৌকন দেয়, অর্থ-সম্পদ দান করে, তাহলে তা কি গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের স্পষ্ট ঘোষণা হলো–মুসলমান কাফিরের ওয়ারিশ নয় এবং কাফিরও মুসলমানের ওয়ারিশ নয়।'

সুতরাং ইসলামের মিরাসী আইন অনুসারে কোনো মুসলমান অমুসলিমের সম্পদের ওয়ারিশ নয়। তবে নওমুসলিমদেরকে তাদের অমুসলিম কোনো আত্মীয়-স্বজন যদি সৎ নিয়তে কোনো উপহার উপঢৌকন দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে, এসব দান বা উপহার দেয়ার পেছনে তাকে পুনরায় কুফরীর দিকে আকৃষ্ট করার কোনো উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে কিনা। যদি থেকে থাকে, তাহলে বিনয়ের সাথে তা ফিরিয়ে দেয়া উত্তম হবে।

বরের হাতে নববধুকে সোপর্দ করার প্রথা

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকায় রেওয়াজ আছে, বিয়ের পরে মেয়েকে বরের হাতে সোপর্দ করার সময় বলা হয়, 'ওপরে আল্লাহ-রাসূল ও নিচে মা খাকিকে (পায়ের নীচের মাটি) সাক্ষী রেখে তোমার হাতে মেয়েটিকে দিলাম।' এই ধরনের রেওয়াজ মেনে চলা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ এই রেওয়াজ হিন্দুদের সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাসূল পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলের সত্তাও এমন নয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সর্বত্র দেখা ও শোনার গুণে গুণান্বিত হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা। আর খাক্ মানে হলো মাটি, যা নিষ্প্রাণ। মাটিকে কোনো মুসলমান সাক্ষী মানতে পারে না। এ ধরনের কথা বললে শিরক্ হবে এবং শিরক হলো অমার্জনীয়

অপরাধ। আল্লাহ তা'য়ালা শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। এ ধরনের কথা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর নামে কালিমা পড়ে তুমি মেয়েটিকে গ্রহণ করেছো, সুতরাং ঐ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তুমি মেয়েটির সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

না জেনে পাপ করলে

প্রশ্ন ঃ না জেনে যে পাপ বা অন্যায় করা হয়, তা কি আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করবেন?

উত্তর ঃ মুসলিম হিসাবে কোন্ কাজটি পাপ ও কোন্ কাজটি পুণ্য তথা কোন্‌টি আল্লাহর আদেশ ও কোন্‌টি আল্লাহর নিষেধ, এই মৌলিক জ্ঞানটুকু অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপরও যদি আল্লাহর কোনো খালেস্ বান্দার দ্বারা অজ্ঞাতে কোনো নাফরমানীমূলক কাজ ঘটেই যায়, আল্লাহ তা'য়ালা গাফুরুর রাহিম–আশা করা যায় তওবা করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন।

হাতে চূড়ি ছাড়া স্বামীকে পানি দেয়া

প্রশ্ন ঃ হাতে চূড়ি না পরলে নাকি স্বামীর আয়ূহ্রাস পায়, এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ ইসলামী শরীয়াতে এ ধরনের কোনো কথার অস্তিত্ব নেই।

পূর্বে করা গোনাহ্ সম্পর্কে খোঁটা দেয়া

প্রশ্ন ঃ একজন মেয়ে মারাত্মক গোনাহের কাজে লিপ্ত ছিলো। এখন সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে পর্দায় থাকে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ তার গত জীবনের কথা উল্লেখ করে তাকে আঘাত করে। এভাবে গত জীবনের কথা উল্লেখ করে আঘাত করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূলের অধিকাংশ সাহাবীর বিগত জীবন ছিলো ইসলামী জীবন ধারার বিপরীত। তাঁরা কুফরী থেকে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের গত জীবনের গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাঁদের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। ইসলামী সমাজে কখনো এমনটি দেখা যায়নি যে, অতীত জীবনের কথা উল্লেখ করে কেউ কাউকে আঘাত করেছে এভাবে আঘাত করা মারাত্মক অপরাধ। নিজের ভুল অনুভব করতে পারাও মহান আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ এবং আল্লাহর কোনো বান্দাহ্ যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে সৎ পথে ফিরে আসে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌلِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى–

যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারপর সোজা-সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অনেক বেশী ক্ষমাশীল। (সূরা ত্বা-হা-৮২)

তওবাকারীদের জন্য আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের হাদীসে অনেক সুসংবাদ শোনানো হয়েছে। সুতরাং যারা তওবা করে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করে, তাদের গত জীবনের পাপের কথা উল্লেখ করে আঘাত করা বড় ধরনের গর্হিত কাজ। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তার অর্থ তো এটাই দাঁড়ায় যে, মানুষটি পাপ-পঙ্কিলতার সমুদ্র থেকে উঠে এসে খুবই খারাপ কাজ করেছে এবং পুনরায় তার ঐ পাপের জগতেই ফিরে যাওয়া উচিত। এ ধরনের কথা বলার অর্থ হলো, খারাপ মানুষগুলোকে সৎ পথে ফিরে আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা। কারণ খারাপ পথে যারা রয়েছে, তারা তো এই চিন্তাই করবে যে, ভালো হলেও সমাজের মানুষগুলো তাদেরকে গ্রহণ করবে না এবং গত জীবনের কথা উল্লেখ করে বার বার আঘাত করে মানসিক যন্ত্রণা দেবে। অতএব ভালো হয়ে কাজ নেই যে পথে আছি সে পথেই চলতে থাকি। সুতরাং যারা তওবা করে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করছে, তাদের জন্য দুয়া করতে হবে এবং গত জীবনের পাপের কারণে তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না পড়ে, এ জন্য কোরআন ও হাদীস থেকে ঐ কথাগুলো শোনাতে হবে, যে কথাগুলোয় ক্ষমার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

বার বার পাপ করে তওবা করা

প্রশ্ন ঃ পাপ করে তওবা করে পুনরায় সেই একই পাপ করে আবার তওবা করে। এই তওবার মূল্য কতটুকু?

উত্তর ঃ তওবা করার পরে যদি পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্বোক্ত পাপই বার বার করতে থাকে আর বার বার তওবা করতে থাকে, তাহলে বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহর সাথে প্রহশন করার শামিল হয়ে দাঁড়ায় এবং এ ধরনের লোকের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা ক্রোধান্বিত হবেন। এই ধরনের তওবার কোনো মূল্য নেই। তবে তওবা করার পরেও যদি কারো দ্বারা ভুলক্রমে বা মানবীয় দুর্বলতার কারণে হঠাৎ সেই পাপই সংঘটিত হয়, যে পাপে সে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান। তাঁর কাছে চোখের পানি ফেলে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। বার বার আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া মুমীনের লক্ষণ।

মন ভাঙা ও মসজিদ ভাঙা

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকেন যে, মানুষের মন ভাঙ্গা এবং আল্লাহর ঘর মসজিদ ভাঙ্গা একই কথা। এসব লোক কি সঠিক কথা বলে?

উত্তর ঃ এই কথাটি একটি উদ্ভট কথা। কেউ যখন কারো অবৈধ প্রত্যাশা পূরণ করে না তখন 'মন ভাঙ্গা আর মসজিদ ভাঙ্গা সমান কথা' ধরনের কথা বলে তার মনকে নরম করার চেষ্টা করা হয়। ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের কথার কোনো ভিত্তি নেই।

একজন মুসলমান হিসাবে এ কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে যে, কারো মন রক্ষা করতে গেলে যদি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হয়–তাহলে কারো মনই রক্ষা করা যাবে না বরং আল্লাহর বিধানকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

রাসূল গায়েবের সংবাদ জানতেন কি

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবের সংবাদ জানতেন। প্রশ্ন হলো, আল্লাহর রাসূল অন্তরযামী ছিলেন কিনা?

উত্তর ঃ গায়েবের সংবাদ একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কেউ যদি গায়েবের সংবাদ জানে বলে দাবী করে তাহলে বুঝতে হবে সে লোকটি মিথ্যাবাদী–ভন্ড। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই প্রয়োজন অনুসারে গায়েবের সংবাদ অবহিত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লামকেও গায়েবের সংবাদ ঐটুকুই জানানো হয়েছিলো, যতটুকু তাঁকে জানানো প্রয়োজন ছিলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'অন্তর' সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ অন্তরযামী নয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ 'অন্তরযামী বা অন্তরের সংবাদ জানে' এ কথা যারা বিশ্বাস করবে, তারা শির্কের মতো ক্ষমার অযোগ্য গোনাহে জড়িয়ে পড়বে।

প্রসাব করে ঢিলা কুলুপ ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ প্রসাব করে ঢিলা বা টিসু পেপার দিয়ে কুলুপ নেয়া জরুরী। প্রশ্ন হলো, কুলুপ নেয়ার সময় প্রসাব যদি হাতে লাগে, তাহলে কি গোটা শরীর অপবিত্র হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ না, গোটা শরীর অপবিত্র হবে না। যে স্থানে প্রসাবের স্পর্শ ঘটেছে, সেস্থান পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। সেই সাথে অজুও করা উচিত।

পেপসী শব্দের অর্থ কি

প্রশ্ন ঃ পেপসী একটি পানীয় বস্তু, এর বানান হলো Pepsi। অনেকে বলে থাকে যে, P=PAY. E=EACH. P=PENY. S=TO SAVE. I-ISRAEL. অর্থাৎ এর প্রত্যেকটি কপর্দক ইসরাঈল রাষ্টকে রক্ষা করার জন্য ব্যয় করো। মুসলমানদের বুকে বিষ ফোঁড়ার মতই ইসরাঈল রাষ্ট্রটি এবং গোটা বিশ্বে সর্বাধিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত। শূকুরের রক্ত থেকে সংগৃহীত পেপসীন নামক উপাদান পেপসীর মধ্যে মিশিয়ে তা মুসলমানদেরকে পান করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন মুসলমানরা যদি পেপসী কিনে পান করে তাহলে ইসরাঈলকে টিকিয়ে রাখা এবং তাদের সন্ত্রাসী কর্মাকান্ডে সহযোগিতা করা হয় না কি?

উত্তর ঃ মুসলমানদের এই দুর্দিনে যিনি এই প্রশ্নটি করেছেন, তিনি অত্যন্ত ভালো কাজ করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রশ্নকারীকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত

করুন। উক্ত পানীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় এবং লিফলেটে আপত্তিকর কথাবার্তা দীর্ঘদিন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো, এসব আপত্তিকর সংবাদের কোনো প্রতিবাদ উক্ত পানীয় কোম্পানীর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে না। এটা যদি ইয়াহূদীদের কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত হয়ে থাকে, তাহলে তা ক্রয় করা ইয়াহূদীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে সহযোগিতারই শামিল হবে। শুধু পেপসীই নয়, ইয়াহূদীদের উৎপাদিত যাবতীয় পণ্য বর্জন করা বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। আর শূকুরের রক্তের উপাদান যদি তাতে মিশ্রিত হয়ে থাকে, তাহলে তা পান করা হারাম। তবে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জেনে নেয়া উচিত।

কুকুর পোষা

প্রশ্ন ঃ কুকুরের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে মানুষকে উপকৃত হতে দেখা যায়। বর্তমানে কুকুর মাদকদ্রব্যের, অস্ত্রের বা সন্ত্রাসীর অবস্থান সম্পর্কে সহযোগিতা করছে। কিন্তু ইসলাম কুকুর পোষা হারাম করেছে। এ অবস্থায় কিভাবে কুকুর থেকে উপকৃত হওয়া যাবে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব গোষ্ঠীর জন্য যেসব প্রাণী অথবা বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন, তার পেছনে যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান। হারাম ঘোষিত প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর ও মানব স্বভাবের বিপরীত উপাদান নিহিত রয়েছে এবং এসব উপাদান ঐসব বস্তু ও প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় বলেই তা তাদের মধ্যে দেয়া হয়েছে। শখ করে অথবা পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে কুকুর পোষা জায়েজ নেই। কুকুর থেকে উপকৃত হতে হলে যথাযথভাবে তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং প্রতিপালনের স্থান হতে হবে ভিন্ন। মানুষ যে ঘরে বাস করে সে ঘরে যেনো কুকুর প্রবেশ না করে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

হারাম প্রাণী অকারণে ধ্বংস করা

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক ঘোষিত হারাম বস্তু বা প্রাণী অকারণে ধ্বংস বা নিধন করা কি শরীয়ত জায়েজ করেছে?

উত্তর ঃ জ্বি না, জায়েজ করেনি। অকারণে অর্থাৎ যতক্ষণ হারাম ঘোষিত বস্তু বা প্রাণী দ্বারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হচ্ছে অথবা ক্ষতির আশংকা না করা হচ্ছে, ততক্ষণ তা ধ্বংস করা বা হত্যা করা যাবে না। কুকুর বা শূকুর হারাম বলেই অকারণে কেউ যদি তা হত্যা করে বা এসব প্রাণীর ওপর জুলুম করে তাহলে তাকে গোনাহ্গার হতে হবে। কুকুর যদি উন্মাদ হয়ে যায় এবং মানুষ বা অন্য প্রাণীর ক্ষতি করতে থাকে, তখন তাকে হত্যা করা যেতে পারে।

পূজার নিমন্ত্রণ খাওয়া

প্রশ্ন ঃ আমার বেশ কিছু হিন্দু প্রতিবেশী রয়েছে, তাদের সাথে আমার পরিবারের সকল সদস্যের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ঈদের সময় আমরা তাদেরকে দাওয়াত দিলে তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করে আমাদের বাড়িতে আসে এবং আহার করে। তাদের পূজার সময়ও তারা আমাদেরকে দাওয়াত দেয় এবং পূজার প্রাসাদ খেতে দেয়। প্রশ্ন হলো, তাদের দেয়া খাবার কি আমরা খেতে পারবো?

উত্তর ঃ হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে এবং পূজার সামনে নানা ধরনের ফলমূল ও মিষ্টান্ন দ্রব্য পরিবেশন করে থাকে–যা প্রসাদ হিসাবে পরিগণিত। মূর্তির নামে যা যবেহ করা হয় এবং তার সামনে যেসব খাবার পরিবেশন করা হয়, সেসব প্রসাদ মুসলমানদের জন্য খাওয়া হারাম। আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যেসব প্রাণী যবেহ করা হয় বা যে প্রাণী আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি, তা খাওয়া মুসলমানদের জন্য হারাম।

মুরতাদ কাকে বলে

প্রশ্ন ঃ আপনি, বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেব ও মুফতী আমিনী সাহেব আমাদের দেশের কতিপয় প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীকে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আসলে মুরতাদ কাদেরকে বলা যায়?

উত্তর ঃ মুরতাদ তাদেরকেই বলা হয়, যারা এক সময় মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতো বা এক সময় মুসলমান ছিলো, কিন্তু পরবর্তীতে মুখের কথা, লেখনী বা কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সে ইসলামকে ত্যাগ করলো বা ইসলামের মোকাবেলায় ভিন্ন আদর্শ তার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। এক সময় যারা নিজেকে মুসলমান দাবি করার পর আল্লাহ-রাসূল এবং ইসলামের বিধি-বিধান তথা ঈমান-আকীদা শুধু অবজ্ঞাই করে না অস্বীকারও করে–কোরআন-হাদীস ও ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে তারাই মুরতাদ।

ওয়াদা পালন করা

প্রশ্ন ঃ ওয়াদা বা চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে? এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলে খুশী হবো।

উত্তর ঃ ওয়াদা বা চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদায় বলেছেন, 'হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজেদের চুক্তিসমূহ পালন করো।' সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে, 'তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' সূরা নাহল-এ বলা হয়েছে, 'তোমরা একে অপরের সাথে যখন আল্লাহর নামে

ওয়াদা করো তা যেনো পূর্ণ করো।' সুতরাং ওয়াদা বা চুক্তি লংঘন করা বড় ধরনের গোনাহ্। এ ওয়াদা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত পালন করতে হবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুনাফিকের লক্ষণ হলো তিনটি। যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে। যখন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে যখন আমানত রাখা হয় সে তার খেয়ানত করে।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যার ভেতরে চারটি দোষ পাওয়া যাবে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুনাফিক। যার মধ্যে চারটির যে কোনো একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি অভ্যাস রয়েছে। যতক্ষণ সে অভ্যাস ত্যাগ না করবে ততক্ষণ তার মধ্য থেকে মুনাফেকীর খাস্লত দূর হবে না। প্রথমটি হলো, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে। দ্বিতীয়টি হলো, সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে। তৃতীয়টি হলো, সে যখন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে আর চতুর্থটি হলো, যখন সে ব্যক্তি কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখন সে অশ্লীল-অশালীন ভাষায় গালি দেয়।' সুতরাং ওয়াদা বা চুক্তির বিষয়টি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সকল মুসলমানকে ওয়াদার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। নতুবা আদালতে আখিরাতে গ্রেফতার হতে হবে।

হারাম কাজে ওয়াদা করা

প্রশ্ন ঃ একজন না জেনে শরীয়তে জায়েজ নেই–এমন বিষয়ে আল্লাহর নামে ওয়াদা করেছে। তারপর যখন জানতে পারলো যে, সেই কাজটি করা শরীয়ত জায়েজ করেনি। এখন কি সে তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবে না পালন করবে?

উত্তর ঃ যে বিষয় ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে, সে ব্যাপারে যদি কেউ না জেনে ওয়াদা করে, তারপর সেটা হারাম জানার পর পালন করা যাবে না। পালন করলে গোনাহ্গার হতে হবে। হারাম বিষয়ে আল্লাহর নামে ওয়াদা করেছিলো, এ জন্য সেই ব্যক্তিকে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে অলীক কাহিনী

প্রশ্ন ঃ হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সম্পর্কে নানা ধরনের কাহিনী আমরা শুনে থাকি এবং এসব অনেক কাহিনীই অবাস্তব বলে মনে হয়। প্রশ্ন হলো, তাঁর সম্পর্কে সহীহ ঘটনা জানতে হলে কোন্ গ্রন্থ পাঠ করতে হবে?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী ও তাঁর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে নানা ধরনের ভিত্তিহীন ঘটনা সম্বলিত বই এক শ্রেণীর লোকজন অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে প্রকাশ করে বাজারজাত করছে। এসব বই না পড়ে 'মহিলা সাহাবী, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, বিশ্বনবীর সাহাবী, হায়াতুস্ সাহাবা' ইত্যাদি বইগুলো পড়া যেতে পারে।

চন্দ্র গ্রহণ ও গর্ভবতী নারী

প্রশ্ন ঃ চন্দ্র গ্রহণের সাথে গর্ভবতী নারীর কি কোনো সম্পর্ক আছে? কেউ কেউ বলে থাকে যে, এ সময় যদি গর্ভবতী নারী দুটো জিনিস একত্র করে কাটে, তাহলে তার গর্ভের সন্তান নাকি বিকলাঙ্গ হয়? বিষয়টি কি সত্য?

উত্তর ঃ বিষয়টি নিতান্তই কুসংস্কার প্রসূত। শরীয়তে এর কোনোই ভিত্তি নেই। তবে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় পৃথিবীর পরিবেশে সাময়িকের জন্য কিছুটা পরিবর্তন ঘটে থাকে। আলো ও তাপের তারতম্যের কারণে বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয় এ জন্য কারো কারো শারীরিক কিছুটা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যেমন বাতের রোগী, শ্বাসকষ্টের রোগী বা অন্য কোনো রোগীর কষ্ট সাময়িকের জন্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

দেহের মেদ-চর্বি কমানো

প্রশ্ন ঃ দেহের মেদ-চর্বি কমানোর জন্য বেশ কিছু যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব যন্ত্রের সাহায্যে দেহের মেদ-চর্বি-ভূড়ি কমানো কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের কারণে যদি দেহে মেদ-ভূড়ি সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, যে পরিমাণ গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ থাকে। একদিকে মেদ-ভূড়ি কমানোর চেষ্টা করা হবে আর অপরদিকে সীমার অতিরিক্ত তৈলযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা হবে, এ প্রচেষ্টা হাস্যকর। হ্যাঁ, দেহের যদি কোনো ক্ষতি ন হয়, তাহলে যন্ত্রের সাহায্যে মেদ-ভূড়ি কমানো জায়েজ আছে।

অমুসলিমের দাওয়াত গ্রহণ করা

প্রশ্ন ঃ কোনো মুসলমানকে যদি কোনো অমুসলিম খাওয়ার দাওয়াত দেয়, তাহলে সে দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে কিনা অথবা মুসলমানরা অমুসলমানদের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে?

উত্তর ঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় যদি তারা হালাল শুক্না খাদ্য পরিবেশন করে, তাহলে তা খাওয়া যাবে। মুসলমান ও অমুসলমান সবাই মানুষ এবং মানুষ হিসাবে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ ও ব্যবহার করতে হবে। তাঁদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন বা ঘৃণা পোষণ করা যাবে না। তাদের বিপদ-মুসিবতে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের প্রতি কোনো ধরনের জুলুম করা যাবে না। তাদের

কোনো অধিকার ক্ষুন্ন করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'কোনো মুসলমান যদি কোনো অমুসলমানের প্রতি জুলুম করে, তাহলে আমি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন সেই অমুসলমানের পক্ষাবলম্বন করে উক্ত মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবো।'

অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব

প্রশ্ন ঃ অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ মুসলমানের যাবতীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হতে হবে ইসলামের ভিত্তিতে। সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখা যায়, এক ভাইয়ের বন্ধুকে শত্রু মনে করে না এবং এক ভাইয়ের শত্রুকে আরেক ভাই বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করে না। ভাইয়ের বন্ধুকে আরেক ভাই শত্রুই মনে করে। অনুরূপভাবে একজন ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারকেই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত করবে। তার দ্বীন, ঈমান-আকিদা ও আদর্শের শত্রুকে বা বিপরীত আদর্শের অনুসারীকে সে কখনো প্রাণের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। যদি করে তাহলে মনে করতে হবে, তার ঈমান দুর্বল। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কাফির ও মুশরিকরা পরস্পরের সহযোগী এবং ঈমানদাররা পরস্পরের সাহায্যকারী ও সহযোগী।' দ্বীন, ঈমান ও আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কারো সাথেই হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই করতে হবে এবং কারো সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে হলেও তা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই করতে হবে। যতটুকু সম্পর্ক রাখলে দ্বীন, ঈমান আদর্শের কোনো ক্ষতি হবে না, ততটুকু সম্পর্ক অমুসলিমদের সাথে রাখতে হবে। নিজের ঈমান ও স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।

অমুসলিমের চেহারার প্রশংসা করা

প্রশ্ন ঃ হিন্দু, খৃষ্টান তথা কোনো অমুসলিমের চেহারার সৌন্দর্যের প্রশংসা করা কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ মুসলিম ও অমুসলিম সকলকেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি কর্মের প্রশংসা করা ঈমানেরই পরিচায়ক। পক্ষান্তরে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, কারো চেহারা-স্বাস্থ্য সুন্দর হবার কারণে কামনা তাড়িত হয়ে তার প্রশংসা করলে গোনাহ্গার হতে হবে।

বিধবা নারী অকল্যাণের প্রতীক

প্রশ্ন ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় যে, অমঙ্গল বা অকল্যাণের আশঙ্কায় বিধবা নারীদেরকে বিয়ে অথবা সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ বিধবা নারীগণ পারিবারিক বা সামাজিক শরীয়ত সম্মত যে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে, এতে কোনো বাধা নেই। তারা অকল্যাণ বা অমঙ্গলের প্রতীক নয়। হিন্দু ধর্মে বিধবা নারীকে অকল্যাণ বা অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তাকে স্বামীর সাথে জ্বলন্ত চিতায় সহমরণে গমন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং ভিন্ন জাতির অনুকরণে বিধবা নারীকে অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করলে যেমন গোনাহ্গার হতে হবে, অনুরূপভাবে এতে করে নারীর সম্মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে এবং মানবতাকে পদদলিত করা হচ্ছে। সামাজিক এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সকলকেই সচেতন হতে হবে।

শ্বাস কষ্টের রোগীর মুখে নেকাব ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ কোনো মহিলা যদি শ্বাস কষ্টের রোগী হয় এবং সে মুখে নেকাব ব্যবহারে অপারগ। এ ক্ষেত্রে তার করণীয় কি?

উত্তর ঃ পাত্‌লা কাপড়ের নেকাব ব্যবহার করবে। আর যদি পাত্‌লা কাপড়ের নেকাব ব্যবহার করলেও শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়, তাহলে নেকাব ব্যবহার করবে না।

ভুলক্রমেও যদি হারাম খাদ্য গ্রহণ করা হয়

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকে যে, ভুলক্রমেও যদি হারাম খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তাহলে শরীর অপবিত্র হয়ে যায় এবং অপবিত্র শরীরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে না। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করলে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ এ ধরনের কথা যারা বলে থাকেন, তারা ভুল কথা বলেছেন। না জেনে কেউ যদি হারাম খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে বিষয়টি জানার পরে আল্লাহর দরবারে তওবা করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। ভবিষ্যতে খাদ্য গ্রহণ কালে হারাম-হালাল সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে নয়—না জেনে হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা হয়েছে, এতে দেহ অপবিত্র হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সেই বান্দার আবেদন কবুল করবেন না, এ কথার কোনো ভিত্তি নেই।

বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে

প্রশ্ন ঃ বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে ইত্যাদি পালন করা যায় কিনা এবং এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কোনো উপহার দেয়া জায়েয কিনা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ বিশেষ দিনে এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা মুসলিম সংস্কৃতিতে নেই। এগুলো আমদানী করা হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে। এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে পালন করতে দেখা যায় না। যারা অর্থশালী স্বচ্ছল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকেই এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে দেখা যায়। একজন মানুষ যখন তার অর্থ ছিলো না, তখন তার মনে ম্যারেজ ডে, বার্থ ডে ইত্যাদী পালন

করার সখ জাগেনি। যখনই তার হাতে অর্থ এলো, তখনই এসব অনুষ্ঠান পালন করার সখ তার মধ্যে চিড়বিড়িয়ে উঠলো। এসব অনুষ্ঠান অর্থ-সম্পদশালীদের এক ধরনের বিলাসিতা বৈ আর কিছুই নয়। উপহার লাভের আশায় এই জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে হৈ-হুল্লোড় করা হয়-যা শরীয়তে জায়েয নেই। যে কোনো অনুষ্ঠানেরই আয়োজন করা হোক না কেনো, তা শরীয়তের গন্ডীর মধ্যে পালন করতে হবে।

কোন্ ধরনের বই-পুস্তক পড়বো

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে এমন অসংখ্য ইসলামী বই-পুস্তক বাজারে দেখা যায়-যা অধিকাংশই ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রশ্ন হলো, আমরা কোন্ লেখক বা চিন্তাবিদ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ পাঠ করে প্রকৃত ইসলাম জানার সুযোগ পাবো?

উত্তর ঃ এটা আল্লাহ তা'য়ালার অসীম নে'মাত যে, পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত, প্রশংসিত আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদেরও অভাব পৃথিবীতে নেই। আপনারা তাঁদের রচিত বই-পুস্তক গ্রন্থাদি পাঠ করে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে আপনাকে দেশের ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তম সংগঠন জামাআতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আপনি তাদের সাথে যোগযোগ করুন, তথ্য নির্ভর ইসলামী সাহিত্য পড়ার সুযোগ পাবেন।

ওকালতি পড়া

প্রশ্ন ঃ ওকালতি পড়া ও ওকালতির ব্যবসা করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কিনা, অনুগ্রহ করে বলবেন।

উত্তর ঃ ওকালতি পড়া ও ব্যবসা করা মোটেও হারাম নয়। তবে এই ব্যবসার মধ্যে যদি কোনো ছল-চাতুরী বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহলে গোনাহ্গার হতে হবে। একটি লোক মারাত্মক অপরাধের অপরাধী, নারী ধর্ষন করেছে, ডাকাতী করেছে, ছিনতাই করেছে, চুরি করেছে, জালিয়াতী করেছে আর তার পক্ষে উকিল সাহেব কোর্টে দাঁড়িয়ে সাফাই গাইছেন, 'আমার মোয়াক্কেল নির্দোষ, তিনি মোটেও অপরাধ করেননি।' এভাবে মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে দোষীকে নির্দোষ ও নির্দোষীকে দোষী বানানো হারাম।

পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক ও মুসলমানদের করুণ ইতিহাস

প্রশ্ন ঃ পুরান ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সামনে যে পার্কটি রয়েছে, তার নাম ভিক্টোরিয়া পার্ক। আমার বাসায় জামাআতে ইসলামীর একজন মহিলা এসে কথা প্রসঙ্গে বললেন, ঐ পার্কের সাথে মুসলমানদের করুণ ইতিহাস জড়িত। বিষয়টি কতটুকু সত্য আপনার মুখ থেকে জানতে পারলে বাধিত হতাম।

উত্তর ঃ আপনি যে মহিলার কাছ থেকে পার্কটির সাথে মুসলমানদের করুণ ইতিহাস জড়িত রয়েছে বলে শুনেছেন—সঠিক কথাই শুনেছেন। ১৮৭৫ সালে সমগ্র উপমহাদেশ ব্যাপী মুসলিম ও ইসলাম বিদ্বেষী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব শুরু হয়েছিলো, সেই বিপ্লবের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছেন সম্মানীত আলেম-ওলামাগণ। ঢাকার এই অঞ্চলে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মাওলানা মরহুম পীর আলী শহীদ (রাহঃ)। স্থানীয় ইংরেজদের কিছু সংখ্যক পা চাটা গোলাম বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতায় বিপ্লবী মুজাহিদরা ইংরেজদের হাতে বন্দী হয় এবং তাঁদের ওপরে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। সে সময় বর্তমানের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নাম ছিলো আন্তাগড়ের মাঠ এবং যেখানে পার্কটি রয়েছে সেখানে অনেক বড় বড় গাছ ছিলো। সেই গাছের ডালে ১৬০ জন মুজাহিদ আলেমে দ্বীনকে নিষ্ঠুরভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়েছিলো এবং তাঁদের লাশ কাফন-দাফনও করতে দেয়া হয়নি। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, তিন মাসের অধিক সময় ধরে শহীদদের লাশ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। এরপর জালিম ইংরেজরা ঐ স্থানটির নাম তাদের রাণীর নামে নামকরণ করেছিলো ভিক্টোরিয়া পার্ক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ঐ নাম পরিবর্তন করে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের নামে নামকরণ করে অর্থাৎ বাহাদুর শাহ পার্ক করেছিলো এবং সিপাহী বিপ্লবের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি মিনার নির্মাণ করেছিলো। যা বর্তমানেও আছে এবং এভাবেই ঐ পার্কটি মুসলমানদের করুণ ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আলেমে দ্বীনদের শাহাদাতের অমর স্মৃতি জড়িয়ে রেখেছে।

বিদেশের হোটেলে শূকরের গোস্ত বা মদ

প্রশ্ন ঃ বিদেশে যেসব হোটেলে শূকরের গোস্ত বা মদ কেনাবেচা হয়, সেসব হোটেলে চাকরী করা জায়েয কিনা বা সেখানে চাকরী করে উপার্জিত অর্থ দান করলে সওয়াব হবে কি?

উত্তর ঃ যেখানে চাকরী করলে হারাম জিনিস বিক্রি করতে হয় বা হারামের সাথে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে চাকরী না করে সেই স্থানেই চাকরীর সন্ধান করতে হবে, যেখানে এসবের আশঙ্কা থাকবে না। বর্তমান পৃথিবীতে চাকরীর অভাব নেই, সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে এমন জায়গায় চাকরী করা জায়েয হবে না, যেখানে চাকরী করলে হারাম জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে এবং হারামের সাথে জড়িত হতে হবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী

প্রশ্ন ঃ হাদীসে বলা হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। কিন্তু কতক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখলে যদি সম্মান-মর্যাদা

হারানোর ভয় থাকে এবং ক্ষতি ও বিপদের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা জায়েয হবে?

উত্তর ঃ নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে বা নিজের ক্ষতির আশঙ্কা যেখানে রয়েছে, সেসব জায়গায় জড়িত হতে ইসলাম বাধ্য করেনি। আপনি যদি অনুভব করেন যে, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলে তারা আপনার ক্ষতি করবে বা সম্মান-মর্যাদাহানী করতে পারে, তাহলে তাদেরকে প্রথমে বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন। এতে যদি তারা বিরত না হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই সমীচীন।

টাই ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন স্কুল-কলেজে টাই ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। প্রশ্ন হলো, টাই ব্যবহার করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ টাই বিশেষ কোনো ধর্মের পোষাকের প্রতীক নয়। ধূতি, ক্রশ বা গেরুয়া বসন, মাথার তালু আবৃত করার মতো ছোট্ট টুপি ও মাথার বিশেষ ধরনের পাগড়ী যেমন ধর্মীয় প্রতীক, টাই অনুরূপ কোনো ধর্মের প্রতীক নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির হাশর হবে ঐ জাতির সাথে।' সুতরাং মুসলমানদের জন্য ভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় পোষাক পরিধান করা জায়েয নেই। টাই যেহেতু কোনো ধর্মীয় পোষাক নয়, এ জন্য তা পরিধান করা ঐ হাদীস অনুসারে নিষেধ নয়। তবে টাই-এর প্রচলন করেছে খ্রীষ্টানরা এবং ব্যবহার করেও তারা। এ কারণে মুসলমানদের তা ব্যবহার না করাই উত্তম। স্কুল-কলেজে এই নিয়ম-পদ্ধতি করা ঠিক নয় যে, কোমল মতি শিশু-কিশোরদেরকে টাই পরিধান বাধ্যতামূলক করে তাদেরকে টাই-এর প্রতি শিশু বয়স থেকেই আকৃষ্ট করা।

আল্লাহর নবী দোষে-গুণে মানুষ

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকে যে, মাওলানা সাঈদী আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে বলেছেন, 'আল্লাহর নবী দোষে-গুণে মানুষ।' কথাটি আমি বিশ্বাস করিনি। তবুও আপনার মুখ থেকে এর সত্যাসত্য জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই গোলামকে গত প্রায় বিয়াল্লিশ বছর যাবৎ দেশ-বিদেশে তাঁর কোরআনের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। কোথাও কখনো আল্লাহর নবী-রাসূলদের শানে এই জাতীয় বেয়াদবীমূলক কথা আল্লাহর অসীম রহমতে এই সাঈদীর মুখ থেকে বের হয়নি। আমি মাহফিলসমূহে যতো কথা বলি তার অডিও-ভিডিও ক্যাসেট ও সিডি-ভিসিডি রয়েছে। আপনি যার কাছে এই কথা শুনেছেন, তার প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলুন যে, 'মাওলানা সাঈদী এই কথা যে বলেছেন, তার প্রমাণ দিন।' আল্লাহর নবী-রাসূলগণ ছিলেন মা'সুম বেগুনাহ্। তাঁরা গোনাহ্

করতে পারেন না। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারাই কেবলমাত্র দোষে-গুণে মানুষ। দোষ ও গুণ এই দুটো গুণের সমন্বয় আমাদের মধ্যে রয়েছে–যা নবী-রাসূলদের মধ্যে নেই। তাঁদের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যা দিয়েছেন, তার সব গুণই–তাঁদের জীবনের সবটুকুই মানুষের জন্য অনুসরণীয়। নবী-রাসূলদের জীবনে কোনো দোষ-ত্রুটি নেই।

অমুসলিম আত্মীয়ের সাথে ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে তার অমুসলিম মাতা-পিতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে?

উত্তর ঃ বোখারীর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মেয়ে হযরত আস্‌মা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমার মা তখন পর্যন্ত ঈমান আনেননি। এ সময় তিনি একদিন আমার কাছে আসলেন। তখন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আমি কি তার সাথে আত্মীয়তা সুলভ ব্যবহার করতে পারি?' আল্লাহর রাসূল জানালেন, 'হ্যাঁ, তুমি নিজের মায়ের সাথে আত্মীয়তা সুলভ ব্যবহার করতে পারো।' সুতরাং মাতা-পিতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। পৃথিবীতে জীবিত থাকাকালে তাদের সম্মান-মর্যাদা ও খেদমতের প্রতি সজাগ সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনোক্রমেই তাদেরকে কষ্ট দেয়া যাবে না এবং তাদের সাথে অশোভন আচরণ করা যাবে না। তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে হবে, আল্লাহ তা'য়ালা যেনো তাদেরকে হেদায়াত নছিব করেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আম্মাও অমুসলিম ছিলেন। তিনি মায়ের সাথে সন্তান সুলভ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং মা যেনো ইসলাম কবুল করেন, এ জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে দোয়া চেয়েছেন। রাসূলের দোয়ার বরকতে তাঁর মা ইসলাম কবুল করেন।

অমুসলিম শিক্ষককে সালাম দেয়া

প্রশ্ন ঃ স্কুল-কলেজের অনেক অমুসলিম শিক্ষক রয়েছেন, তাদেরকে কি সালাম দেয়া যাবে?

উত্তর ঃ সরাসরি আচ্ছালামু আলাইকুম বলে সালাম দেয়া যাবে না, তবে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। অনেক স্কুল-কলেজেই ছাত্র-ছাত্রী অমুসলিম শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 'আদাব স্যার' বলে সম্মান প্রদর্শন করে। সুতরাং সালাম না দিয়ে এভাবেও সম্মান প্রদর্শন করা যেতে পারে।

মহিলাদের কোলাকুলি

প্রশ্ন ঃ ঈদের দিনে কোলাকুলি করা সুন্নাত এবং পুরুষরা কোলাকুলি করে, সুন্নাত পালনের জন্য মহিলারাও কি পরস্পরে কোলাকুলি করতে পারবে?

উত্তর ঃ কোলাকুলি করার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সুতরাং এটাকে সুন্নাত মনে করার কোনো কারণ নেই। এটা একটি মনগড়া প্রথা, মনগড়া কোনো প্রথাকে সওয়াবের কাজ মনে করে করা বা সুন্নাত মনে করলে তা হবে বিদআত। যাবতীয় বিদআত থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত থাকা উচিত।

মহিলাদের মুসাফাহ্

প্রশ্ন ঃ মহিলারা পরস্পরে মুসাফাহ্ করার বিষয়টি কি শরীয়ত জায়েয করেছে?

উত্তর ঃ মুসলমান নর-নারী পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সময় সালাম বিনিময় করবে। সেই সাথে তারা পরস্পরে মুসাফাহা করবে। রাসূলের যুগে সাহাবায়ে কিরাম এরূপ করতেন। প্রকৃত পক্ষে মুসাফাহা হলো সালামের পূর্ণত্ব। সালামের যাবতীয় ভাবধারাই মুসাফাহার মধ্যে পূর্ণত্ব হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা করো, কারণ এর দ্বারা একে অপরের সাথে শত্রুতার মনোভাব দূরিভূত হয়ে যায়।' তিরমিযীর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'দুইজন মুসলমান যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং একে অপরের সাথে মুসাফাহা করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।' মুসলমান পরস্পরে মুসাফাহা করে যখন বলে 'ইয়াগ্ফিরুল্লাহ লানা ওয়া লাকুম' অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উভয়ের গোনাহ্ই ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'য়ালা তখন অত্যন্ত খুশী হন এবং উভয়কেই ক্ষমা করে দেন। সুতরাং মুসলিম পুরুষদের যেমন মুসাফাহা করা উচিত, অনুরূপ মুসাফাহা করা উচিত নারীদেরও।

নিজের জীবন বিপন্ন করে শত্রু ধ্বংস করা

প্রশ্ন ঃ নিজের জীবন বিপন্ন করে শত্রু ধ্বংস করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ কোন্ পর্যায়ের শত্রু আপনি তা উল্লেখ করেননি। সামান্য ছোটোখাটো ব্যাপারেও অনেক মানুষ শত্রুতায় লিপ্ত হয়। আবার যুদ্ধের ময়দানে যে প্রতিপক্ষ থাকে তারাও শত্রু। যুদ্ধের ময়দানে যখন যুদ্ধ করা হয়, তখন নিজের জীবন বিপন্ন করেই সৈনিক দল যুদ্ধ করতে হয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ময়দানে দ্বীনি আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ লোকগুলোও নিজের জীবন বিপন্ন করেই বাতিল শক্তির মোকাবেলা করে। জিহাদের ময়দানে ইসলাম বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করতে গিয়ে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে মহান আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে

থাকে। সুতরাং ঈমানদার কারো সাথে শত্রুতা করতে হলেও করবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আবার কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে হলেও করবে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। সুতরাং ক্ষেত্র বুঝে জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।

আত্মঘাতী হামলা

প্রশ্ন ঃ শত্রু ধ্বংস করার লক্ষ্যে আত্মঘাতী হামলা করা কি জায়েয আছে? যদি না জায়েয হয়, তাহলে হামাস একটি ইসলামী সংগঠন হয়ে কেনো আত্মঘাতী হামলা করে?

উত্তর ঃ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যারা যুদ্ধ করে, তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করে শত্রুর প্রতি আঘাত করা শুধু জায়েযই নয়-একান্তই প্রয়োজনীয়। দেশের স্বাধীনতা অর্জন, স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা ও দেশকে দখলদার বাহিনীর কাছ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে না দিলে যদি কাঙ্খিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা না যায়, তাহলে প্রয়োজনে নিজের জীবন বিপন্ন করে চেষ্টা-সংগ্রাম করা যাবে।

কাদিয়ানীরা মুসলমান কিনা

প্রশ্ন ঃ কাদিয়ানীরা মুসলমান কিনা? তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন কি?

উত্তর ঃ পৃথিবীর সমস্ত মুহাক্কিক আলিম-ওলামাদের অভিমত হলো, কাদিয়ানীরা কাফির-তারা মুসলমান নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশেই সরকারীভাবে তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ-বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তাদেরকে সারকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়নি। তবে এব্যাপারে এদেশের আলিম-ওলামা ও সচেতন মুসলমানরা আন্দোলন করে যাচ্ছেন। তাদের ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই, সংক্ষেপে জানাচ্ছি। ইংরেজরা এদেশে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এসে ক্রমশ ক্ষমতার শীর্ষ দেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বিষয়টি সচেতন আলিম-ওলামা অনুভব করতে পেরে সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁরাই সোচ্চার হন। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, জাতির নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিলো, তারাই পার্থিব সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বিনিময়ে ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে নবাব শিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য পলাশীর আম্র কাননে অস্তমিত করা হলো। এরপর থেকেই ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে আলিম-ওলামা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। ১৮০৫ সনে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা সম্মান-মর্যাদার অধিকারী বুযুর্গ দিল্লীর শাহ্ আব্দুল আযীয (রাহঃ) দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। সে ফতোয়ায় তিনি

ইংরেজদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন এবং এদেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করার আহ্বান জানান। ইসলামের দুশমন দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ক্ষীণ গতিতে হলেও চলতে থাকে।

এরপর ইসলামের বীর মুজাহিদ সাইয়্যেদ আহ্মদ শহীদ ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রাহঃ) শত্রুর বিরুদ্ধে ঝড়ের গতিতে মুজাহিদ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজ শক্তি ও তাদের পা চাটা গোলামেরা বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতায় বালাকোটের ময়দানে ১৮৩১ সনের ৬ ই মে ইসলামের এই বীর মুজাহিদদ্বয়কে সঙ্গী-সাথীসহ হত্যা করেও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়। আলিম-ওলামাগণের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে এবং ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিপ্লব বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের কারণে ব্যর্থ হয়। তারপরেও সশস্ত্র আন্দোলন চলতে থাকে, ইংরেজরা দিশাহারা হয়ে মুসলিম নামধারী লোকদেরকে অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করে তাদের মাধ্যমে দখলদার ইংরেজ বিরোধী যে জিহাদ চলছিলো, সে জিহাদ হারাম বলে এসব দালাল গোষ্ঠী ফতোয়া দিয়ে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা থেকে জিহাদের অনুপ্রেরণা স্তিমিত করার চেষ্টা করে।

শুধু তাই নয়, ইসলামের লেবাসধারী একশ্রেণীর লোকদেরকে রাতারাতি পীর সাজিয়ে তাদেরকে দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের পক্ষে ফতোয়া দিতে থাকে। এসব ফতোয়া যখন ব্যাপকভাবে সাধারণ মুসলমানদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে ফেত্না শুরু করার উদ্দেশ্যে তারা বেছে নিলো পাঞ্জাবের গুরুদাশপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানের অধিবাসী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মির্জা গোলাম আহ্মদ নামক এক জাহান্নামের কীটকে। এই লোকটি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এবং তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছিলো ইংরেজদের রাজকর্মচারী ও তাদের অনুগত ভৃত্য। এই গোলাম আহ্মদ নামক লোকটি নিজেকে প্রথমে ইসলামের একজন প্রচারক হিসাবে সাধারণ মুসলমানদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করলো। কিছু দিনপর নিজেকে মুজাদ্দীদ হিসাবে দাবি করলো।

তারপর সে নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী হিসাবে দাবি করলো। এরপর সে নিজেকে নবী হিসাবে ঘোষণা দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম বলে ফতোয়া দিলো। মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী তার শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করলো ইংরেজদের শর্তহীন আনুগত্যের ওপরে। ইংরেজদের অর্থপুষ্ট এই জাহান্নামী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা আলিম-ওলামাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায়

গালিগালাজ করে নানা ধরনের বই-পুস্তক রচনা করে প্রচার করলো এবং তার রচিত বই-পত্রে সে ইংরেজদেরকে এদেশে আল্লাহর রহমত হিসাবে ঘোষণা করলো। তার অপপ্রচারে যারা প্রলুব্ধ হতো, তাদেরকে ইংরেজ রাজশক্তি অর্থ-বিত্ত দিয়ে, উচ্চপদে চাকরীসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলো। ইংরেজ সৃষ্ট ফেত্না মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর অনুসারীরাই কাদিয়ানী নামে পরিচিত। এদের হেড কোয়ার্টার লন্ডনে অবস্থিত, তাদের পৃথক টিভি চ্যানেল রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এদের আখ্ড়া রয়েছে। ঢাকায় এদের কেন্দ্র বখ্শী বাজারে। কাদিয়ানীরা মুসলিম হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান হরণ করার কাজে নিয়োজিত। এদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে।

মোকছেদুল মুমেনীন কি ধরনের বই

প্রশ্ন ঃ মোকছেদুল মুমেনীন নামক গ্রন্থে যা পড়ি, এসব কি তথ্যভিত্তিক কথা?

উত্তর ঃ মোকছেদুল মুমেনীন নামক যে কিতাবটি বাজারে প্রচলিত রয়েছে এবং ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত মুসলমানদের মধ্যে এই কিতাবটির চাহিদা দেখে অনেকে ঐ কিতবাটির অনুকরণে সামান্য নাম পরিবর্তন করে যেসব কিতাব বের করেছে, তার শতকরা ৮০ ভাগ কথার পেছনে কোরআন-হাদীস ভিত্তিক কোনো সহীহ্ দলীল নেই। এই কিতাবকে অনুসরণ না করে বর্তমানে কোরআন-হাদীসের তাফসীর ভিত্তিক ও গবেষণা ধর্মী অসংখ্য ইসলামী সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে, আপনরা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য এসব বই অধ্যয়ন করুন।

নেয়ামুল কোরআন পড়বো কি

প্রশ্ন ঃ নেয়ামুল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইংরেজদের সেনাপতি ক্লাইভ নৌবহরসহ এগিয়ে যাবার পথে পলতা নামক একটি জায়গায় আল্লাহর ওলী হযরত শাহ্ যুবায়েরের কাছে ইংরেজ সেনাপতি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভের আশায় দোয়া চাইলে আল্লাহর ওলী নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভ যেনো জয়ী হয়, এমন দোয়া করলেন। উপস্থিত মুসলমানরা যখন আল্লাহর সেই ওলীকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে কেনো দোয়া করলেন?' তখন তিনি জবাবে বললেন, 'আমি দেখলাম, হযরত খিজির (আঃ) ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের নৌবহরের আগে আগে ইংরেজদের বিজয় পতাকা হাতে ছুটে যাচ্ছেন। এ জন্যই আমি ইংরেজদের পক্ষে দোয়া করেছি।' আসলে কি এই কাহিনী সত্য?

উত্তর ঃ এই কাহিনী সম্পূর্ণ মনগড়া এবং মিথ্যা, ইংরেজদের অনুকূলে মুসলমানদের

মন-মানসিকতা তৈরী করার জন্য এই ধরনের অসংখ্য কাহিনী তৈরী করা হয়েছে। মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর লেখকদের দিয়ে ইংরেজরা নানা ধরনের বানোয়াট কাহিনী বানিয়ে একদিকে তারা মুসলমানদের সংগ্রামী মনোভাবকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতো অপরদিকে মুসলমানদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করতো যে, 'কোরআন কোনো জীবন বিধান নয়—এটা একটি তাবিজ-তুমার আর ঝাড়ফুঁকের কিতাব মাত্র।' হযরত খিজির (আঃ)-এর হাতে ইসলামের কঠিন দুশমন কাফির ক্লাইভের বিজয় পতাকা উঠিয়ে দেয়ার ধৃষ্টতা যে লেখক দেখিয়েছে, তার রচিত বই-পুস্তক পাঠ করার ব্যাপারে সামান্য আগ্রহ থাকা মুসলমানদের উচিত নয়।

বিষাদ সিন্ধুর বর্ণনা কতটা সত্য

উত্তর ঃ বিষাদ সিন্ধু নামক বইটিতে কি কারবালার সঠিক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর ঃ বিষাদ সিন্ধু নামক বইটি মীর মোশাররফ সাহেবের মস্তিষ্কের কল্পনার ফসল—এটা কোনো ইতিহাস নয়, বাংলাভাষার একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য মাত্র। এই বইটিতে যত কথা লিখা হয়েছে, তার মধ্যে একটি কথাই সত্য যে, 'ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কারবালার প্রান্তরে এযিদীয় বাহিনী কর্তৃক নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেছেন।'

হিজড়া বা নপুংসকদের প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা নারীও নয় আবার পুরুষও নয়। অনেকে তাদেরকে হিজড়া বলে অভিহিত করে থাকে। তাদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ যেসব মানুষ পরিপূর্ণভাবে নারীও নয় আবার পুরুষও নয়। তাদেরকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেনো, এই ধরনের মানুষ—যার ভেতরে নারী সুলভ প্রবণতার আধিক্য রয়েছে, ইসলামের নারী সংক্রান্ত বিধান তাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে। আর যাদের মধ্যে পুরুষ সুলভ স্বভাবের আধিক্য রয়েছে, তাদের প্রতি ইসলামের পুরুষ সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। তাদের প্রতি নামাজ-রোজা ফরজ, যদি ধনী হয় তাহলে যাকাত ও হজ্জও ফরজ। তবে শারীরিক অক্ষমতার কারণে তারা মানব সুলভ স্বাভাবিক যেসব চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করে, পরকালীন জীবনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সেই শারীরিক দিক থেকে অক্ষম বান্দাকে অনেক বেশী বিনিময় দিবেন।

মেয়েদের স্কুলের শিক্ষকদের পেছনে নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ যেসব আলিম স্কুল বা কলেজে পর্দা ব্যতীত মেয়েদের শিক্ষকতা করেন, তাদের পিছনে নামাজ আদায় করা কি জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ জামাআতে নামাজ আদায় করার সময় যদি এমন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকেন, যার কোরআন তিলাওয়াত সহীহ, মাস্‌আলা-মাসায়েল জানেন, পর নারী থেকে পর্দা করেন এবং ফরজ-ওয়াজিব মেনে চলেন, তার ইমামতিতে নামাজ আদায় করা উত্তম হবে। আর যদি এমন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তাহলে মেয়েদের স্কুল-কলেজে যে আলিম পর্দা ব্যতীতই শিক্ষকতা করছেন তার ইমামতিতে নামাজ আদায় করতে হবে।

একটি উদ্ভট লিফলেট

প্রশ্ন ঃ একটি লিফলেট মাঝে মধ্যেই ছাড়া হয় তাতে লেখা থাকে, 'মক্কার অমুক ঈমাম সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন আল্লাহর রাসূল তাকে বলেছেন, গত এক সপ্তাহে যত লোক মারা গিয়েছে, তাদের কেউ ঈমানদার ছিলো না। আগামী এত দিনের মধ্যে কেয়ামত হবে,,,,,,,ইত্যাদি ইত্যাদি কথা উল্লেখ করে লিখা হয়েছে, এই লিফলেট এই পরিমাণ ছেপে বিলি করলে এত এত লাভ হবে, না করলে এই এই ক্ষতি হবে। অমুক স্থানের এক লোক এত কপি ছেপে বিলি করার কারণে তার এই লাভ হয়েছে, আর অমুক স্থানের এক লোক এটা অস্বীকার করার কারণে তার ছেলে মারা গিয়েছে।' এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ আমি আমার ছোট্ট বয়স থেকেই এই ধরনের লিফ্‌লেট দেখে আসছি। এই লিফ্‌লেটের কোনোই ভিত্তি নেই এবং এই লিফ্‌লেট ছাপিয়ে দিয়ে কেউ লাভবানও হয়নি এবং অস্বীকার করার কারণে বা না ছাপানোর কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হয়নি। লাভ-ক্ষতির মালিক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এসব লিফ্‌লেট ভুয়া, এর কোনোই ভিত্তি নেই। একশ্রেণীর ধান্ধাবাজ লোক এসব ছাপিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এই ধরনের কোনো লিফ্‌লেট আপনাদের হাতে পড়লে তা ছিড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন।

কোয়ান্টাম মেথড বা মেডিটেশন

প্রশ্ন ঃ কোয়ান্টাম মেথড বা মেডিটেশন করা কি শরীয়ত সম্মত?

উত্তর ঃ কোয়ান্টাম মেথড বা মেডিটেশন কোর্স আকারে যিনি প্রশিক্ষণ দেন—তার নাম শহীদ আল বুখারী তিনি একদিন আমার বাসায় এসেছিলেন এবং সে বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর কথাবার্তা বললেন। তখন তার কথাবার্তা যতদূর আমি শুনেছিলাম, তাতে করে আমি মনে করেছিলাম এর ভেতরে শরীয়ত বিরোধী কিছু নেই। তিনি যা বললেন তাতে করে আমার মনে হলো, বিষয়টি আসলে রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে বা অন্য কোনো প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের মনোবল অটুট রাখা—আত্ম প্রত্যয় সৃষ্টি করা। মনের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করা, উইলফোর্স সৃষ্টি করার একটি

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশেষ হলো কোয়ান্টাম মেথড বা মেডিটেশন। বিষয়টি অত্যন্ত ভালো এবং এর দ্বারা অনেকে উপকৃত হয়েছেন। পরবর্তীতে আমি জানতে পারলাম, কেউ কেউ এই পদ্ধতির মধ্যে একটি নতুন নিয়ম চালু করেছে যে, যখন এই পদ্ধতিতে ধ্যান করবে, তখন নিজের গুরুকে কল্পনা করতে হবে। বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে তো মনের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আবিষ্কৃত যে কোনো পদ্ধতি শির্কমূলক এবং তা করা হারাম বিষয়ে পরিণত হবে। বর্তমানে অনেকে বিষয়টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান করেছেন। যারা সেখানে কোর্স করতে যাবেন, সতর্কতার সাথে দেখবেন, শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ছেন কিনা। যদি শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাহলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকে, অমুক লক্ষণ হলো সুলক্ষণ আর অমুক লক্ষণ হলো কুলক্ষণ। এসব বিষয় কি ইসলামে জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ কোনো মাস বা দিন অথবা কোনো লক্ষণ সম্পর্কে ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের লোকগুলো শুভ ও অশুভ ধারণা পোষণ করতো। বিশেষ করে তারা সফর মাসকে অশুভের প্রতীক বলে গণ্য করতো। তারা নিশাচর পাখী পেঁচককে অশুভের প্রতীক ও এই পাখীটি সম্পর্কে নানা ধরনের কুধারণা পোষণ করতো। তাদের মধ্যে একটি প্রথা এমন ছিলো যে, কোনো কাজের সূচনা করতে গেলে বা কোথাও যাত্রার প্রক্কালে নিজেদের পোষা পাখী ছেড়ে দিতো অথবা বসে থাকা কোনো বন্য পাখীর প্রতি ঢিল ছুড়তো। এসব পাখী যদি ডান দিকে উড়ে যেতো তাহলে মনে করতো যে, তারা সফল হবে এবং বাম দিকে গেলে মনে করতো তারা ব্যর্থ হবে। ইসলাম এসব ধারণা পরিবর্তন করে দিয়ে ঘোষণা করলো, পেঁচক বা অন্য কোনো পাখী উড়ানোর মধ্যে বা কোনো বছর বা দিনের মধ্যে শুভ বা অশুভ বলে কিছুই নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা সর্বাধিক এবং তারা গরুর হাঁচি, পাখি ও টিকটিকির ডাক, শিয়ালের রাস্তা পার হওয়া, গরুর রশি ডিঙানো, মাস, সপ্তাহের বারসমূহ বিশেষ করে শনিবার ইত্যাদি সম্পর্কে শুভ-অশুভ ধারণা পোষণ করে। হিন্দুদের এই সংস্কৃতি কর্তৃক এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানরা প্রভাবিত হয়ে শুভ-অশুভ ধারণা পোষণ করে থাকে। আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরকী কাজ। (এ কথাটি আল্লাহর রাসূল তিনবার উচ্চারণ করেছেন) আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে

অশুভ লক্ষণের ধারণার উদ্রেক না হয়। কিন্তু আল্লাহর প্রতি দৃঢ়ভাবে নির্ভর করলে তিনি তা দূর করে দেন।' আরেকটি হাদীসে অশুভ লক্ষণকে মেনে চলা শিরুকের অন্তর্ভূক্ত কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কোনো মুসলমানের পক্ষে শুভ-অশুভ লক্ষণ মেনে চলা মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ। এসব ধারণা থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত থাকতে হবে।

প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ

প্রশ্ন ঃ প্রতিকূল অবস্থায় কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবো এবং হতাশা দূর করার জন্য কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবো, দয়া করে জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ ঈমানী দূর্বলতার কারণে মনের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। ঈমানের অন্যতম দাবি হলো, যে কোনো ব্যাপারে ঈমানদার মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে এবং যে অবস্থারই সম্মুখীন হোক না কেনো, আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য ধারণ করবে। আপনি যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার ওপর নির্ভর করুন, দেখবেন মন থেকে হতাশা মুছে যাবে। হতাশ হওয়া কুফ্‌রী, মুহূর্তকালের জন্যও হতাশাকে মনে স্থান দেয়া যাবে না। বিস্তারিত জানার জন্য আপনি তাফসীরে সাঈদী–সূরা আসরের তাফসীর পাঠ করুন, হতাশা দূর করার ও ধৈর্য ধারণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

অন্য দলের সাথে ঐক্য করা

প্রশ্ন ঃ জামাআতে ইসলামী দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামপন্থী নয়–এমন দলের সাথেও মাঝে মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে, সরকার গঠনে সহযোগিতা করে। জামাআতের এসব কর্মকান্ডের পক্ষে রাসূল বা তাঁর সাহাবাদের কর্মের সাদৃশ্য রয়েছে কি?

উত্তর ঃ জামাআতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছেই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জামাআত নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকা একান্তই প্রয়োজন। মাঝে মধ্যে কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি দেশ ও জাতি বিরোধী রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বা দখল করার উদ্দেশ্যে দেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তোলে। অথবা দেশ ও জাতিকে এক অস্বাভাবিক পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ ধরনের অবাঞ্ছিত পরিবেশ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে তা প্রতিহত করে দেশের বুকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা বা স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালানো জরুরী হয়ে পড়ে। এই প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে

কেউ যদি সহযোগী হতে চায় বা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তাদেরকে সাথে নিয়ে প্রচেষ্টা চালানো বা আন্দোলন করা দেশ প্রেমেরই পরিচয় বহন করে। কোনো পরহেজগার লোকের বাড়িতে যদি আগুন লাগে, আর প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে এমন সব লোক আগুন নিভানোর জন্য এলো, যাদের কেউ নামাজ আদায় করে না, কেউ সুদ খায়, কেউ মদ পান করে আবার কারো স্ত্রী ও মেয়ে পর্দা করে না। এখন পরহেজগার লোকটি যদি তাদেরকে বলে, 'তুমি বেনামাজী, তুমি মদ পান করো, তুমি সুদ খাও, তোমার স্ত্রী ও মেয়ে পর্দা করে না। সুতরাং তোমাদের মতো লোকদের সাহায্য আমি গ্রহণ করবো না।'

এ ধরনের কথা যদি পরহেজগার লোকটি বলে, তাহলে তো সে বেচারীর বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণ জ্বলে ভষ্মিভূত হয়ে যাবে। আর যদি লোকটি ঐ মুহূর্তে সব ধরনের লোকদের কাছ থেকে আগুন নিভানোর ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করতো, তাহলে বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণভাবে জ্বলে-পুড়ে ভষ্মিভূত হবার পূর্বেই লোকজন আগুন নিভানোর ব্যবস্থা করতে পারতো। সুতরাং দেশের ভেতরে যখন অশুভ শক্তি বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বা ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে, দেশ-জাতি স্বৈরাচারী শক্তি বা প্রভুত্ববাদী কোনো শক্তির কবলে নিপতিত হয়, তখন এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে অন্য সব দলকে সহযোগী শক্তি হিসাবে গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এ ক্ষেত্রে কে ইসলামপন্থী আর কে জাতীয়তাবাদী, এসব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গেলে দেশ ও জাতি এক বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে পড়বে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মদীনায় ইসলামের চরম দুশমন ইয়াহুদীদের সাথে দেশ-জাতি ও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে শান্তি চুক্তি করেছিলেন। মদীনায় স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সহযোগিতায় শান্তি চুক্তি করেছিলেন। অনুরূপভাবে জামাআতে ইসলামীও দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে থাকে, তা দোষের কিছু নয়।

হরতাল–ধর্মঘট জাতিয় কর্মসূচী কি জায়েব?

প্রশ্ন ঃ জামাআতে ইসলামী বা অন্য ইসলামপন্থী দলগুলো হরতাল বা অসহযোগ কর্মসূচী দিয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, এসব কর্মসূচী কি ইসলাম বৈধ করেছে?

উত্তর ঃ দেশ ও জাতির জন্য যা ক্ষতিকর বা কষ্টকর তা ইসলাম জায়েয করেনি। পক্ষান্তরে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে বা একান্ত প্রয়োজনে নাজায়েয জিনিসও ক্ষেত্র বিশেষে বৈধতার পর্যায়ে গণ্য হয়ে পড়ে। যেমন ছবি তোলা নাজায়েয কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তা জায়েয করা হয়েছে। সরকার বা কর্তৃপক্ষের কাছে জনগণ তাদের নায্য

দাবি পেশ করলো। কিন্তু সে দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হলো না। শুরু হলো মিছিল-মিটিং, আন্দোলন, ঘেরাও। তবুও সরকার বা কর্তৃপক্ষ দাবির প্রতি নমনীয় হলো না। আবার সরকার যখন স্বৈরাচারী আচরণ করতে থাকে, তখন জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে সরকারকে বিরত রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সরকার বিরত না হলে আন্দোলনের হুমকী প্রদর্শন করা হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং, সমাবেশ-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ দাবি আদায়ের জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা যখন অকার্যকর হয়ে যায়, তখন একান্ত বাধ্য হয়েই হরতাল, ধর্মঘট বা অসহযোগের কর্মসূচী দেয়া হয়। চরম পর্যায়ে উপনীত না হলে এসব কর্মসূচী দেয় হয় না। একান্ত বাধ্য হয়েই দেশ ও জাতির স্বার্থেই এসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বর্তমান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এসব কর্মসূচী স্বীকৃত বৈধ পদ্ধতি বিশেষ। এসব কর্মসূচীর কারণে জনগণ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে বলেই পরবর্তীতে ভালো কিছু লাভ করে। মা যদি সন্তানকে পেটে ধারণ ও মৃত্যু যন্ত্রণার সাথে তুলনীয় প্রসব যন্ত্রণা সহ্য না করতেন, তাহলে পৃথিবীতে নতুন অতিথির আগমন ঘটতো না, মা সন্তানের চাঁদমুখ দেখতে পেতেন না। সুতরাং যে কর্মসূচী জনগণকে কিছুটা কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে, দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে তা পালন করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে বহুলাংশে শিথিল হয়ে যায়।

খাৎনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করলে

প্রশ্ন ঃ মাতৃগর্ভ থেকে যারা খাৎনা অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছে, তাদেরকে কি পুনরায় খাৎনা করতে হবে?

উত্তর ঃ খাৎনা একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা বিধায় এটা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে শিশু অবস্থায় করা উচিত। খাৎনা করার অর্থ হলো অতিরিক্ত ত্বক ছেদন করা। এই ত্বক ছেদন না করলে প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না এবং নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পাশ্চাত্যের যৌন বিজ্ঞানীগণ জরিপ চালিয়ে দেখেছেন, যারা অতিরিক্ত ত্বক ছেদন করে না, তাদের মধ্যেই যৌন রোগীর সংখ্যা বেশী। সুতরাং মাতৃগর্ভ থেকে যেসব পুত্র সন্তান খাৎনা অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, তাদের তো অতিরিক্ত ত্বক থাকে না বিধায় তাদের খাৎনা করার প্রশ্নও আসে না।

শিখা চিরন্তন

প্রশ্ন ঃ আমরা আপনার মুখেই শুনেছি, আগুনের পূজা করা হারাম এবং শিরক। প্রশ্ন হলো, যারা বিশেষ স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে শিখা চিরন্তন বা শিখা অনির্বাণ নাম দিয়ে আগুনকে সেলুট করে, তারা কি গোনাহ্গার হচ্ছে না?

উত্তর ঃ পারসিকরা আগুনের পূজা করে, খৃষ্টানরা কল্যাণ কামনায় মোমবাতি জ্বালায়

এবং হিন্দুরা আগুনকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে। দুর্গা পূজার মন্ডপেও তারা মূর্তির সামনে আগুন জ্বালায়। হিন্দু সাধু-সন্নাসীদের অনেকেই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ধ্যানে বসে। এভাবে অমুসলিমদের অনেকেই আগুনকে সর্ববিনাশী মনে করে আগুনের পূজা করে থাকে। তাদের ধারণা, আগুনের মধ্যে যেহেতু দহন ক্ষমতা রয়েছে, সেহেতু আগুন মহাশক্তিশালী। মুসলমান কেবলমাত্র সেই আল্লাহরই গোলামী করবে, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আগুনের স্রষ্টা এবং আগুনের মধ্যে দহন ক্ষমতা দিয়েছেন। শিখা চিরন্তনের নামে বা শিখা অনির্বাণের নামে যারা অমুসিলমদের অনুকরণে আগুনকে সেলুট করে, নিঃসন্দেহে তারা মারাত্মক গোনাহের কাজ করছে। এসব কাজ থেকে তওবা করা উচিত।

সাঈদী ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বুঝে না তাই

প্রশ্ন ঃ আওয়ামী লীগের লোকজন নির্বাচনের সময় আমাদের কাছে ভোট চাইতে এলে আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, 'আপনারা ধর্মনিরপেক্ষ, আপনাদেরকে ভোট দিতে সাঈদী সাহেব নিষেধ করেছেন।' তারা আমাদেরকে বুঝালো, 'সাঈদী সাহেব ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বুঝেন না বলেই তিনি নিষেধ করেছেন। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা খুবই ভালো জিনিস। এর অর্থ হলো, যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে।' প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বুঝায় অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ আপনাদেরকে প্রতারিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে তারা এ ধরনের ধোকাবাজি করে থাকে। দীর্ঘ ২১ বছর পরে এই দলটি প্রতারণামূলক কলা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে ১৯৯৬ সনে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলো। তাদের অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করার পর বাজেটের ওপরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় আমি সংসদে তাদের নেতা-নেত্রীদের সামনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম–যা সংসদ-রেকর্ডে রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ আমি সেদিন সংসদে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদেরকে শুনিয়েছিলাম–আল হাম্‌দুলিল্লাহ, পিন্ পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে তারা শুধু শুনেই ছিলেন, প্রতিবাদ করেননি।

সপ্তম সংসদে আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম, 'অর্থমন্ত্রীর চাতুর্যপূর্ণ কথামালার ভাষণ এবং দুটি বড় রকমের ভুলের জন্য এ বাজেট জাতির জন্য বরকত ও রহমত শূন্য হয়ে পড়েছে। অর্থমন্ত্রী ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মারাত্মক ভুল কথা দিয়ে তাঁর বাজেট বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নতুন শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সরকারের বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ বাজেট আমি আজ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন

করছি। এই দুর্লভ সুযোগ প্রদানের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ।' অথচ একজন মুসলমান যে কোন ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, অন্য কারো করতে হলে তা এরপরে করবে–শুরুতে অবশ্যই নয়। অর্থমন্ত্রী তাঁর পেশকৃত সুদীর্ঘ ৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী বাজেট বক্তৃতার কোথায়ও আল্লাহ্র বিধান তথা ইসলামী অর্থনীতির প্রাণশক্তি যাকাত ও ওশর আদায়ের কথা একবারও উল্লেখ করেননি। বরং তাঁর বাজেট বক্তব্য ছিল পুঁজিবাদী শোষণের ঘৃণ্যতম হাতিয়ার অভিশপ্ত সুদভিত্তিক এবং সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ।' প্রধানমন্ত্রী কলকাতা বই মেলা থেকে দেশে ফিরে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আমাদের আদর্শ'। পবিত্র কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফরী মতাদর্শ, যা অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্টভাবে অবৈধ। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মকে শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন তথা অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি নিজের ইচ্ছা অথবা নেতার মর্জি মাফিক পরিচালিত করতে চান। আর এখানেই ইসলামের ঘোরতর আপত্তি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ –

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু কথা বিশ্বাস করবে, আর কিছু কথা করবে অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারাই কোরআনের সাথে এরূপ আচরণ করবে দুনিয়ায় তাদেরকে দেয়া হবে লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। (সূরা বাকারাহ্–৮৫)

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাবার জন্য বলে থাকেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আসলে বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থই হলো ধর্মহীনতা। বিশ্বখ্যাত Random house dictionary of english language- secularism-এর তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে–No. 1-Not regarded as religious or spiritually sacred. যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়। No. 2-Not partaning to or connected with any religion. যা কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়। No. 3-Not belonging to a religious order. যা কোন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়। এছাড়া Encyclopedia Britanica, Oxford dictionary-সহ

সকল বিশ্বকোষ ও অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা-ই বলা হয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে অবশ্যই ধর্মহীনতা, ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্মবিরোধিতা। তার প্রমাণ এই আওয়ামী লীগ। এই দলটির জন্মলগ্নে দলের নাম ছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। তারা তাদের দলীয় নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়েছে। ১৯৭২ সালে তারা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বর্জিত সংবিধান রচনা করেছিল। ১৯৭২-এর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মনোগ্রামে পবিত্র কোরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনী ইলমা' লেখা ছিল, তা তারা বাদ দিয়েছিল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে সলিমুল্লাহ হল করা হয়েছে। নজরুল ইসলাম কলেজ নাম থেকে 'ইসলাম' শব্দ বাদ দিয়ে নজরুল কলেজ করা হয়েছে। এগুলো কি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয় ? ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'ধর্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার। আর রাজনীতি ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।' মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ-

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর। (সূরা নেছা)

এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রাজনীতি করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সকলেই রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউ-ই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোন খন্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। Islam is a complete code of life. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের সংবিধানেও এই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কোন অস্তিত্ব নেই। ১৯৭৭ সালে এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান ও আকীদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে তদস্থলে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে নিজেদের আদর্শ ঘোষণা করে সংবিধানের ৮ম ধারা লংঘন করেছেন। অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশ হলে সংবিধান লংঘনের দায়ে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হতো।' আমি তদানীন্তন সংসদে যে আলোচনা করেছিলাম, সে আলোচনা এখানে পুনরায় উল্লেখ করলাম। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন।

বাঙালী সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক

প্রশ্ন ঃ থার্টি-ফার্স্ট নাইট, বসন্ত উৎসব, রাখী বন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গল তিলক, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস কি মুসলমানেরা উদযাপন করতে পারে?

উত্তর ঃ না, পারে না। ইসলাম একটি কল্যাণমুখী সমৃদ্ধ সংস্কৃতি মানব জাতির সামনে পেশ করেছে এবং ইসলামী সংস্কৃতি যতদিন পর্যন্ত বিশ্বে বিজয়ীর আসনে আসীন ছিলো, ততদিন পর্যন্ত মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হয়েছে, মানবতা প্রস্ফুটিত হয়েছে, যুদ্ধ-মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসার সর্বগ্রাসী অনল থেকে মানবতা ছিলো প্রশংসনীয়ভাবে মুক্ত। গোটা পৃথিবী ইসলামী সংস্কৃতির কল্যাণ ও সুফল ভোগ করেছে। এরপর মুসলমানদের অবহেলা আর উদাসীনতার সুযোগে পাশ্চাত্যের ঘৃণিত নোংরা সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হবার পর থেকেই গোটা বিশ্বে অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে মানবতাকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত করেছে। বিশ্বজুড়ে হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা ও যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এসব দিবস পালন ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি তদানীন্তন সংসদে বলেছিলাম, 'একটি জাতির বেঁচে থাকার প্রাণ শক্তি তার নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক আচরণের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে তার ধর্মীয় আদর্শ, চিন্তা, চেতনা ও স্বকীয় মূল্যবোধের। বর্তমানে দেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে যা কিছু চলছে তা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কালচার নয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বল্গাহীন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আমাদের স্বকীয় জাতির চরিত্র আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদা বিরোধী যেসব সংস্কৃতি চলছে তা হচ্ছে, থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন, বসন্ত উৎসব, রাখী বন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গল তিলক, বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের নামে বিশ্ব বেহায়া দিবস উদযাপন। মুসলমানদের ঈমান আকীদার সাথে এগুলোর ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। ইসলামে বছরে একদিন ভালোবাসা দিবস পালনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ইসলামের জন্মই ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। বাঙালী সংস্কৃতি বা বিভিন্ন চেতনার নামে দেশে আজ যত্রতত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মিত হচ্ছে। ভাস্কর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ মূর্তি। ইংরেজিতে বলা হয় Statue, আরবীতে আসনাম, উর্দু এবং সংস্কৃতিতে বুত। যে ভাষায় যে নামেই হোক, মুসলমানদের জন্য মূর্তি নির্মাণ করা, তাকে ভক্তি করা এবং তা উদ্বোধন করা ইসলামী শরীয়তে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টিকর্ম করতে চায় তার তুলনায় অধিক জালিম আর কে হতে পারে? ওরা গম বা একটি যবের দানাই সৃষ্টি করে দিক

না।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেসব লোক মূর্তি ও প্রতিকৃতি তৈরী করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা কিছু তৈরী করেছিলে, এখন সেগুলো জীবিত করে দাও। কিন্তু সে তা কখনই পারবে না।' অমুসলিমগণ তারা তাদের উপাসনালয়ে হাজার হাজার মূর্তি বানাতে পারে, ইসলামে তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চেতনার নামে কোন মূর্তি নির্মাণ জাতি বরদাশত করবে না। মহান ব্যক্তিদের স্মরণে রাখার জন্য তাদের নামে মাদ্রাসা, মসজিদ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কিন্তু মূর্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপন সুস্পষ্ট হারাম। এভাবে প্রতিকৃতি নির্মাণ এবং মাল্যদান, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মাথানত করে দাঁড়ানো সুস্পষ্ট শিরক। এটা হচ্ছে মুশরিকদের অনুকরণ। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।'

সাঈদী টাকা ছাড়া মাহফিল করে না

প্রশ্ন : অনেকে বলে থাকে যে, আপনি ১০/২০ হাজার টাকার কমে কোনো মাহফিল করেন না। কথাটি শুনতে আমাদের খুব খারাপ লাগে, আমরা কিভাবে এসব কথার উত্তর দিতে পারি?

উত্তর : এ ধরনের কথা যারা ছড়ায় তাদেরকে প্রশ্ন করুন, দেখবেন সে বলবে আমি অমুকের কাছে শুনেছি। সেই অমুক লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যাবে, আমি অমুকের মুখে শুনেছি। এভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে দেখা যাবে সবাই শুধু বলবে আমি অমুকের মুখে শুনেছি। আসল লোকটিকে খুজে পাওয়া যাবে না, যার সাথে আমি ১০/২০ হাজার টাকার চুক্তিভিত্তিক মাহফিল করেছি। কারণ আসল লোকটি হলো শয়তান, যে এই কথাটি আমার বিরুদ্ধে ছড়িয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেদিন থেকে আমাকে তাঁর কোরআনের কথা বলার তাওফিক দিয়েছেন, সেদিন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশ-বিদেশের কোনো একজন লোকও আমার সামনে এ কথা বলার হিম্মত রাখে না যে, 'সাঈদী সাহেব আমার সাথে টাকার চুক্তি করে মাহফিল করেছেন।' চুক্তি করে মাহফিল করার মতো ঘৃণিত কাজ আমার গোটা জীবনে আমি করিনি—আল্ হাম্দুলিল্লাহ্। আল্লাহর কোরআনের আহ্বান মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া আমার পেশা নয়—এটা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর এই গোলামকে যে সামান্য জ্ঞান দিয়েছেন, সেটুকু তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব বলে মনে করি। এই দায়িত্ব পালন করার পথে কোনো প্রপাগান্ডাই আমাকে পিছু হটাতে পারবে না ইন্‌শাআল্লাহ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমার সংসার কিভাবে নির্বাহ হচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবানী, ঢাকা শহরে আমার একটি বাড়ী আছে। সেই বাড়ীর কিছু অংশের ভাড়া আমি পেয়ে থাকি। তাছাড়া মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, আমি একজন লেখক। তাফসীরে সাঈদী এ পর্যন্ত তিন খন্ড প্রকাশিত হয়েছে, আমি আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য কামনা করি, তিনি যেনো তাঁর এই গোলামকে সম্পূর্ণ কোরআনের তাফসীর লিখিত আকারে সমাপ্ত করার সময় ও সুযোগ দান করেন। তাফসীরে সাঈদীসহ প্রায় ৩০ টিরও অধিক গবেষণাধর্মী বই প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে–আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ। আমার এসব গ্রন্থের বিক্রয় লব্ধ অর্থের একটি অংশ প্রকাশকগণ আমাকে দিয়ে থাকে। এভাবে আল্লাহর রহমতে আমার জীবনযাত্রা হালাল পথে সম্মানজনকভাবে নির্বাহ হয়ে থাকে।

জাতির পিতা কে?

প্রশ্ন ঃ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হলেন প্রথম মানব এবং স্বাভাবিকভাবে সমগ্র মানব জাতির আদি পিতা তিনিই। কিন্তু আপনি আপনার আলোচনায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে জাতির পিতা হিসাবে কেনো উল্লেখ করে থাকেন?

উত্তর ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামই হলেন সমগ্র মানব জাতির আদি পিতা। তিনি বিশেষ কোনো মানব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নয়–সমগ্র মানব মন্ডলীর আদি পিতা। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম হলেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর পিতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন- مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। (সূরা হজ্জ-৭৮)

মহিলাদের সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন ঃ আমরা মহিলারা যখন অন্য মহিলাদের কাছে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পেশ করি তখন তারা জবাব দেয়, 'আমি স্বামীর সেবা করি, সন্তান-সংসার দেখা-শোনা করি নামাজ-রোজাও আদায় করি, পর্দায় থাকি। এটাই তো আমাদের ইবাদাত, আবার সংগঠন করার প্রয়োজন কি?' এসব মহিলাদেরকে আমরা কিভাবে বুঝাবো?

উত্তর ঃ আপনি তাদেরকে বলবেন, এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তাঁর গোলামী করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। স্বামীর সেবা করা, সন্তান প্রতিপালন করা, সংসার দেখা-শোনা করা ও নামাজ-রোজা আদায় করা এবং পর্দা করা ইবাদাতের একটি অংশ বিশেষ–কিন্তু এসব কাজ পূর্ণাঙ্গ ইবাদাত নয়। পূর্ণাঙ্গ

ইবাদাত হলো, আল্লাহর বিধান নিজে অনুসরণ করা এবং অন্যকে অনুসরণ করার জন্য দাওয়াত দেয়া এবং এই বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালানো। আর এই প্রচেষ্টা সংগঠন ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়। তাদেরকে বুঝাবেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা আহার করে, বংশ বৃদ্ধি করে এবং এক সময় মারা যায়। মানুষও আহার করে, বংশ বৃদ্ধি করে এবং এক সময় মারা যায়। তাহলে এই মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? তাহলে বুঝা গেলো, মানুষের একটি ভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে এবং সেই দায়িত্ব হলো, সে তার স্রষ্টার গোলামী করবে। জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে নিজে মহান আল্লাহর বিধাম অনুসরণ করবে এবং অন্যকেও এই বিধান অনুসরণ করার জন্য দাওয়াত দেবে। যেসব মহিলা সঠিকভাবে নামাজ-রোজা আদায় করতে জানে না, স্বামী-সন্তানের প্রতি ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে তা জানে না, এসব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করার জন্যই সংগঠন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান। (হামীম সাজ্দাহ্-৩৩)

সুতরাং স্বামী-সন্তানের সেবা-যত্ন করে, সংসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার পরে যেটুকু অবসর সময় থাকে, সে সময়টুকু দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করার জন্য আপনারা মহিলাদেরকে বুঝাবেন। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য চারটি গুণে গুণান্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই চারটি গুণ অর্জন করতে না পারলে পরকালীন জীবনে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে, এই চারটি গুণের কথা সূরা আসরে আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন। এই চারটি গুণ সম্পর্কে তাফসীরে সাঈদী-সূরা আসরের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আসরের তাফসীরসহ 'দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব'–নামক বইটি আপনারা মহিলাদেরকে পড়তে দিবেন। তাহলে তারা নিজেদের সঠিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে।

মুখে মুখে ঈমানের দাবি করা

প্রশ্নঃ যারা মুখে দাবি করে আমরা আল্লাহ, রাসূল, পরকালের প্রতি বিশ্বাস করি এবং এদের মধ্যে অনেকে নামাজ-রোজা আদায়সহ হজ্জও করে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো বিধান মানতে রাজি নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রকে

ইসলামের বিধান থেকে মুক্ত রাখার কথা বলে এবং কোরআনের বিপরীত বিধান তথা মানুষের বানানো আইন-কানুন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। পবিত্র কোরআনের এসব লোক সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব লোকদেরকে মুনাফিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ امَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الاخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ–

এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি' অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। (বাকারা-৮)

যারা মুখে ঈমানের দাবি করে, হয়ত নামাজও পড়ে, রোজাও রাখে। নামের পূর্বে হাজী সাহেব–শব্দ ব্যবহার করার জন্য হজ্জও করে কিন্তু আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাজনীতি না করে মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাজনীতি করে এবং ইসলামী রাজনীতি যারা করেন তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে পবিত্র কোরআনে এদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে।

স্বামীর সাথে ঝগড়া করা

প্রশ্ন ঃ সাংসারিক ও অন্য ব্যাপারে স্বামীর সাথে আমার প্রায়ই ঝগড়া হয়। স্বামী যদি আমাকে ক্ষমা না করে আর এই অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন?

উত্তর ঃ সংসার জীবনে স্বামীর সাথে স্ত্রীর বা স্ত্রীর সাথে স্বামীর ঝগড়া বা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় আদৌ হয়নি এমন পরিবার পৃথিবীতে নেই। এমনকি নবী পরিবারে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কোনো একটি বিষয় নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একদিন উচ্চ কণ্ঠে কথা বলছিলেন। বিষয়টি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জানতে পেরে দ্রুত রাসূলের বাড়িতে এসে নিজের মেয়েকে রাগত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার সাহস তো মন্দ নয়, তুমি আল্লাহর রাসূলের সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলছো?' এ কথা বলেই তিনি নিজের মেয়েকে চড় মারতে উদ্যত হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত হযরত আয়িশাকে নিজের পেছনের দিকে টেনে নিয়ে পিতা আর কন্যার মাঝে দাঁড়ালেন। এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চলে যাবার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে মধুর হাসিতে মুখ মন্ডল উদ্ভাসিত করে বললেন, 'দেখলে তো, তোমার আব্বার হাত থেকে তোমাকে আমি কিভাবে বাঁচালাম!' (আবু দাউদ)

সুতরাং সংসার জীবনে স্বামীর সাথে সামান্য কথা কাটাকাটি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি যেনো অস্বাভাবিক আকার ধারণ না করে সেদিকে অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই লক্ষ্য রাখতে হবে। একজন রেগে গেলে অন্য জনকে নীরব থাকতে হবে। আপনি যদি অনুভব করেন যে আপনি অন্যায় করেছেন, তাহলে স্বামীর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। তবে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করলে সংসারে শান্তি বজায় থাকবে।

নিজের মা ও স্বামীর মধ্যে কার গুরুত্ব বেশী

প্রশ্ন ঃ নিজের গর্ভধারিণী মা ও স্বামী—এই দুইজনের মধ্যে কার গুরুত্ব সর্বাধিক?

উত্তর ঃ নিজের গর্ভধারিণী মাতার সাথে পৃথিবীর অন্য কারো তুলনা করা যায় না। মা তার নিজের অবস্থানে মহিয়ান এবং স্বামীও তার নিজের অবস্থানে সম্মান-মর্যাদার পাত্র। স্বামী একজন নারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মা এবং স্বামী এই দুইজনের সম্মান-মর্যাদা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দুই ধরনের। মায়ের প্রতি সন্তান হিসাবে আপনাকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে অন্যদিকে স্বামীর প্রতিও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। স্বামীর প্রাপ্য সম্মান-মর্যাদা ও ভালোবাসা তাকে তা অবশ্যই দিতে হবে।

হিন্দু প্রতিবেশীর প্রতি করণীয়

প্রশ্ন ঃ আমার প্রতিবেশী হিন্দু, অনেক সময় প্রয়োজনে টাকাসহ জিনিস-পত্র ধার নিতে আসে। প্রশ্ন হলো, আমি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারি? অপরদিকে অনেক সময় যখন নামাজ আদায় করতে থাকি, তখন তারা উচ্চ শব্দে বাজনা বাজিয়ে পূজা করতে থাকে, এতে আমার নামাজে অসুবিধা হয়। আমি কি তাদেরকে নিষেধ করতে পারি?

উত্তর ঃ প্রতিবেশী যদি অমুসলিম হয় এবং তার টাকাসহ অন্য কোনো জিনিসের যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি আপনার সাধ্যানুসারে অবশ্যই তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। তার বিপদ-মুসিবতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। কেউ অসুস্থ হলে দেখতে যাবেন, সহমর্মিতা প্রকাশ করবেন এবং তার প্রতি সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণ করবেন। বাজনা বাজানো ও শঙ্খে ফুঁ দেয়া তাদের পূজার অংশ, সুতরাং আপনার অসুবিধা হলেও আপনি তাদের পূজায় বাধা দিতে পারেন না। আপনি যখন অসুবিধা অনুভব করবেন, তখন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেবেন, তবুও তাদের প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করবেন না।

দীনি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ

প্রশ্ন ঃ হাদীসে বলা হয়েছে, কোনো নারী যদি ঠিক মতো নামাজ-রোজা আদায়

করে, স্বামীর সেবাযত্ন করে, পর্দা করে ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। প্রশ্ন হলো, সেই নারীর জন্য ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে কি?

উত্তর ঃ আপনি যে হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্ন করেছেন, সে হাদীসের প্রেক্ষাপট আপনাকে বুঝতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম নারীদের সম্পর্কে যখন এই কথাগুলো বলেছিলেন, সে সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি আপনাকে অনুভব করতে হবে। আল্লাহর বিধান সে সময়ে বিজয়ীর আসনে আসীন হয়েছে। মানুষ তার মৌলিক অধিকারসমূহ নির্বিঘ্নে ভোগ করছে। কোরআনের বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস কারো নেই। খুন, ধর্ষন, হত্যা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা-নোংরামী, জুলুম-অত্যাচার, শঠতা-ওজনে কম দেয়া, অন্যায়, অবিচারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে সমাজ, দেশ ও জাতি পরিচালিত হচ্ছে। সর্বত্র অনাবিল শান্তি বিরাজ করছে। এই অবস্থায় তো আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। কোরআনের ভিত্তিতে পরিচালিত সমাজে বসবাসরত নারীদের সম্পর্কে হাদীসের ঐ কথাগুলো প্রযোজ্য। তবুও সে সমাজের নারীরা স্বামী-সন্তানের সেবাযত্ন করা, সংসার দেখা-শোনা করা, নামাজ-রোজা আদায় ও পর্দা করার মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেননি। সন্তানদেরকে ইসলামের মুজাহিদ হিসাবে গড়েছেন। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে অন্য নারীদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহভীতি জাগ্রত করেছেন। প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে সৈনিকদের সেবা দিয়েছেন এবং যুদ্ধও করেছেন।

পক্ষান্তরে বর্তমান সমাজের চেহারা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং পত্রিকার পাতায় দেখুন, কিভাবে খুন, ধর্ষন, হত্যা, লুণ্ঠন, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, ওজনে কম দেয়া, শঠতা, জুলুম-অত্যাচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এসিডে কত বোন ঝল্সে যাচ্ছে। ৮০ বছরের বৃদ্ধা থেকে শুরু করে তিন বছরের শিশু পর্যন্ত ধর্ষনের হাত রেহাই পাচ্ছে না। কোথাও কারো জান-মালের নিরাপত্তা নেই। ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে, প্রচার-প্রপাগান্ডা চলছে। আপনি চাইলেই কোরআনের বিধান মানতে পারবেন না, আপনার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের নোংরা সভ্যতা আমদানী করে গোটা দেশকে জাহান্নামে পরিণত করা হয়েছে। সর্বত্র অশ্লীলতা আর নোংরামী–আপনার সন্তান-সন্ততির চরিত্র ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। আপনি পর্দা করছেন, ঘরে নামাজ-রোজা আদায় করছেন, কিন্তু

আপনার ঘরেই ইসলামের দুশমন তৈরী করা হচ্ছে। এই অবস্থায় মুসলিম নারী হিসাবে আপনি কিভাবে শুধুমাত্র স্বামী-সন্তানের সেবাযত্ন, সংসার দেখাশোনা করা আর নামাজ-রোজা আদায়ের মধ্যেই আপনার দায়িত্ব-কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চান? সুতরাং মুসলিম নারী হিসাবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে।

পূজায় চাঁদা দিতে বাধ্য হই

প্রশ্ন ঃ আমরা ভারতের মুসলমানরা কোন্ অবস্থার মধ্যে বাস করছি, আপনি তা অবগত আছেন। বর্তমানে আমাদের প্রতি এক নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। ওদের পূজায় চাঁদা দিতে আমাদেরকে বাধ্য করা হয়। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনি হিদুস্থানে বসবাস করছেন এবং হিন্দুরা যদি আপনার কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে চাঁদা আদায় করে বা পূজায় চাঁদা না দিলে অত্যাচার করে, এ অবস্থায় তো আপনি অসহায়–করার কিছুই নেই। তবে আপনি তাদেরকে এভাবে বুঝাতে পারেন যে, 'আমরা তো মুসলমান, আমাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পৃথক। তোমরা মূর্তি পূজা করো আর আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করি। মূর্তি পূজায় তো আমরা কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারি না। তোমরা তোমাদের ধর্ম পালন করো আমরা আমাদের ধর্ম পালন করি। তোমরা সমাজের দেশের তথা মানব কল্যাণে কাজ করো আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে তোমাদেরকে সাহায্য, সহযোগিতা করবো। মূর্তিপূজা করা তোমাদের কাছে পূণ্যের কাজ বলে বিবেচিত পক্ষান্তরে আমাদের ধর্মে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং আমাদের ধর্মে যা নিষিদ্ধ সেই কাজে আমাদেরকে জড়িত করো না।' এরপরও যদি তারা জুলুম করে, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তো চাঁদা দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে জুলুম-অত্যাচার থেকে হেফাজত করুন।

শহীদী ঈদগাহে নারী

প্রশ্ন ঃ শাহাদাতের মর্যাদা সর্বাধিক। প্রশ্ন হলো, নারী যদি ময়দানে জিহাদ না করে তাহলে কিভাবে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারবে?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিম নারীর জিহাদের ময়দান হলো তার ঘর, সে ঘরের মধ্যে জিহাদ করবে।' অর্থাৎ নিজের ঘরকে ইসলাম বিরোধী পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখবে। ঘরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যে পরিবেশে তার সন্তান-সন্তুতি ইসলামের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে উঠবে। সন্তানকে কোরআন-হাদীসের শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গড়বে। সেই

সন্তান যখন ময়দানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জান-মাল কোরবান করবে, সেই সওয়াবের অংশ তো তার গর্ভধারিণী মাতাও লাভ করবে। অর্থাৎ ময়দানে ইসলামের সৈনিক সরবরাহ করবে নারী। হৃদয়ে শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, যেনো শহীদী মৃত্যু নছীব হয়। হৃদয়ে যদি প্রকৃতই শহীদ হবার আকাঙ্খা থাকে, তাহলে ঘরের মধ্যে যে কোনো রোগে বা অন্য কোনোভাবে মৃত্যু হলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শহীদী মর্যাদা দেবেন।

শেয়ার ক্রয় করা

প্রশ্ন ঃ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা অর্থাৎ শেয়ারের ব্যবসা করা কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ শেয়ারের ব্যবসা লাভ-ক্ষতি ভিত্তিক, সুতরাং এটা নাজায়েয হবার কোনো কারণ নেই।

ঘুষ দিয়ে চাকরী গ্রহণ করা

প্রশ্ন ঃ যাবতীয় যোগ্যতা থাকার পরও ঘুষ না দিলে চাকরী পাওয়া যাচ্ছে না, এ অবস্থায় করণীয় কি, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ঘুষ দিয়ে চাকরী গ্রহণ করা যাবে না। ঘুষের লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম, আপনি যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ দিয়ে চাকরী গ্রহণ করবেন, সেই অর্থ দিয়ে ব্যবসা করুন–তবুও ঘুষ দেবেন না।

মৃতদেহের পোষ্টমোর্টেম

প্রশ্ন ঃ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে বা যাদেরকে হত্যা করা হয়, তাদের মৃতদেহের পোষ্টমর্টেম করা হয়। প্রশ্ন হলো, ইসলামী শরীয়াতে কি এভাবে পোষ্টমর্টেম করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করার জন্য ক্ষেত্র বিশেষে পোষ্টমোর্টেম করা জরুরী হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে মাসয়ালা হলো, যে মৃতদেহ পুরুষের তা পুরুষ লোকে পোষ্টমর্টেম করবে আর যে মৃতদেহ নারীর তা নারীরা পোষ্টমর্টেম করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে নারী-পুরুষ সকল মৃতদেহের পোষ্টমর্টেম করে থাকে পুরুষরা। নারীর মৃতদেহ বস্ত্রহীন করে পুরুষ ডাক্তার তার সাথীদের নিয়ে পোষ্টমর্টেম করে–যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। সরকারের উচিত পোষ্টমর্টেম করার জন্য নারী চিকিৎকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া–যেন তারা নারী মৃতদেহের পোষ্টমর্টেম করতে পারে।

মেয়েদের খেলাধূলা

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের জন্য কোন্ ধরনের খেলাধূলা শরীয়াত জায়েয করেছে, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ মেয়েরা নিজস্ব পরিমন্ডলে অবস্থান করে শীররচর্চা করার জন্য প্রয়োজনীয় খেলাধূলা করতে পারে। তবে তাদের খেলাধূলা কোনো পরপুরুষ দেখতে পারবে না এবং তারাও পরপুরুষদের সামনে কোনো ধরনের খেলাধূলা করতে পারবে না।

কোরআন হাত থেকে পড়ে গেলে

প্রশ্ন ঃ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোরআন হাত থেকে পড়ে যায়, তাহলে কি আমার গোনাহ্ হবে কোনো ধরনের কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর ঃ কাফ্ফারা দিতে হবে না। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে কোরআন উঠিয়ে নিয়ে বুকে লাগাবেন, চুমু দেবেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

রমজানে হাতে মেহেদী দেয়া

প্রশ্ন ঃ রমজান মাসে লাইলাতুল কদরের রাতে হাতে মেহেদী দেয়া কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর ঃ না, বাধ্যতামূলক নয় এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো নির্দেশ নেই। এই কুসংস্কার এক শ্রেণীর মানুষ চালু করেছে, এটার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। যে কোনো দিন মেহেদী ব্যবহার করা যেতে পারে এবং মেয়েদের জন্য মেহেদী ব্যবহার করা উত্তম।

মোহরানা লব্ধ স্বর্ণের যাকাত

প্রশ্ন ঃ বিয়ের সময় মোহরানা হিসাবে যদি নেছাব পরিমাণ স্বর্ণ দেয়া হয়, তাহলে বছর শেষে ঐ স্বর্ণের যাকাত স্বামী না স্ত্রী আদায় করবে?

উত্তর ঃ মোহরানা হিসাবে যে অর্থ বা স্বর্ণ প্রদান করা হবে এবং তা যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার যাকাত আদায় করবে স্ত্রী। কারণ মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য এবং স্ত্রীই এর মালিক। মোহরানা বাবদ স্বর্ণ বা অর্থ অথবা অন্য যে কোনো সম্পদই দেয়া হোক না কেনো, তা স্ত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে স্বামীকে না দেয়, তাহলে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর মোহরানা লব্ধ সম্পদ বিক্রি করে টাকা নেয়া জায়েয নেই। তবে স্ত্রীর যদি নগদ অর্থ না থাকে, তাহলে স্বামীর কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে যাকাত আদায় করা যেতে পারে।

ভাইবোন কত বছর এক সাথে ঘুমাতে পারে

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী অত্যন্ত গরীব মানুষ, সন্তানদেরকে পৃথক ঘরে থাকতে দেয়ার ক্ষমতা নেই। প্রশ্ন হলো, আপন ভাইবোন কত বছর বয়স পর্যন্ত এক বিছানায় ঘুমাতে পারবে?

উত্তর ঃ পুত্র ও কন্যা—এই উপলব্ধিবোধ যখন থেকে তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়, তখন থেকেই তাদের জন্য পৃথক বিছনার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান পরিবেশে ডিস এন্টিনা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম ছেলেমেয়েদেরকে খুব অল্প বয়সেই ইচড়েপাকা বানিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং চার পাঁচ বছর বয়স হলেই তাদের বিছানা পৃথক করা উচিত।

ধর্ম পিতার সামনে পর্দা

প্রশ্ন ঃ ইয়াতিম মেয়েকে কোন্ ব্যক্তি যদি শিশুকাল থেকে পালন করে বড় করে, তাহলে সেই মেয়েকে পরিণত বয়সে কি তার ধর্ম পিতার সামনে পর্দা করতে হবে?

উত্তর ঃ ইসলামে ধর্ম পিতা বা ধর্ম ভাইবোনের সম্পর্ক আপন মাতাপিতা বা ভাইবোনের সম্পর্কের অনুরূপ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। সুতরাং কেউ যদি কোনো ইয়াতিম শিশুকে লালন-পালন করে, তাহলে তারা পরিণত বয়সে উপনীত হলে তাদের কাছ থেকে পর্দা করতে হবে। আশ্রয়দাতা লোকটি যদি পরপুরুষ হয়, তাহলে তার সামনে যেমন পর্দা করতে হবে, অনুরূপভাবে আশ্রয়দাতা মহিলা যদি পরনারী হয়, তাহলে তার সামনেও ইয়াতিম শিশুটি যদি পুত্র হয়, পরিণত বয়সে উপনীত হলে পর্দা করতে হবে।

ইসলামী দলকে সমর্থন না করা

প্রশ্ন ঃ ইবাদাত বলতে কি বুঝায় এবং কোনো মুসলমান যদি নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত আদায় করে এবং অন্যান্য ইবাদাতও করে, আর সে যদি ইসলামী দলকে সমর্থন না করে মানুষের বানানো আদর্শের অনুসারী দলকে সমর্থন করে, তাহলে সে ব্যক্তি কি ইসলাম বিরোধী হিসাবে বিবেবিচত হবে?

উত্তর ঃ প্রশ্নকর্তা বুঝাতে চাচ্ছেন, কেউ যদি ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করলো আর রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম নিরপেক্ষ থাকলো, তা সে ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী বলে বিবেচিত হবে কিনা। হ্যাঁ, এক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম বিরোধী বলেই বিবেচিত হবে। আপনি আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কিরামদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাদের মধ্যে কেউ কি আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন কিনা। ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র অঙ্গনে ইসলামের কতিপয় বিধি-বিধান অনুসরণ করা হবে আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে নিজের খেয়াল খুশী অনুসারে বা মানব রচিত মতবাদের অনুসরণ করা হবে, এই অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। খন্ডিতভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার কোনো অবকাশ নেই। একজন লোক নামাজ-রোজাও আদায় করবে, অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠাবে, যে দল ক্ষমতায় গেলে ইসলামকেই উৎখাত করে ছাড়বে। ইসলামী আদর্শের প্রাত সমর্থন দেয়ার কারণে কাফির ফিরাউনের স্ত্রী হয়েছিলেন মুমিন, আর ইসলামী আদর্শের প্রতি সমর্থন না করার কারণে হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী হয়ে গেলো কাফির।

প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত শব্দের সঠিক অর্থ অনুধাবন না করার কারণেই মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত আদায় করে

ইসলামের বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী দলকে সমর্থন করলেও মুসলমান থাকা যায়। ইবাদাতের এই ভুল ব্যাখ্যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে ছড়িয়ে আছে। সাধারণ মুসলমানগণও যেমন ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে, তেমনি অসাধারণ মনে করা হয় যাদেরকে, তারাও এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে বলে, তারা ইবাদাতের প্রকৃত হক আদায় করছে না। সাধারণ মুসলমানগণ ইবাদাতের যে ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে তাহলো–তারা মনে করেছে, নামাজ-রোজা, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তেলাওয়াত করা, যিকির করা, তস্‌বীহ জপা ইত্যাদি হলো ইবাদাত। এসব পালন করার অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, তখন তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। এই স্বাধীন জীবনে তারা আল্লাহর বিধানের প্রতিটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে লংঘন করে। যারা রোজা পালন করে তারা বছরে একটি মাস রোজা পালন করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে তারা নামাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মনে করে, ইবাদাতের যাবতীয় হক আদায় হয়ে গেল।

ইবাদাতের যে বিশাল পরিধি রয়েছে, তার কিছু মাত্র অংশ হলো নামাজ-রোজা। এগুলো একমাত্র ইবাদাত নয়। এই নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এগুলো যারা আদায় করে না, তারা ইবাদাতের যোগ্য কোনক্রমেই হতে পারে না। সৈনিক জীবনে যেমন কুচকাওয়াজ করাই একমাত্র কাজ নয়, যুদ্ধের যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ার লক্ষ্যেই তাদেরকে নানা ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়, কুচকাওয়াজ করানো হয়। তেমনি নামাজ-রোজা নিষ্ঠার সাথে আদায় করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বৃহত্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতার সাথে যেন পালন করতে সক্ষম হয়, সেই যোগ্যতা যেন মুসলমান অর্জন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান যেন আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্যই নামাজ-রোজা আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী–সূরা ফাতিহার চতুর্থ নম্বর আয়াতের তাফসীর পড়ুন।

মহিলা সংসদ সদস্য

প্রশ্ন ঃ মহিলাদেরকে সংসদ সদস্যা হিসাবে সংসদে প্রেরণ করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ ইসলাম মহিলাদেরকে পরামর্শ দেয়ার অধিকার দিয়েছে। তারা দেশ ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং নিজেদের সুচিন্তিত মতামত পেশ করবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং মহিলারা যখন সংসদে যাবার সুযোগ পাবেন তখন তাদেরকে শরীয়াতের বিধান অনুসরণ করে পর্দার সাথে সেখানে যাবেন এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবেন।

পানিতে ডুবে মৃত্যু হলে

প্রশ্ন ঃ পানিতে ডুবে যারা ইন্তেকাল করে, তারা কি শহীদের মর্যাদা লাভ করবে?

উত্তর ঃ জিহাদের ময়দানে যারা ইসলামের দুশমনদের হাতে শাহাদাতবরণ করে তাদের সম্মান-মর্যাদা সর্বাধিক। মুসলমান যদি পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, কারো দ্বারা নিহত হয়ে অথবা সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করে তাদেরকেও শহীদদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এভাবে মৃত্যু হবার কারণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

গর্ভবস্থায় মৃত্যুবরণকারী

প্রশ্ন ঃ গর্ভবতী অবস্থায় কোনো নারী ইন্তেকাল করলে তিনি কি শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন?

উত্তর ঃ মুসলিম নারী গর্ভবতী হলে সন্তান গর্ভে থাকার কারণে সে যে কষ্ট ভোগ করে, এই কষ্টের কারণে সন্তান গর্ভে থাকা পর্যন্ত তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকে। রোজাদার ব্যক্তি রাত জেগে নফল নামাজ আদায় করে যে সওয়াব লাভ করে, আল্লাহর আনুগত্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে সওয়াব লাভ করে, অনুরূপ সওয়াব গর্ভবতী নারী পেয়ে থাকে। প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করার কারণে নারী যে কতটা সওয়াব লাভ করে, তা কোনো সৃষ্টিজীব কল্পনাও করতে পারবে না। সন্তানকে দুধ পান করার সময় দুধের প্রত্যেক ঢোকে সন্তানের মাতা সেই ধরনের সওয়াব লাভ করে থাকে, যেমন সওয়াব লাভ করা যেতে পারে একজন মানুষকে জীবন দান করলে। সুতরাং গর্ভবতী নারীর মৃত্যুবরণ করলে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে পৃথক মর্যাদা দান করবেন।

মহিলদের বাইরে গিয়ে বৈঠক করা

প্রশ্ন ঃ মহিলারা বাইরে গিয়ে যে বৈঠক করে, তা কি শরীয়তে জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ বাড়ির আসে পাশে গিয়ে বৈঠক করতে পারবে। আর নিজের বাড়ি থেকে যদি কিছুটা দূরে যেতে হয় তাহলে কয়েকজনে মিলে দলবদ্ধভাবে যাবে। আর এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গেলে নিরাপত্তার কারণে অবশ্যই মাহরাম পুরুষকে সাথে নিয়ে যেতে হবে।

রাসূল পরিবারের লোকদের ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্ন ঃ নবী-রাসূলদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যারা কি ইসলামী আন্দোলন করেছেন এবং করে থাকলে তাদের নাম জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানোর অর্থই হলো ইসলামী আন্দোলন করা। আল্লাহর রাসূলের প্রত্যেক স্ত্রীই ইসলাম প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতা ও সাধ্যানুসারে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজের যাবতীয় সম্পদ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যয় করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে শিআবে আবু তালিবে বন্দী অবস্থায় দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে হয়েছে। মক্কার ইসলাম বিরোধীদের কটুক্তি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হিজরতের সময় আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং স্বয়ং তিনিও হিজরত করেছেন। জিহাদের ময়দানে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি হাফেজে কোরআন ও কোরআনের মুফাস্সীর ছিলেন। তিনি অনেক উঁচু মর্যাদার সাহাবীদের শিক্ষিকা, উঁচু স্তরের ফকীহ্ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর মতো গভীর পান্ডিত্যের অধিকারিণী কোনো নারী এ পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেনি। মুহাদ্দিসগণ বলেন, হযরত আয়িশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ২২১০ টি।

আল্লাহর রাসূলের কোনো পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না, তাঁর বড় মেয়ে হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজের স্বামীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তাঁকে নির্যাতিতা হতে হয়েছে। তিনি যখন মদীনায় একাকী হিজরত করেন তখন তিনি ছিলেন গর্ভবতী। কাফিররা তাঁর পিছু ধাওয়া করে তাঁকে পথের মধ্যে ঘেরাও করে এমনভাবে আঘাত করে যে, তিনি উটের পিঠ থেকে নীচে পড়ে যান এবং মারাত্মকভাবে আঘাত পান। এই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়. অর্থাৎ তিনি শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহর রাসূলের অন্য দুই মেয়ে হযরত রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে স্বামী তাঁদেরকে তালাক দেয়। পরবর্তীতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে তাঁদের দুই বোনেরই বিয়ে হয়। অর্থাৎ প্রথম বোনের ইন্তেকালের পরে দ্বিতীয় বোনের বিয়ে হয়। আর হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তাঁর মতো মর্যাদাবান নারী পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করবে না। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যেরই ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রয়েছে। মুসলিম নারীরা যদি আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী ও কন্যাদের জীবন অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

হাত তুলে মোনাজাত করা

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকে যে, সাঈদী সাহেব সমস্ত মানুষকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে দুই হাত তুলে যে মোনাজাত করে থাকেন, এই ধরনের কোনো মোনাজাত আল্লাহর রাসূল করেননি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ যিনি এ ধরনের কথা বলেছেন, তিনি না জেনেই বলেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের সাথে নিয়ে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। কখনো কখনো তিনি হাত এতটা বেশী তুলে ধরতেন যে, তাঁর বোগল মোবারক পর্যন্ত দেখা যেতো। সুতরাং কোনো বিষয়ে মন্তব্য করার পূর্বে হাদীস-কোরআন ও ইসলামের ইতিহাস দেখে মন্তব্য করা উচিত।

শিক্ষকের গায়ে পা লাগলে

প্রশ্ন ঃ পুরুষ শিক্ষক যিনি বয়সে যুবক। কলেজে বা স্কুলে চলার পথে যদি অসচেতনভাবে তার পায়ের সাথে আমার পায়ের স্পর্শ লেগে যায়, তখন আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ অসচেতনভাবে শিক্ষক বা অন্য কারো গায়ে পা লাগলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। কারো গায়ে পা লাগলে তার গায়ে হাত দিয়ে চুমু খাওয়ার যে প্রথা বর্তমানে ক্ষেত্র বিশেষে চালু রয়েছে, তা শরীয়াত সিদ্ধ নয়। এই প্রথা অনুসরণ না করে বলা উচিত, আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিবেন অথবা বলবেন, আমি দুঃখিত।

রাসূলকে সৃষ্টি করা না হলে

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলে থাকে যে, রাসূলকে সৃষ্টি করা না হলে এই মহাবিশ্ব ও আরশ-কুরসী, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই সৃষ্টি করা হতো না, এ কথা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর ঃ না, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অনেকে এই কথাটি বলে থাকে, কিন্তু এই কথাটির পক্ষে কোনো প্রমাণ কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

মৌলবাদী কেনো বলে

প্রশ্ন ঃ আমরা যারা ইসলামের কথা বলি, অনেকে আমাদেরকে মৌলবাদী বলে। আসলে মৌলবাদ বলতে কি বুঝায় এবং এই শব্দটির উৎপত্তি কোথেকে অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর কোরআন ষষ্ঠ শতাব্দীতেই ঘোষণা করেছে, খৃষ্টানরা আল্লাহর বাণী বিকৃত করেছে, তাদের কাছে আল্লাহর বাণী নেই। আল্লাহর নামে তারা যে কথাগুলো বলে, তা তাদের মনগড়া কথা। পাদ্রীরা ধর্মের নামে তাদের মনগড়া আইন দিয়ে

শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী গোটা ইউরোপ শাসন করতে থাকে। ১৫ শতাব্দীতে সচেতন মানুষের কাছে এ কথা প্রতিভাত হলো যে, পাদ্রীরা মূলত ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে শোষণ করছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিলো। বিদ্রোহীরা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললো, অপরদিকে পাদ্রীদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি থাকার ফলে তারা প্রশাসন ও অজ্ঞ-ধর্মান্ধ জনতার সহযোগিতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকারীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। এভাবে দীর্ঘ দুই শত বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চললো। ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে এই ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের' সংগ্রাম নামে পরিচিত। পরিশেষে সংস্কারবাদীদের হস্তক্ষেপে দুই পক্ষের মধ্যে আপোষ হলো এবং খৃষ্টানদের মধ্যে যে দল-উপদল ছিলো, সেগুলোও পুনরায় নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। তুলনামূলকভাবে উদারপন্থী খৃষ্টানদের বিপরীতে যুক্তি বিবর্জিত প্রাচানপন্থী অন্ধ ক্যাথলিক খৃষ্টানদেরকে তখন থেকেই মৌলবাদী (Fundamentalist) বলার সূচনা হলো। মূল (Root) থেকে যার উৎপত্তি ঘটেছে সেটাই হলো মৌলবাদ (Fundamentalism) আর যারা মূলে বিশ্বাসী তারাই হলো মৌলবাদী (Fundamentalist) । সুতরাং এই শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে ইউরোপে খৃষ্টান পাদ্রীদের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার-নির্যাতন ও নিষ্পেষনের কারণে-ইসলামের সাথে যার দূরতম সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্মহীন গোষ্ঠী ও ইসলামের দুশমনরা ইসলামের বিরুদ্ধে এই শব্দটি প্রয়োগ করছে। ইসলামের দুশমন ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীরা ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি 'ইসলামকে উৎখাত করবো বা ইসলামপন্থীদেরকে নির্মূল করবো' এই ধরনের কথা বলার সাহস পায় না, এ জন্য তারা মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা উৎখাতের নামে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। ইসলামের মূল হলো কোরআন ও হাদীস, এর বিপরীত কোনো কিছু মানতে আমরা রাজী নই। এ জন্য কেউ যদি আমাদেরকে মৌলবাদী বলে গালি দেয় দিক। এতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নেই।

শেখ হাছিনার বিরুদ্ধে কেনো গীবত করেন

প্রশ্ন ঃ কোরআন-হাদীসের নির্দেশ হলো, গীবত করা হারাম। কিন্তু আপনি আপনার বক্তৃতায় অনেক লোকের বিরুদ্ধে বলে থাকেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বলেন এবং ২০০১ সনে নির্বাচনী বক্তৃতায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আপনি যা বলেছেন, তা কি গীবতের পর্যায়ে পড়ে না?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসে গীবতের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সেই সংজ্ঞা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ

রাব্বুল আলামীন সূরা হুজুরাত-এর দ্বিতীয় রুকুর আয়াতসমূহে গবীত হারাম ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে সূরা নিছায় বলেছেন–

لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ-وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا-

মানুষ খারাপ কথা বলুক, তা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন না। অবশ্য কারো প্রতি জুলুম করা হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুই শুনেন এবং সব কিছুই জানেন। (সূরা নিছা-১৪৮)

কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ফিকাহ্‌বিদ তথা ইসলামী আইনবিদগণ কতক ক্ষেত্রে অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। আবার কতক ক্ষেত্রে কারো দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়া ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের অভিযোগ এমন ব্যক্তি বা লোকদের সামনে উত্থাপন করা যাবে, যার ফলে সেই জালিমের জুলুমমূলক কর্মকান্ড সেই ব্যক্তি বা লোকগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর দোষ-ত্রুটির উল্লেখ এমন লোকদের সামনে করা যাবে, যেসব লোকদের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভবপর হতে পারে। কোনো ব্যক্তি বা দলের দুষ্কৃতির ব্যাপারে জাতিকে সতর্ক করে দেয়া যাবে, সেই ব্যক্তি বা দলের ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে দেশ ও জাতি নিরাপদ থাকতে পারে। যেসব ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠান সমাজ ও দেশে অশ্লীলতা, নোংরামী, বেহায়াপনা, দুষ্কৃতি, তথা শরীয়াতের সীমালংঘন ও পাপ প্রবণতার প্রচার করে, বিদায়াত চালু করে, পথ ভ্রষ্টতার পথ উন্মুক্ত করে দেয়, জাতিকে নির্যাতন, নিষ্পেষন, অন্যায়-অত্যাচারের মধ্যে নিক্ষেপ করে, জাতিকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, দেশ ও জাতিকে ভিন্ন জাতির অনুকরণ করতে বাধ্য করে, দেশের সার্বভৌমত্ব যাদের হাতে নিরাপদ নয় বলে প্রমাণিত বা আশঙ্কা করা হয়, আল্লাহর বিধানের প্রতি যাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই, আল্লাহর বিধানের প্রতি যারা তোয়াক্কা করে না, এই ধরনের ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে প্রাকাশ্যে আওয়াজ তোলা, তাদের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া সমাজের বিবেকবান ও সচেতন লোকদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই কর্তব্য পালন না করলে আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। আমি এই দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র, কারো গীবত করিনি।

শেখ হাছিনা বা আওয়ামী লীগের সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, আমি তাদের কারো ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটির কথা বলিনা। তারা যে নীতি আদর্শের অনুসারী

এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়ে যে নীতি আদর্শের ভিত্তিতে দেশ ও জাতিকে পারিচালিত করতে চায়, আমি তার বিরুদ্ধে কথা বলি। তাদের ব্যাপারে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, তারা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের ঈমান-আকিদা, চেতনা-বিশ্বাস ও আদর্শের বিপরীতে এবং প্রতিবেশী হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং সুযোগ পেলেই তারা হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি এদেশের মুসলমানদের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছে। ক্ষমতার বাইরে থেকেও তারা যেমন ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির চর্চা করে, ক্ষমতায় যখন গিয়েছিলো, তখনও তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির চর্চা করেছে। আওয়ামী নেত্রী শেখ হাছিনা মক্কা-মদীনায় গিয়ে যে কপাল দিয়ে আল্লাহকে সিজ্‌দা দিয়েছেন, সেই একই কপালে তিনি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরালের হাতে তিলক পরেছেন। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে, হাতে রাখি বন্ধন বাঁধে, লেখনীর ক্ষেত্রে ইসলামী শব্দ পরিত্যাগ করে হিন্দুয়ানী শব্দ প্রয়োগ করে। ইসলামের দুশমন নাস্তিক-মুরতাদরা তাদের প্রাণের বন্ধু, সর্বোপরি তাদের আদর্শ হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ক্ষমতায় থাকাকালে তারা এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান–তাদের ঈমান-আকিদার সাথে যে জঘণ্য আচরণ করেছে, তা একটি কালো অধ্যায় হিসাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পুনরায় জাতি যেনো তাদের এবং তাদের দোসর নাস্তিক-মুরতাদদের খপ্পড়ে না পড়ে, এ ব্যাপারে জাতিকে সজাগ-সচেতন করা দেশের আলিম-ওলামা, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ তথা বিবেকবান লোকদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করা গীবতের আওতায় পড়ে না।

উপমহাদেশে কোন্ নবী এসেছিলো

প্রশ্ন ঃ আপনি এবং আপনার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী বিভিন্ন মাহফিলে বলেছেন যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতিকে হিদায়াত করার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। প্রশ্ন হলো, আমাদের এই উপমহাদেশে কোন্ নবীকে প্রেরণ করা হয়েছিলো?

উত্তর ঃ এই পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয় পথভ্রষ্ট মানুষকে সত্য ও সহজ-সরল পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে। তাদের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান করা। প্রতিটি নবীই তাঁর নিজের জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্বরণ করিয়ে দেন। সাধারণ মানুষকে তাঁরা শিক্ষা দেন দাসত্ব করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। পৃথিবীর এমন কোন জনপদ বা নগরী

নেই, যেখানে মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ করেননি। প্রতিটি নবীর প্রচারিত আদর্শ ছিল ইসলাম। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রতিটি নবীর শিক্ষা পদ্ধতি এবং আইন কানুনে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ–

প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভেতরেই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশসহ যে, তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয় বা নিজেদের দাস বানিয়ে রাখে এমন সব শক্তিকে অস্বীকার করো। (সূরা নাহল-৩৬)

নবী-রাসূলগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে জীবন বিধান পৌছে দেন। নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাঁরা সাধারণ মানুষকে ঐ পথের দিকেই আহ্বান জানাবেন, যে পথকে আল্লাহ তা'য়ালা সিরাতুল মুস্তাকিম নামে অবিহিত করেছেন। এই পথের পরিচয় নবীগণ মানুষকে জানাবেন, এ পথে চলতে সাহায্য করবেন, মানুষ যেন এ পথে অগ্রসর হয়ে গন্তব্য স্থলে পৌছতে পারে সেভাবে তিনি সহযোগিতা করবেন। সাধারণ মানুষ আল্লাহর পরিচয় জানে না। সত্য মিথ্যার পার্থক্য তাঁরা বোঝে না। কোনটা কল্যাণের পথ আর কোনটা অকল্যাণের পথ মানুষ তা জানেনা। মানুষকে এসব ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দান করেন নবীগণ। মানুষ যেন নির্ভুলভাবে সহজ সরল পথে চলতে পারে এ কারণেই মহান নবীদের কাছে ওহী অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ ওহী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ–بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ–

এই গ্রন্থ আমি তোমার প্রতি এ কারণেই অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষকে ঘন অন্ধকারের ভেতর থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারো। তাদের প্রতিপালকের আদেশ ক্রমে স্বতঃপ্রশংসিত মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী আল্লাহর পথে। (সূরা ইবরাহীম-১)

আদালতে আখেরাতে বিচারের পরে যে সমস্ত মানুষকে জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করবে–তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোন নবী-রাসূল আসেনি, যারা এই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে অবগত করেনি তোমাদেরকে ? (সূরা জুমার-৭১)

যে ব্যক্তি বা জনপদের কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাসত্য পৌছেনি, অথচ সেই ব্যক্তি বা জনপদের লোকদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন, এটা আল্লাহর নিয়ম নয়।

এ জন্য প্রত্যেক জনপদে তিনি মহাসত্যের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। আখিরাতের ময়দানে যেনো কোনো মানুষ বলতে না পারে, আমার কাছে তোমার নির্দেশ পৌঁছেনি, এ জন্য আমি তা অনুসরণ করার সুযোগ পাইনি। এই অভিযোগ কোনো মানুষ করতে পারবে না। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা মাত্র ২৭/২৮ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন। কয়েকজন নবী-রাসূল ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূল পৃথিবীর কোন্ কোন্ এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই এলাকার নাম উল্লেখ পূর্বক কোনো আলোচনা কোরআনুল কারীমে যুক্তি সঙ্গত কারণেই করা হয়নি। সুতরাং ভারতীয় উপমহাদেশে কোন্ নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন, তাঁর নাম জানার কোনো মাধ্যম বর্তমান পৃথিবীতে নেই। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ যে, আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর প্রত্যেক জনপদেই নবী-রাসূল তথা সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সাধারণ মানুষকে আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

কমিউনিষ্টের হাতে যবেহকৃত জন্তুর গোস্ত খাবো না

প্রশ্ন ঃ আমার চাচা কমিউনিষ্ট পার্টির একজন কমরেড। আমার আব্বা তাকে কোরআন-হাদিস দিয়ে অনেক বুঝিয়েছেন, কিন্তু নাস্তিকই রয়ে গিয়েছেন। তিনি একদিন মুরগী যবেহ করলে সেই গোস্ত আব্বা খেলেন না এবং আমাদেরকেও খেতে দিলেন না–বললেন, ওর হাতে যবেহকৃত মুরগীর গোস্ত খাওয়া হারাম। আপনার কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক বক্তব্য জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ আপনার আব্বা ঠিক কাজই করেছেন। কারণ আল্লাহ-রাসূল এবং পরকাল অবিশ্বাস না করলে কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড হওয়া যায় না। এ জন্য কমিউনিষ্টরা নাস্তিক এবং নাস্তিকদের হাতে কোনো হালাল জন্তু যবেহ হলেও তা খাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয নেই, কারণ তারা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। আর যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তা খাওয়া কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ –

মৃতদেহ, রক্ত ও শুকূরের গোস্ত খাওয়া তোমার প্রতি হারাম করা হয়েছে এবং এমন সব জিনিস তোমরা খাবে না যার ওপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য করো নাম নেয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা-১৭৩)

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ ধারণ করা

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী দাম্পত্য জীবন-যাপনে সক্ষম কিন্তু সন্তান উৎপাদনে সক্ষম নন। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে বিদেশে গিয়ে অন্যের শুক্রকীট আমার গর্ভে স্থাপন করে সন্তানের পিতা হওয়ার জন্য আমার প্রতি চাপ সৃষ্টি করছেন। আমি যদি স্বামীর আদেশ পালন করি তাহলে কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ এই ধরনের কাজ করা ইসলামের দৃষ্টিতে যিনার মাধ্যমে গর্ভধারণ করার শামিল। আপনি আপনার স্বামীর এই প্রস্তাবে রাজী হবেন না, বরং স্বামীকে বুঝাতে থাকুন। আপনারা দু'জনে মিলে মহান আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে সন্তান কামনা করুন। আল্লাহর কাছে দুয়া করতে থাকুন, তিনি যেনো আপনার স্বামীকে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম করে দেন। পাশ্চাত্যের দেশসমূহে অবৈধ উপায়ে গর্ভধারণ করা লজ্জার কোনো বিষয় নয়, এ জন্য তারা এসব অবৈধ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু কোনো মুসলমানের জন্য এসব অবৈধ পদ্ধতির অনুকরণ করা হারাম। সন্তান যদি একেবারেই না হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদান দেবেন। আমরা আপনার জন্য দুয়া করি, মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেনো আপনাদের মনের জায়েয আশা পূরা করে দিন।

মূর্তি নিয়ে শিশুদের খেলা

প্রশ্ন ঃ আমি দ্বীনি আন্দোলনের সাথে জড়িত একজন মহিলা। আমার শিশুদের নিয়ে যখন মার্কেটে যাই তখন কাপড়, তুলা, ফোম, প্লাস্টিক, রাবার, মাটি, পাথর বা চিনি-মিস্‌রী দিয়ে তৈরী নানা ধরনের মূর্তি দেখে আমার শিশু বাচ্চা তা কিনে দেয়ার জন্য জেদ ধরে। তখন কিনে না দিলেও বিব্রতবোধ করি। আমি আমার শিশুকে এসব খেল্‌না মূর্তি কিনে দিলে কি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ মূর্তি সাধারাণত দুটো উদ্দেশ্য সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়। একটি উদ্দেশ্য হলো তাকে উপাস্য কল্পনা করে তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। এই ধরনের মূর্তিই হলো প্রতিমা এবং এগুলো আকার আকৃতিতে ছোট বা বড়ও হতে পারে। এগুলো মুসলমানদের জন্য হারাম। আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, শিশুদের খেলনা হিসাবে মূর্তি নির্মাণ করা। এই ধরনের মূর্তিই হলো পুতুল যা আকার আকৃতিতে ছোট বা বড়ও হতে পারে। তবে বড় ধরনের পুতুল, যা বর্তমানে ইলেক্ট্রিসিটি বা ব্যাটারির মাধ্যমে নড়াচড়া করে, কথা বলে বা নানা ধরনের অঙ্গি-ভঙ্গি করে, এসবগুলো প্রতিমার মধ্যেই গণ্য হবে। এসব মূর্তি ঘরে রাখা বা মুসলিম শিশুদেরকে খেলনা হিসাবে কিনে দেয়া জায়েয নেই। তবে ছোট আকারের নানা ধরনের প্রাণীর প্রতিকৃতি বা মূর্তি নিয়ে খেলার ব্যাপারে শরীয়াতে নিষেধ করা হয়নি। আর মিষ্টি

দ্রব্য দিয়ে যেসব মূর্তি নির্মাণ করা হয়, তা বাচ্চারা কিছুক্ষণ খেলে পরে নিজেরাই খেয়ে ফেলে। এগুলো নিয়ে খেলাও দোষের বিষয় নয়। কাপড়, কাগজ বা তুলা, ফোম ইত্যাদি দিয়ে বানানো নানা প্রাণীর ছোট আকারের মূর্তি নিয়ে বাচ্চারা খেলতে পারে। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বিয়ে হয়েছিলো খুবই ছোট বয়সে। তিনি তাঁর সমবয়সীদের সাথে বিয়ের পরেও খেলতেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের উপস্থিতিতে মেয়েদের নিয়ে খেলতাম। আমার খেলার সাথীরা আমার কাছে আসতো এবং রাসূলকে দেখলেই লুকিয়ে পড়তো। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের আসা এবং আমার খেলার বিষয়টি দেখে খুশীই হতেন। (বুখারী-মুসলিম)

আবু দাউদের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একদিন পুতুল নিয়ে খেলা করছিলেন, এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেলেন, এগুলো কি? তিনি জানালেন, এগুলো আমার খেলার পুতুল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পুতুলগুলোর মধ্যে ওটা কি? তিনি বললেন, ওটা আমার খেলার ঘোড়া। রাসূল পুনরায় বললেন, ঘোড়ার ওপরে ওটা কি? তিনি বললেন, ঘোড়ার ওপরে ও দুটো পাখা। আল্লাহর নবী বললেন, ঘোড়ার কি পাখা থাকে? হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আল্লাহর রাসূলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন-কেনো, আপনি কি জানেন না, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের সন্তান হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামের পাখাযুক্ত ঘোড়া ছিলো। হযরত আয়িশার মুখে এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হেসে উঠেছিলেন যে, তাঁর দন্ত মোবারক বিকশিত হয়েছিলো।

ঈঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ

প্রশ্ন ঃ ঈঙ্গ-মার্কিন শক্তি বর্তমানে ইয়াহুদীদের পরামর্শে মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছে। এদের শক্তিকে খর্ব করার লক্ষ্যে আমরা মুসলমানরা কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারি?

উত্তর ঃ এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর বিধান অমান্য করার ফলে, কোরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার কারণেই বর্তমানে মুসলমানরা গোটা পৃথিবীতে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বপ্রথমে মুসলমানদেরকে আল্লাহর বিধান সর্বাত্মকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাহলে যে কোনো শক্তির মোকাবেলায় আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য পাওয়া যাবে। ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ঈমানদারগণ যখন ইসলাম বিরোধী

শক্তির সাথে লড়াই করে, তখন ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সাহায্য করবেন—এটা তাঁর ওয়াদা। বদর, ওহুদ-খন্দকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন। ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা এভাবে লাঞ্ছিত হতেই থাকবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং মুসলমানদেরকে মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে হবে। ঈমানী দুর্বলতার কারণেই ইসলামের দুশমন ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন চালানোর দুঃসাহস প্রদর্শন করছে। এদের অর্থনীতির ভিত্তি চুরমার করে দেয়ার লক্ষ্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বর্জন করে নিজেদের দেশীয় পণ্য ব্যবহারে মনোযোগী হতে হবে। এতে করে একদিকে নিজেদের দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হবে, অন্য দিকে ইসলামের দুশমনরা দুর্বল হয়ে পড়বে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য মুসলমানরা যে অর্থ ব্যয় করে ক্রয় করছে, মুসলমানদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়া সেই অর্থ দিয়েই দুশমনরা মুসলমানদের বুকে আঘাত হানছে। ইসলামের দুশমনদেরকে দুর্বল করে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে মুসলমানরা যদি এই ভূমিকাটুকুও পালন না করে, তাহলে আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

অপবিত্র অবস্থায় ইন্তেকাল করলে

প্রশ্ন ঃ আমার আব্বা টয়লেট ব্যবহার করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন এবং আমার একজন ভাবী হায়েজ অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই বলছে যে, পাপের কারণে তারা অপবিত্র অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে। অথচ তাদের উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু মানুষ। প্রতিবেশীদের কথা আমার মনে ব্যথার সৃষ্টি করছে। প্রশ্ন হলো, কোনো পুরুষ বা নারী যদি ফরজ গোছল করার পূর্বেই বা পবিত্রতা অর্জনের পূর্বেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করে, তাহলে সে নারী বা পুরুষ কি জান্নাতে যেতে পারবে?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ব্যতীত মৃত্যু কারো ওপর হামলা করতে পারে না। মৃত্যুর সময় এবং স্থানও পূর্ব নির্ধারিত। এক মুহূর্ত পূর্বে বা পরে কারো মৃত্যু হবে না। নির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

اِذَا جَاءَ اَجَلُ هُمْ لاَيَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لاَيَسْتَقْدِمُوْنَ—

মৃত্যুর সময় পূর্ব নির্ধারিত। এক মুহূর্ত পূর্বেও নয় এবং এক মুহূর্ত পরেও কেউ মৃত্যু বরণ করবে না।

মহান আল্লাহ মৃত্যুর স্থানও নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন– وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ ۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ

কোথায় কোন্ অবস্থায় কে মৃত্যুবরণ করবে, তা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জানা নেই।

গত ২০০০ সনের নভেম্বর মাসে আমি লন্ডনে অবস্থানের সময় একটি ঘটনার কথা শুনলাম। পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশীত হয়েছিল। একজন লোক আট তলা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেল। অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, লোকটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। তার দেহের কোন অস্থি ভাঙ্গেনি। কোন রক্তপাত হয়নি। শুধুমাত্র দেহের ওপরে কয়েক স্থানে চামড়ায় সামান্য আঘাত লেগেছিল। এ অবস্থায় দ্রুত এ্যাম্বুলেন্স ডেকে লোকটিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো হাসপাতালে চেকআপের জন্য। এ্যাম্বুলেন্সে লোকটিকে উঠিয়ে শুইয়ে দিয়ে দরোজা এমন অসতর্কভাবে লাগানো হয়েছিল যে, তা যথাযথভাবে বন্ধ হয়নি। পথিমধ্যে প্রয়োজনে এ্যাম্বুলেন্সের চালক ব্রেক চাপলো। ফলে একটা ঝাকুনির সৃষ্টি হলো। আর তখনই অসতর্কভাবে লাগানো দরজা খুলে গেল। সেই সাথে আটতলা থেকে পতিত অক্ষত লোকটি, যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো চেকআপের জন্য–সে ছিট্কে গিয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি গাড়ি এসে লোকটিকে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেল। ঘটনাস্থলেই লোকটি মৃত্যুবরণ করলো। আটতলার ছাদের ওপর থেকে লোকটি নিচে পড়ে গেল। চামড়ায় সামান্য আঘাত ব্যতিত লোকটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। সেখানে লোকটির মৃত্যু হলো না। দেহে তার অন্য কোন স্থানে কোন ক্ষতি হলো কিনা তা চেকআপের জন্য নিয়ে যাবার পথে ঐ অবস্থায় নিপতিত হয়ে লোকটির মৃত্যু হলো। মৃত্যুর জন্য দুটো জিনিসের যোগাসূত্রের–সংযোগের (Combination) অবশ্য প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময় আর দ্বিতীয়টি হলো নির্ধারিত স্থান। সুতরাং মানুষ পবিত্র বা অপবিত্র যে অবস্থায়ই থাক না কেনো, নির্ধারিত সময় এগিয়ে এলেই তার মৃত্যু ঘটবে। কোনো মেয়ে বালেগ হলে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সে প্রতি মাসের কয়েকটি দিন অপবিত্র থাকে এবং সন্তান প্রসব হওয়ার পরেও বেশ কিছু দিন অপবিত্র থাকে। এই অবস্থাতেও কারো মৃত্যু ঘটতে পারে।

সুতরাং কারো ওপর গোছল ফরজ হলে অথবা কোনো নারী হায়েজ-নেফাস থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ফরজ গোছল করে পবিত্র হওয়া উচিত। কে কি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো, এর সাথে জান্নাত লাভের কোনো সম্পর্ক নেই। জান্নাত লাভের সম্পর্ক হলো সৎ কাজের সাথে। আপনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহর

বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিনা, আপনার মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অনুগত ছিলো কিনা, আপনি আন্তরিকভাবে আল্লাহর বিধানসমূহ পালন করার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন কিনা, আপনার ঈমান কতটা মজবুত ছিলো এসব বিষয়ের প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালা দৃষ্টি দিবেন। সুতরাং আপনার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের ফায়সালা হবে আপনার কর্মানুসারে।

একজন ঈমানদার ব্যক্তি মলমুত্র ত্যাগের প্রয়োজনে টয়লেট ব্যবহার করছে, এ অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে অথবা একজন ঈমানদার নারী হায়েজ-নেফাস চলা অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এ জন্য এমন কথা বলা অনুচিত যে, তারা পাপের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে। মৃত্যু কখন কি অবস্থায় আগমন করবে, এ কথা একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। যে কেনো অবস্থায় মৃত্যু আসতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানীত সাহাবী হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপর গোছল ফরজ ছিলো, এ অবস্থায় তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ওপর এত খুশী হয়েছিলেন যে, ফেরেশ্‌তাগণের মাধ্যমে তাঁর গোছলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে

২ খন্ড

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী